লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

The Ahmadi Fortnightly

নব পর্যায় ৭৮ বর্ষ | ৪র্থ সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৬ ভাদ্র, ১৪২২ বঙ্গাব্দ | ১৫ জিলক্বদ, ১৪৩৬ হিজরি | ৩১ জহুর, ১৩৯৪ হি. শা. | ৩১ আগস্ট, ২০১৫ ঈসাব্দ

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো ‘পরে
Love for All
Hatred for None

মহান আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় বিশ্বের ৯৩টি দেশের ৩৫০০০-এর অধিক লোকের অংশগ্রহণে যুক্তরাজ্যের ৪৯তম সালানা জলসার সফল সমাপ্তি

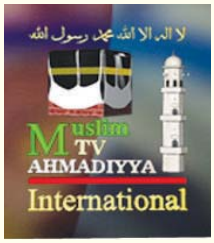

mta INTERNATIONAL

এমটিএ দেখুন অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ০১৭১৬-২৫৩২১৬

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময় সূচি

১। শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং রাত ৩.০০।

২। শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

৩। রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

৩। বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

এছাড়া বাংলাদেশের অনুষ্ঠান দেখুন বৃহস্পতি ও শুক্রবার বাদে প্রতিদিন রাত ৮.০০-৯.০০ পর্যন্ত।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা **হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)** রচিত **'আল্ ইস্তিফতা'** পুস্তিকাটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, আলহাদুলিল্লাহ।

ভাষান্তর করেছেন **মাওলানা ফিরোজ আলম**।

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার কপিটি সংগ্রহ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ০১৭১৬-২৫৩২১৬

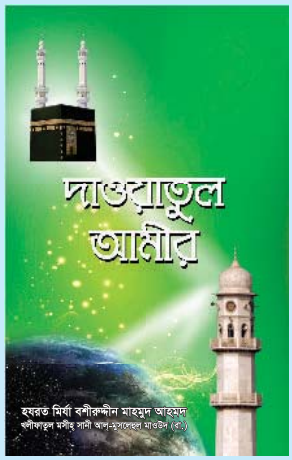

হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল্-মুসলেহুল মাওউদ (রা.) রচিত **'দাওয়াতুল আমীর'**-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

ভাষান্তর করেছেন **মাওলানা ফিরোজ আলম**।

৩১৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত বইটির **মূল্য ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ টাকা)**।

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ০১৭১৬-২৫৩২১৬

"Love For All, Hatred For None."

Hakim Watertechnology

"Best Water, Best Life"

House hold/Official | Commercial/Industrial | Pet Bottling

46/A Kakrail (VIP Roa), 2nd Floor, Dhaka-1000,Tel: 02-9337056, Cell: 01611-338989, 01711-338989
E-mail: hakimwater@gmail.com, Web: www.hakimwatertechnology.com

সম্পাদকীয়

ইয়াতিকা মিন কুল্লি ফাজ্জিন আমীক, ইয়াতুনা মিন কুল্লি ফাজ্জিন আমীক

গত ২১, ২২ ও ২৩ আগস্ট ২০১৫ তিনদিন ব্যাপী আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত যুক্তরাজ্যের ৪৯তম সালানা জলসা সফলতার সাথে সমাপ্ত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহুতা'লা বিনাসরিহিল আযীয-এর পবিত্র সত্ত্বার উপস্থিতিতে এবং দোয়ার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করা এই জলসার কার্যক্রম সমাপ্ত হয়। আলহামদুলিল্লাহ্! জলসার এই তিন দিন শুধু যুক্তরাজ্যেই নয় বরং সমগ্র আহমদী বিশ্বে বিশেষ এক আধ্যাত্মিক পরিবেশ বিরাজ করছিল, যেন বিশেষ বরকত মন্ডিত দিনে রূপান্তরিত হয়েছিল।

এবছর নতুন ১টি দেশে আহমদীয়া জামা'তের চারা রোপিত হয়। দেশটি হলো পুটারিকো। মহান আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপায় এ বছর ৪০০টির অধিক নতুন মসজিদ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে সংযুক্ত হয়। গত এক বছরে সারা বিশ্বে ৫লাখ ৬৭ হাজার ৩৩০ জন বয়আত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করে।

এবারের জলসায় ৯৬টি দেশ থেকে ৩৫ হাজারের অধিক ধর্মপ্রাণ মানুষ যোগদান করে নিজেদেরকে আশিষ মন্ডিত করেন। মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া ইন্টারন্যাশনাল-এর শক্তিশালী নেট ওয়ার্কের মাধ্যমে এ জলসার বরকত পেতে সারা বিশ্বের ২০৭টি দেশের লক্ষ-কোটি আহমদীরাও সম্পৃক্ত হোন। জলসায় বিভিন্ন দেশের মন্ত্রী, এমপিসহ গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গরা শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

জলসার দ্বিতীয় দিনের ভাষণে গত এক বছরে বিশ্বব্যাপী আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ওপর আল্লাহ্ তা'লার কৃপাবারি বর্ষণ-ধারার এক সংক্ষিপ্ত চিত্র আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) তুলে ধরেন। তাঁর ভাষণ থেকে স্পষ্ট হয় কিভাবে মহান আল্লাহ্ তা'লা এ জামা'তের ওপর তাঁর কৃপাবারী বর্ষণ করছেন। এবছর নতুন ১টি দেশে আহমদীয়া জামা'তের চারা রোপিত হয়। দেশটি হলো পুটারিকো। এটি স্পেনের একটি দেশ। মহান আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপায় এ বছর ৪০০টির অধিক নতুন মসজিদ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে সংযুক্ত হয়। গত এক বছরে সারা বিশ্বে ৫লাখ ৬৭ হাজার ৩৩০ জন বয়আত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করে। এছাড়া ১১৩টি দেশে ৩৯১টি নতুন জাতি আহমদীয়া জামা'তে অন্তর্ভূক্ত হয়।

এ জলসায় বিশ্বের বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন বর্ণ ও ভাষা-ভাষী মানুষেরা স্ব-দেশের কৃষ্টি-কালচার নিয়ে উপস্থিত হলেও জলসায় মহা-মিলনের মোহনায় একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। আহমদীয়া জামা'তের সালানা জলসার এই দৃশ্য আকস্মিক কোন ঘটনা নয়। এ প্রসঙ্গে যুগ-ইমাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী আলায়হেস সালামের কাছে আল্লাহ্ তা'লা আজ থেকে শতবর্ষ পূর্বে ইলহামের মাধ্যমে শুভ সংবাদ দিয়েছিলেনঃ ***ইয়াতিকা মিন কুল্লি ফাজ্জিন আমীক, ইয়াতুনা মিন কুল্লি ফাজ্জিন আমীক*** অর্থাৎ যদিও এখন তুমি একা কিন্তু তোমার কাছে এমন যুগও আসবে যখন তুমি একা থাকবে না। দলে দলে লোক দূর দূরান্তের দেশ থেকে তোমার কাছে আসবে।

সুতরাং এ ভবিষ্যদ্বাণী বড়ই শান ও শওকতের সাথে পূর্ণ হয়ে চলছে। চরম বিরোধিতা, নির্জলা মিথ্যারোপ ও চক্রান্ত সত্ত্বেও খোদা তা'লা এ জামা'তকে প্রতি দিনই বাড়িয়ে চলছেন। জামা'ত একদিকে দিন দিন জাঁকজমকের সাথে অগ্রসর হচ্ছে অপর দিকে এর বিরোধীরা নাস্তানাবুদ হয়ে চলছে সর্বত্র।

বিশ্ব-মানবতার সুরক্ষায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) মহানবী (সা.)-এর আদর্শের অনুসরণে দিকদর্শী পথ-নির্দেশনা দান করে এই জলসায় যেমন বক্তব্য দান করেছেন, তেমনই মানবতার কল্যাণার্থে আন্তরিক মর্মবেদনা নিয়ে ইজতেমায়ী দোয়াও পরিচালনা করেছেন।

এক কথায় বলা যায়, এবারের জলসা আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় প্রভূত সফলতার সাথে সমাপ্ত হয়।

সূচিপত্র

৩১ আগষ্ট, ২০১৫

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃত বাণী ৫

'বারাহীনে আহমদীয়া'
হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ ৬

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডনে প্রদত্ত ০৭ই অগাষ্ট, ২০১৫-এর **জুমুআর খুতবা।** ৯

ইযালা-এ-আওহাম (সন্দেহ-সংশয় নিরসন) ১৭
হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ

যুক্তরাজ্যের ৪৯তম সালানা জলসার সমাপনী ভাষণে ইসলামের সমালোচকদের প্রতি আহমদীয়া মুসলিম জামাত প্রধানের চ্যালেঞ্জ ৯৬টি দেশের প্রতিনিধিসহ ৩৫ হাজারের অধিক জন-মানুষের উপস্থিতি ১৯

আল্ ইস্তিফতা (বিবেকের কাছে প্রশ্ন) ২১
হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

কলমের জিহাদ ২৪
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

সময়ের দাবি–
ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যভিচার সবচেয়ে হারাম এবং নিকৃষ্ট ২৬
মাহমুদ আহমদ সুমন

রাজা যুলকার নাইন-এর ধর্মপ্রচার ২৮
সংকলন: মৌলবি হেলাল উদ্দিন আহমদ প্রধান

ভ্রমনেচ্ছুদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা ৩১
মৌলবি মুহাম্মদ আমীর হোসেন

জামালপুর (হবিগঞ্জ) জামা'ত প্রতিষ্ঠা ও আজিজুর রহমান চৌধুরীর কিছু কথা ৩৩
মৌলবি মোজাফ্‌ফর আহমদ রাজু

মিথ্যার ক্ষতি সবচাইতে বড় ক্ষতি ৩৫
মৌলবি মোহাম্মদ লুৎফর রহমান

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের শতবর্ষের সালানা জলসার ইতিহাস ৩৭
মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

পাঠক কলাম–
"পবিত্রতা রক্ষায় বিয়ের গুরুত্ব" ৩৯
আনোয়ারা বেগম, ফারহানা মাহমুদ তন্বী, মোহাম্মদ নূরুজ্জামান

যুক্তরাজ্যের ৪৯তম সালানা জলসার এক ঝলক ৪২

সংবাদ ৪৪

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ ৪৬

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) কর্তৃক তাহরীককৃত দোয়াসমূহ ৪৮

'পাক্ষিক আহমদী' নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন।
পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন **'পাক্ষিক আহমদী'**র সাথেই থাকুন।
ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে **'পাক্ষিক আহমদী'** পড়তে **Log in** করুন **www.ahmadiyyabangla.org**

অনুগ্রহ পূর্বক ভিজিট করুন আমাদের সত্যের সন্ধানের ইউটিউব চ্যানেল:
www.youtub.com/shottershondhane
Please visit it

কুরআন শরীফ

সূরা আন্ নাহ্‌ল-১৬

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী, বার বার কৃপাকারী।

২। আল্লাহ্‌র আদেশ আসতে যাচ্ছে[১৫২৮]। তাই তোমরা এর জন্য তাড়াহুড়ো করো না। তিনি পরম পবিত্র এবং তারা যে শির্‌ক করে থাকে তিনি এর অনেক ঊর্ধ্বে।

৩। তিনি বান্দাদের মাঝ থেকে যাকে চান তার প্রতি স্বীয় আদেশে বাণীসহ ফিরিশ্‌তাদের[১৫২৯] অবতীর্ণ করেন, 'তোমরা (এই বলে লোকদের) সতর্ক কর নিশ্চয় আমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তাই তোমরা আমাকেই ভয় কর।'

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

اَتٰۤى اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ ؕ سُبْحٰنَهٗ
وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ②

يُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى
مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖۤ اَنْ اَنْذِرُوْۤا اَنَّهٗ
لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاتَّقُوْنِ ③

১৫২৮। 'আতাআমরুল্লাহে' অর্থ আল্লাহ্ তা'লার হুকুম এসে গেছে অর্থাৎ কাফিরদের শাস্তির সময় আসন্ন অথবা নবযুগের সময় সূচিত হয়েছে।

১৪২৯। রূহ অর্থ আত্মা, ঐশীবাণী, কুরআন, জিবরাঈল ফেরেশ্‌তা এবং নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ইত্যাদি (মুফরাদাতা, লেইন) এই আয়াতে রূহ দ্বারা আল্লাহ্‌র জীবনদানকারী বাণী বুঝাচ্ছে। এই শব্দ দ্বারা নবীর মারফতে অবতীর্ণ হওয়া ঐশী সংবাদকেও বুঝায়। কারণ এর মধ্যে জীবন সঞ্চারী শক্তি রয়েছে।

হাদীস শরীফ

অহং ও হীনমন্যতা জাতির অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করে

কুরআন ঃ

"নিশ্চয় আল্লাহ্ কখনও কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা নিজেদের অন্তরের অবস্থা পরিবর্তন করে" (সূরা রা'দ ঃ ১২)।

হাদীসঃ

আন আবী হুরায়রাতা ক্বালা আন্না রসূলাল্লাহে (সা.) ক্বালা ইযা ক্বালার রসূলু হালাকান্নাসু ফাহুআ আহলাকাহুম (মুসলিম)। অর্থাৎ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূললুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি অন্যদের সম্বন্ধে বলে, সে (বা তারা) ধ্বংস হয়ে গেল, বস্তুতঃ সে ব্যক্তি এই কথা বলে তাকে (বা তাদেরকে) ধ্বংস করে দেয়। (অথবা লামের উপর পেশ দ্বারা পড়লে তার অর্থ হবে সে নিজেই তার চাইতে বেশী ধ্বংসপ্রাপ্ত)।

ব্যাখ্যা ঃ

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস মানুষের মনস্তাত্ত্বিক-অবস্থার কথা বর্ণনা করে উত্তম জাতিতে পরিণত হবার পদ্ধতি বর্ণনা করছে। উন্নতির জন্য মানুষের মধ্যে সব উপাদান রেখে দেয়া হয়েছে। কিন্তু মানুষ তার সঠিক ব্যবহার করে না। কেউ অহংকার-অহমিকায় ভোগে, আবার কেউ হীনমন্যতায়। বস্তুতঃ এ পৃথিবীতে অধিকাংশ মানুষ হীনমন্যতায় ভোগে, যা অনেকের মাঝে মিথ্যা অহংরূপে বিদ্যমান থাকে।

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসে যে বিষয়টি বলা হচ্ছে তা হলো, জাতির মাঝে, লোকদের মাঝে আশা, উৎসাহ, উদ্যম ও সৎ-সাহসের সঞ্চার করতে হবে, তবেই জাতি বা গোষ্ঠী উন্নতি করবে। এর পরিবর্তে চেষ্টা না করে যদি বলতে থাকে যে, ধ্বংস হয়ে গেল– তবে এটা অত্যন্ত হতাশার বহিঃপ্রকাশ করে। আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) বলেন, এভাবে বললে তারা নিরুৎসাহিত হবে, হীনমন্যতায় ভুগতে শুরু করবে। হযরত রসূল করীম (সা.) একবার এক সৈন্যদল প্রেরণ করেন। তারা সেখান থেকে পরাস্ত হয়ে মদীনায় আসলেন। পলায়ন করা ইসলামে হারাম, আর 'আমরা পলায়ন করেছি'- এই ভেবে তারা লজ্জায়-শরমে হুযূর (সা.)-এর সামনে আসতেন না। এক সময় হুযূর (সা.) তাদেরকে মসজিদের এক কোণায় মুখ লুকিয়ে বসে থাকতে দেখলেন। হুযূর (সা.) তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কারা? লজ্জায় তারা মাথা নীচু করে বল্লেন, আমরা পলায়নকারী। তিনি (সা.) তাদের অবস্থা আঁচ করে বল্লেন, তোমরা পলায়নকারী নও। তোমরা শক্তি অর্জন করে আক্রমণের জন্যে পিছিয়ে এসেছো। তোমরা অন্য কারো কাছে যাওনি বরং আমার কাছে এসেছো। আমি তোমাদের নেতা হয়ে আবার তোমাদেরকে যুদ্ধের ময়দানে নিয়ে যাবো।

সুবহানাল্লাহ্! কতই না উত্তম এ আচরণ, আর কত উত্তমই না এই শিক্ষা! তিনি (সা.) সাহাবাদের মনের অবস্থা আঁচ করে কত সুন্দর কথায় মন্তব্য করলেন। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের দিকে তাকালে দেখতে পাবো কীভাবে হীনমন্যতায় আক্রান্ত হচ্ছি আমরা, আর কীভাবে নিজ সন্তান-সন্ততিকে হীনমন্যতার শিকারে পরিণত করছি।

কুরআান এবং হাদীস বলে, এরূপ ব্যধিগ্রস্তরা কখনও সফলতা লাভ করতে পারে না বরং ধ্বংস হয়ে যায়। আল্লাহ্ করুন, আমরা যেন সর্বদা সতেজ-মনের অধিকারী হই। মৃত্যুর আগেই যেন মনের দিক হতে মৃত্যুবরণ না করি, আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি–

'তোমার অনুবর্তী এ জামা'তকে আমি অন্যদের ওপর প্রাধান্য দেবো'

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

কাফেররা দাবির সাথে বলেছে যে, এখন এই ধর্ম শিগ্‌গীরই ধ্বংস ও বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তাদের এই সাক্ষ্য কুরআন করীমে বিদ্যমান রয়েছে। সেই সন্ধিক্ষণে তাদের শোনানো হয়েছিল– *ইউরিদুনা আই'ইউত্‌ফিউ' নূরাল্লাহি বি আফওয়াহিহিম্ ওয়া ইয়া' বাল্লাহু ইল্লা আই'ইউতিম্মা নূরাহু ওয়ালাও কারিহাল কাফিরুন* [সূরা আত্ তাওবা ঃ ৩২] অর্থাৎ এ লোকেরা গর্ব ও অহঙ্কার ভরে নিজ মুখে বাগাড়ম্বরের সাথে প্রলাপ বকে যে–'এ ধর্ম কখনও সফল হবে না, এ ধর্ম আমাদের হাতে ধ্বংস হয়ে যাবে'। কিন্তু খোদা কক্ষনো এ ধর্ম বিনষ্ট হতে দেবেন না। যতক্ষণ না একে পূর্ণতা দান করছেন, ততক্ষণ তিনি ক্ষান্ত হবেন না ।

'তোমার অনুবর্তী এ জামা'তকে আমি অন্যদের ওপর প্রাধান্য দেবো'

অপর এক আয়াতে তিনি বলেছেন, *ওয়াআ'দাল্লাহুল্লাযিনা আমানু* .....[সূরা তুন্ নূর ঃ ৫৬] অর্থাৎ খোদা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, এই ধর্মে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পর খলীফাদের সৃষ্টি করবেন এবং কিয়ামতকাল পর্যন্ত তা প্রতিষ্ঠিত রাখবেন, অর্থাৎ-যেভাবে মূসা (আ.) এর সিলসিলায় দীর্ঘকাল ধরে খলীফা ও বাদশাহ্ প্রেরণ করেছেন, তেমনিভাবে এক্ষেত্রেও করবেন, আর তা নির্বাপিত হতে দিবেন না [জঙ্গে মুকাদ্দাস, রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৯০]

অতএব হে বন্ধুগণ! আদিকাল থেকে আল্লাহ্ তা'লার বিধান যখন এটাই যে, তিনি দু'টি শক্তি প্রদর্শন করেন, যেন বিরুদ্ধবাদীদের দু'টি মিথ্যা উল্লাসকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে দেখান। সুতরাং এখন সম্ভবপর নয় যে, খোদা তা'লা তাঁর চিরন্তন-নিয়ম পরিহার করবেন। এজন্য তোমাদেরকে আমি যে কথা বলেছি, তাতে তোমরা দুঃখিত ও চিন্তিত হয়ো না। তোমাদের হৃদয় যেন উদ্বেগাকুল না হয়। তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরতও দেখা আবশ্যক, কেননা এর আগমন তোমাদের জন্য শ্রেয়। কারণ এটা স্থায়ী, যার চলমান ধারা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না। যতক্ষণ আমি না যাচ্ছি, সেই দ্বিতীয়-কুদরত আসতে পারে না। আর আমি যখন চলে যাবো, তোমাদের জন্য খোদা তখন সেই দ্বিতীয় কুদরত প্রেরণ করবেন, যা তোমাদের সাথে চিরকাল থাকবে, যেমনটা 'বারাহীনে আহমদীয়া'-য় খোদার প্রতিশ্রুতির উল্লেখ রয়েছে এবং সেই প্রতিশ্রুতি আমার নিজের সম্পর্কে নয় বরং তোমাদের সম্পর্কে। যেমন– খোদা তা'লা বলেছেনঃ

ম্যাঁয় ইস্ জামা'তকো জো তেরিঁ পেয়রু মেঁ হ্যায়, কিয়ামত তক দুসরোঁ প্যর গালবাহ্ দুঙ্গা।

[অর্থাৎ 'তোমার অনুবর্তী এ জামা'তকে আমি অন্যদের ওপর প্রাধান্য দেবো' – অনুবাদক]

সুতরাং তোমাদের সাথে অবশ্যই আমার বিচ্ছেদের দিন আসবে, যেন এর পর সেই দিন আসে, যা 'চিরস্থায়ী প্রতিশ্রুত দিবস'।

[আল ওসীয়্যত, রূহানী খাযায়েন, ২০তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০৫-৩০৬]

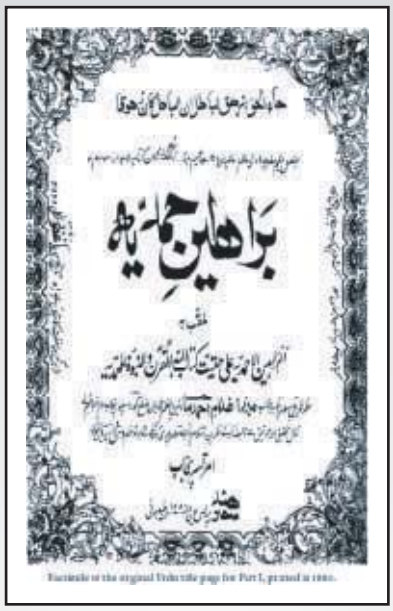

‘বারাহীনে আহমদীয়া’

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

(১ম কিস্তি)

প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদ

প্রথম খণ্ড

সুব্‌হান আল্লাহ! এটি কী অনুপম একটি গ্রন্থ, যা অতি স্বল্প সময়ে মানুষকে সত্য ধর্মের জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে। (এ বাক্য থাকবে প্রথম পৃষ্ঠার ডানে)। এটি মুক্তির পথের দিশারী। এ গ্রন্থ ছাপা হয় ১২৯৭ হিজরী সনে যা ঘটনাক্রমে গাণিতিক মানের নিরিখে ‘ইয়া গফুর’ শব্দের পূর্ণ সংখ্যামান।

“যাআলহাক্কু ওয়া যাহাকাল বাতিলু ইন্নাল বাতিলা কানাযাহুকা”

এ পৃথিবী ও সমগ্র বিশ্বজগতের পথপ্রদর্শকের মহান কৃপায় এবং পথহারাদের সঠিক পথপ্রদর্শনকারী খোদার সার্বজনীন করুনায়, এ অখণ্ডনযোগ্য গ্রন্থের নাম রাখা হয়েছে ‘বারাহীনে আহমদীয়া’।

এ গ্রন্থের পুরো নাম হলোঃ

‘আলবারাহীনুল আহমদীয়া আলা হাক্কীয়্যতে কিতাবিল্লাহিল কুরআন ওয়ান্ নবুয়্যতীল মুহাম্মদীয়াহ’।

চূড়ান্ত গবেষণা ও বিচার-বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে এটি রচনা করেছেন গুরুদাসপুর জেলার অন্তর্গত কাদিয়ান গ্রামের সম্মানিত রইস (জমিদার, চীফ, নেতা) এবং পাঞ্জাবের মুসলমানদের গর্ব, জনাব মীর্যা গোলাম আহমদ সাহেব (খোদা তাঁর সম্মান স্থায়ী করুন)।

বিরোধীদের সামনে ইসলামের সত্যতা প্রতীয়মান করার জন্য ১০ হাজার রুপী (পুরস্কার) প্রদানের প্রতিশ্রুতির সাথে তিনি এটি ছেপেছেন।

সফীরে হিন্দ ছাপা খানা
অমৃতসর
পাঞ্জাব
১৮৮০ খৃস্টাব্দ

ঘোষণা*১

বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থের হাদিয়া ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু নিবেদন।

বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থের সম্মানিত ক্রেতাদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, এটি বেশ বড় একটি গ্রন্থ যার কলেবর হবে শতাধিক খণ্ডেরও (জুয*) অধিক। মুদ্রণের কাজ সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত, বিভিন্ন পর্যায়ে টিকা-পাদটিকা সংযোজনের ফলে গ্রন্থটির কলেবর আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। সৌন্দর্য, সূক্ষ্মতা ও সুষমার সকল আবশ্যকীয় অনুষঙ্গ নিয়ে এটি এমন উন্নত মানের কাগজে এত সুন্দরভাবে মুদ্রিত হচ্ছে যে ব্যয়ের হিসেব কষে দেখা গেছে, এর প্রতি খণ্ডের মূল্য পড়বে পঁচিশ রুপিয়া।

বইটি যাতে মুসলমানদের মাঝে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে পারে আর যাতে করে এটি ক্রয় করা মুসলমানদের জন্য কষ্টসাধ্য না হয়, এ উদ্দেশ্যে প্রথমে এর বিক্রয়মূল্য পাঁচ রুপী ধার্য করার প্রস্তাব করা হয়েছিল। আশা করা হয়েছিল, উদার ও দৃঢ়চেতা ধন্যাঢ্য মুসলমানগণ এমন গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশের কাজে আন্তরিক সদিচ্ছার সাথে এগিয়ে আসবেন এবং এই ব্যয়ভার বহন করা সহজসাধ্য হবে। কিন্তু আক্ষেপের সাথে বলতে হয় যে, এখন পর্যন্ত সে আশা পুরণ হয় নি। কেবল পাঞ্জাবের পটিয়ালা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্য পরিচালনা পরিষদের সদস্য (দস্তুরে মুয়ায্যম) সৈয়দ হাসান খাঁন সাহেব বাহাদুর-ই দরিদ্র ছাত্রদের মাঝে বন্টনের জন্য ৫০টি বই ক্রয় করেছেন এবং বিজ্ঞাপনে উল্লেখিত মূল্যের সাকুল্য অর্থ পাঠিয়ে দিয়েছেন।

অধিকন্তু, তিনি ক্রেতা সংগ্রহের ক্ষেত্রেও অনেক সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন এবং বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। খোদা তা'লা তাঁকে এই পুণ্যকর্মের জন্য পুরস্কৃত করুন এবং উত্তম প্রতিদান দিন।

এছাড়া অধিকাংশ লোক একটি বা দু'টির বেশী বই ক্রয় করেন নি। যদিও আমরা বইয়ের মূল্য ১৮৭৯ সনের ৩রা ডিসেম্বরে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন অনুসারে পূর্বনির্ধারিত ৫ রুপীর পরিবর্তে বর্তমানে ১০ রুপী নির্ধারণ করেছি, তবুও এই মূল্য প্রকৃত মূল্যের দেড়গুণ কম।

অবশ্য যারা এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের পূর্বেই বইয়ের মূল্য পরিশোধ করেছেন তাঁরা পুনঃনির্ধারিত বা বর্তমান মূল্যের আওতায় পড়বেন না।

সুতরাং সেসব ক্রেতা যাদের সম্মানিত নাম এই টিকায় অত্যন্ত মর্যাদার সাথে উল্লেখ করা হয়েছে এবং অন্যান্য উদার সম্পদশালী ব্যক্তিবর্গ যারা সর্বদা ইসলামের সেবায় নিয়োজিত থাকেন;

এই ঘোষণার মাধ্যমে তাঁদের প্রতি নিবেদন হলো এমন পুণ্যের কাজে সাহায্য করতে আদৌ দ্বিধা করবেন না যার মাধ্যমে ইসলামের নাম সমুন্নত হবে এবং যার কল্যাণ শুধু ব্যক্তির নিজের জীবনেই সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং খোদার হাজার হাজার বান্দা এর দ্বারা চিরকাল উপকৃত হতে থাকবেন।

১. শ্রদ্ধেয়া নবাব শাহজাহান বেগম, ভূপালের অধিপতি।

২. জনাব নবাব আলাউদ্দীন আহমদ খাঁন বাহাদুর, লোহারুর শাসক।

৩. জনাব মৌলভী চেরাগ আলী খাঁন প্রধান মন্ত্রীর নায়েব মু'তামাদ, হায়দ্রাবাদ দক্ষিণ।

৪. জনাব গোলাম কাদের খাঁন, নালাগড়ের মন্ত্রী , পাঞ্জাব।

৫. জনাব নবাব মকর্‌রমুদ্দৌলা বাহাদুর, হায়েদ্রাবাদ।

৬. জনাব নবাব নযীর উদ্দৌলা বাহাদুর, ভূপাল।

৭. জনাব নবাব সুলতান উদ্দৌলা বাহাদুর, ভূপাল।

৮. জনাব নবাব আলী মুহাম্মদ খাঁন।

৯. জনাব নবাব গোলাম মাহবুব সুবহানী খাঁন বাহাদুর, লাহোরের রইসে আযম।

১০. জনাব সর্দার গোলাম মোহাম্মদ খাঁন সাহেব ওয়া'র রইস ।

১১. জনাব মীর্যা সাঈদুদ্দীন খাঁন বাহাদুর এড়ট্রা এসিসটেন্ট কমিশনার, ফিরোজপুর।

কেননা মহানবী (সা.)-এর বাণী অনুসারে যেসব কাজে আল্লাহ্‌র বান্দাদের পারলৌকিক কল্যাণ সাধিত হয়, মানুষের নিজ শক্তি ও সামর্থকে সে সব কাজে ব্যয় করার চাইতে মহান কাজ আর নেই। সেই কাজ যা সুসম্পন্ন করতে অনেক টাকার প্রয়োজন আর বর্তমান অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাতে যা সমাধা হওয়ার পথে বেশ কয়েক প্রকার প্রতিবন্ধকতা বা সমস্যা চোখে পড়ে, তা সহজেই নিস্পন্ন হতে পারে, যদি এ সব সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ এদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করেন ।

আশা করা যায় আমাদের এই অত্যাবশ্যকীয় কাজকে খোদা তা'লা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে দেবেন না।

যেভাবে এ ধর্মের কাজ নিদর্শনমূলকভাবে হয়ে আসছে, ঠিক সেভাবে অদৃশ্য হতে কোন সুপুরুষ দাঁড়িয়ে যাবেন। "তাওয়াক্কালনা আলাল্লাহ, হুয়া নি'মাল মাউলা ওয়া নি'মালন নাসির"। আল্লাহ্‌র ওপরই আমরা নির্ভর করি, তিনিই সর্বোত্তম বন্ধু ও পরম সাহায্যকারী।

প্রকাশক ও গ্রন্থকার
মির্যা গোলাম আহমদ
কাদিয়ানের রইস (চীফ)
গুরুদাসপুর, পাঞ্জাব

টিকা:

*১ এই ঘোষণা দ্বিতীয় সংস্করণে অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি, অবশ্য প্রথম ও তৃতীয় সংস্করণে রয়েছে।

*২ জুয বা অংশ : স্মরণ রাখতে হবে যে এক একটি জুয বা অংশ ১৬ পৃষ্ঠার হয়ে থাকে।

ক্ষমা প্রার্থনা

এখন পর্যন্ত এ গ্রন্থের অর্ধেকের মত ছাপা হয়ে যেতো। কিন্তু পাঞ্জাবের অমৃতসরস্থ সফীরে হিন্দ নামক যে ছাপাখানায় এ গ্রন্থ মুদ্রিত হচ্ছে এর ব্যবস্থাপকের অসুস্থতা এবং তাঁর অপ্রত্যাশিত আরো কিছু অপারগতার কারণে মুদ্রণের কাজ সাত-আট মাস বিলম্বিত হয়েছে, ভবিষ্যতে কখনও আর এমনটি হবে না, ইনশাআল্লাহ্।

গোলাম আহমদ

লেখকের গুরুত্বপূর্ণ নিবেদন

বিশ্বজগতের প্রভুর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমি কোথায় খুঁজে পাব যিনি প্রথমতঃ

এ অধমকে কেবল আপন কৃপা, উদারতা ও অদৃশ্য বদান্যতার নিদর্শনস্বরূপ এই গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশের সামর্থ্য দিয়েছেন এরপর ইসলামের নেতৃস্থানীয়, প্রবীণ, জ্যৈষ্ঠ, অভিজাত এবং অন্যান্য ভাইদের আর মু'মিন ও মুসলমান ভাইদের মাঝে এই রচনার মুদ্রণ, প্রচার ও প্রসারের প্রতি গভীর আগ্রহ জাগিয়েছেন এবং এদিকে তাঁদের মনোযোগ নিবদ্ধ করেছেন। সেসব সাহায্যকারী বন্ধুর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমার একটি আবশ্যকীয় দায়িত্ব যাদের মহানুভবতায় আমার ধর্মীয় উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়া থেকে এবং আমার শ্রম পন্ড হওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছে। এ সব সম্মানিত বন্ধুর সাহায্য সহযোগিতার জন্য আমি এতটাই কৃতজ্ঞ যে আমার কাছে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা নেই।

আমার কৃতজ্ঞতাবোধ তখন আরও দৃঢ়তা লাভ করে, বিশেষ করে যখন আমি দেখি যে কিছু লোক এই মহান কাজে প্রতিযোগিতামূলকভাবে অংশ নিয়েছেন আর অনেকেই বর্ধিত সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন।

আমি এই বক্তব্যে সেসব দৃঢ়চেতা ও প্রত্যয়ী সুপুরুষদের কল্যাণমন্ডিত নাম তাঁদের প্রদত্ত অংক উল্লেখপূর্বক লিপিবদ্ধ করেছি যারা পুস্তক ক্রয় ও এর ছাপার কাজে কিছুটা সাহায্য করেছেন; আর ভবিষ্যতে গ্রন্থ ছাপার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই রীতি অব্যাহত থাকবে, যেন যতদিন এই পৃথিবীতে এই গ্রন্থের মাধ্যমে কারো কল্যাণ ও হিতসাধনের ধারা অব্যাহত থাকে, ততদিন এর মাধ্যমে লাভবান প্রত্যেক ব্যক্তি আমাকে ও আমার সাহায্যকারীদেরকে দোয়ায় স্মরণ রাখতে পারেন।

এখানে বিশেষভাবে একটি কথা উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি তাহলো এই পুণ্যকর্মে আজ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশী সাহায্য এসেছে পাঞ্জাবের পটিয়ালা রাজ্যের মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী এবং রাজ্য পরিচালনা পরিষদের সদস্য (দস্তুরে মুয়াযযম) সৈয়দ হাসান খাঁন সাহেবের পক্ষ থেকে। অর্থাৎ এই মহান ব্যক্তি উদারতা ও গভীর ধর্মানুরাগের স্বাক্ষর রেখে পুস্তক ক্রয় বাবদ সর্বমোট ৩২৫ রূপী প্রদান করেছেন; যার মধ্যে ২৫০ রূপী তাঁর ব্যক্তিগত খাত থেকে দিয়েছেন আর ৭৫ রূপী সংগ্রহ করেছেন তাঁর বন্ধু-বান্ধবের নিকট থেকে। অধিকন্তু প্রশংসনীয় গুণাবলীর অধিকারী মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তাঁর পত্রে গ্রন্থ ছাপার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত চাঁদা প্রদান অব্যাহত রাখা এবং সম্ভাব্য ক্রেতা সন্ধানে সাহায্য সহযোগিতারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অনুরূপভাবে লোহারু রাজ্যের শাসক হযরত ফখরুদ্দৌলা, খান বাহাদুর নবাব মির্যা মোহাম্মদ আলাদীন ৪০ রূপী পাঠিয়েছেন যার ভেতর পুরো ২০ রূপী হলো অনুদান বাবত। তিনি ভবিষ্যতেও সাহায্য সহযোগিতা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। **অনুরুপভাবে, ক্রাউন অব ইন্ডিয়া, ভূপালের অধিপতি মহামতি নবাব শাজাহান বেগম সাহেবার (খোদা তাঁর সম্মান স্থায়ী করুন)** নাম ও উল্লেখ এবং গভীর কৃতজ্ঞতার দাবী রাখে যিনি আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্যের প্রেরণায়, গ্রন্থ ক্রয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমার বিপুল প্রত্যাশা আছে, যে কাজে হযরত খাতামুল আম্বিয়ার সত্যতা ও মহিমা প্রকাশ পায় এবং ইসলামের সত্যতার প্রমাণাদি দিবালোকের মত সমুজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে আর খোদার বান্দাদের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়, সে কাজের প্রতি এই মহিয়সী নারী পুরো মনোযোগ নিবদ্ধ করবেন।

এখন এখানে অন্যান্য সম্পদশালী ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ যারা এই গ্রন্থ সম্পর্কে আদৌ অবহিত নন তাদের কাছে আমি নিবেদন করতে চাই যে তারাও যদি এই গ্রন্থ প্রকাশে কিছুটা সাহায্য-সহযোগিতা করেন তাহলে তাদের সামান্য মনোযোগে এই গ্রন্থের প্রচার ও প্রসার সংক্রান্ত আমার হৃদয়ের উদগ্র বাসনা ও ইচ্ছা অতি সহজেই বাস্তবায়িত হতে পারে।

হে সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ ও ইসলামের আলোকবর্তিকাবাহীগণ! আপনারা ভালভাবে জানেন যে, আজকাল ইসলামের সত্যতার প্রমাণাদি প্রচার ও প্রসারের অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। নিজ আত্মীয়-স্বজন ও সন্তান-সন্ততিদের এই ধর্মের শিক্ষার আলোকে গড়ে তোলা এবং সুদৃঢ় ও উৎকর্ষ ধর্ম ইসলামের সত্যতার প্রমাণাদি বুঝানো ও শেখানো এতটা আবশ্যক হয়ে পড়েছে আর এর আবশ্যকতা এমন অনস্বীকার্য ও অলঙ্ঘনীয় যা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সমসাময়িক কালে মানুষের বিশ্বাস যেভাবে নষ্ট হচ্ছে আর যেভাবে বেশীর ভাগ মানুষের চিন্তাধারা বিকৃতি ও নৈরাজ্যের শিকার হচ্ছে, তা কারো অজানা নয়। কত অদ্ভুত ধ্যানধারণা দৃশ্যপটে আসছে, কত প্রকারের বিষাক্ত বাতাস বইছে, কত বিকৃত চিন্তা-ধারার উন্মেষ ঘটছে; তার কোন ইয়ত্তা নেই। সুতরাং এই ভয়াবহ তুফান, যা বড় বড় বৃক্ষকে সমূলে উৎপাটনের শক্তি রাখে, সে সম্পর্কে যারা অবহিত তারা বুঝবে যে এই গ্রন্থ বিনা প্রয়োজনে লেখা হয় নি। প্রত্যেক যুগের মিথ্যা বিশ্বাস ও বিকৃত ধ্যানধারণা ভিন্ন রূপ ও ভিন্ন আঙ্গিকে মাথাচাড়া দেয়। সে সবকে মিথ্যা প্রমাণ করা ও সে সবের নিরসন কল্পে আল্লাহ্ তা'লা যে চিকিৎসা নির্ধারণ করেছেন তা হলো, তিনি সমসাময়িক যুগে এমন সব গ্রন্থ সামনে নিয়ে আসেন যা তাঁর পবিত্র গ্রন্থের আলোতে পুরোপুরি আলোকিত হয়ে এসকল ধ্যানধারণার অসারতা প্রমাণে সোচ্চার হয় আর অখণ্ডনীয় ও অকাট্য প্রমাণাদির মাধ্যমে শত্রুর মুখ বন্ধ করে এবং তাদের দোষী সাব্যস্ত করে। এক কথায় এমন সব ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে ইসলামরূপী বৃক্ষ সবুজ, সতেজ ও চিরহরিৎ থাকে।

(চলবে)

ভাষান্তর : মওলানা ফিরোজ আলম
মুরব্বী সিলসিলাহ্

জুমুআর খুতবা

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবাগণ

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ০৭ই অগাষ্ট, ২০১৫-এর জুমুআর খুতবা।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবীদের জীবনের ঘটনাবলী যখন পড়ি ও শুনি এতে তাঁদের পুণ্য প্রকৃতি, সত্য গ্রহণের জন্য উৎকণ্ঠা, প্রাণ ও সম্পদ উৎসর্গ করার জন্য তাঁদের বাসনা ও প্রচেষ্টা আর নিজ নিজ বোধ-বুদ্ধি, পছন্দ ও প্রবণতা অনুসারে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি তাঁদের প্রেম এবং ভালবাসার উন্নত মান এবং উন্নত বহিঃপ্রকাশ চোখে পড়ে।

বস্তুতঃ এসব আখারীনরাই পূর্ববর্তীদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য নিজ নিজ পদ্ধতি এবং ভঙ্গিতে দায়িত্ব পালনে সোচ্চার জামাত। তাঁদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব রং এবং রীতি ছিল।

যারা তাঁদের দেখেছে এবং যারা তাঁদের নিকটাত্মীয় ছিল তারা সাহাবীদের প্রতিটি রীতি ও ভঙ্গি এবং তাদের রীতি-নীতি থেকে নিজস্ব যোগ্যতা এবং সামর্থ অনুসারে শিখেছেন বা তাঁদের কোন কোন কথার ফলাফল বের করেছেন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) নিজেও সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। প্রায় সব সাহাবীর সাথে বা যাদের ঘটনা তিনি বর্ণনা করেছেন

তাঁদের সাথে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কও ছিল। সাহাবীদের বরাতে কথা বলে তিনি যখন কোন ফলাফল বের করে নসীহত করেন সেসব নসীহতের হৃদয়ে এক গভীর প্রভাবও পড়ে। অনেক সময় আমরা কোন ঘটনা হতে একটি কথা শিখি কিন্তু যখন ভাবা হয় তখন এর বিভিন্ন দিক সামনে আসে। একই ঘটনা বিভিন্ন ভাবে বা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নসীহত হিসেবে কাজ দেয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মৌলভী বুরহান উদ্দীন জেহলমী সাহেবের সাথে সম্পর্কযুক্ত ঘটনাটি নিন।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) নিজস্ব রীতিতে এটি বর্ণনা করেছেন তাঁর বয়আত সংক্রান্ত ঘটনা। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, মৌলভী বুরহান উদ্দীন সাহেবের হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে প্রথম সাক্ষাৎও একটি মজার বিষয় ছিল। 'তিনি বলেন, আমি কাদিয়ান আসি, কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ছিলেন গুরুদাসপুরে তাই আমি সেখানে যাই। যে ঘরে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) অবস্থান করছিলেন তার একদিকে ছিল বাগান। তাঁর বর্ণনা অনুসারে হামিদ আলী মরহুম দরজায় বসেছিলেন। মৌলভী বুরহান উদ্দীন সাহেব বলেন, হামিদ আলী সাহেব আমাকে ভেতরে যাওয়ার অনুমতি দেননি কিন্তু আমি সঙ্গোপনে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে যাই। আর অতি সতর্কতার সাথে দরজা খুলে তাকালে দেখতে পাই যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) পায়চারি করছিলেন আর খুব দ্রুত ও দীর্ঘ পদচারণা করছিলেন বা লম্বা লম্বা পা ফেলছিলেন।

বন্ধুরা এই ঘটনা পূর্বেও কয়েবার শুনেছেন। হযরত মৌলভী সাহেব বলেন, আমি দ্রুত পিছন দিকে মুখ ফিরিয়ে নেই আর আমি নিশ্চিন্ত হই যে, এই ব্যক্তি সত্যবাদী। যে দ্রুত পায়চারি করছেন তাঁকে অবশ্যই সুদূর কোন গন্তব্যে পৌঁছতে হবে এ কারণেই দ্রুত হাঁটছেন। মৌলভী বুরহান উদ্দীন জেহলমী সাহেব ছিলেন ওহাবী। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, ওহাবী হয়েও মৌলভী সাহেবের এমন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা বড় বিস্ময়কর বিষয় ছিল। নতুবা সচরাচর এরা রুক্ষ ও কট্টরপন্থী মানুষ হয়ে থাকে।'

এখন দেখুন! আল্লাহ্ তা'লা মৌলভী সাহেবকে সত্য দেখাতে চেয়েছেন। কোন কুরআনী যুক্তি-প্রমাণ দাবী করার কথাও তাঁর মনে পড়েনি আর হাদীসের কোন প্রমাণ চাওয়ার কথাও তিনি ভাবেন নি বা অন্য কোন প্রমাণ দাবী করার কথাও তার মাথায় আসেনি। ওহাবীরা কঠোরভাবে এই বিশ্বাসে বিশ্বস্ত যে, মহানবী (সা.)-এর পর ওহী ইলহামের দ্বার রুদ্ধ হয়ে গেছে। এছাড়া তারা এটিও বলে, নাউযুবিল্লাহ্! নবী এবং ওলীদের আমাদের উপর কি-ই বা শ্রেষ্ঠত্ব? নবীরা আমাদের এবং অন্যান্য সাধারণ লোকদের মতই। নবীও মানুষ আর ওলীরাও মানুষ। অনেকে হয়তো জানে না তাই আমি স্পষ্ট করার জন্য একথা বলছি; তাদের এই ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির খন্ডনে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন, ***"নবীদের সত্তা এক প্রকার আধ্যাত্মিক বৃষ্টি হয়ে থাকে। তাঁরা উন্নত মানের আলোকিত ব্যক্তিত্ব হয়ে থাকেন, বিভিন্ন গুণাবলীর সমাহার হন। তাঁদের সত্তায় কল্যাণ নিহিত থাকে। তাদেরকে নিজেদের মত সাধারণ মনে করা*** (অর্থাৎ ওহাবীদের এমন মনে করা যে, তাঁরা আমাদের মতই সাধারণ মানুষ) ***অনেক বড় অন্যায়। নবী এবং ওলীদের ভালবাসার ফলে ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি পায়।"*** এটি এক বিশেষ কথা যে, নবী এবং ওলীদের প্রতি ভালবাসা পোষণ করলে ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি পায়।

যাহোক হযরত মৌলভী বুরহান উদ্দীন সাহেব যেহেতু নেক ফিতরত এবং পুণ্য প্রকৃতির মানুষ তাই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দ্রুত পায়চারি করাকেই তিনি সত্যের প্রমাণ হিসেবে নিয়েছেন। খোদার বিশেষ স্নেহদৃষ্টি মৌলভী সাহেবের ওপর পড়েছে, নতুবা পক্ষান্তরে এমন মানুষও আছে যারা প্রমাণ পেয়ে এবং নিদর্শন দেখেও ঈমান আনে না। অবশ্য এ কথা বলাও সঠিক নয় যে, সব ওহাবী কঠোর হৃদয়ের অধিকারী হয়ে থাকে। আফ্রিকায় সহস্র সহস্র ওহাবী এমন আছে যারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতায় বিশ্বাস করেছেন এবং তাঁর হাতে বয়আত করেছেন। ওহী এবং ইলহামের যে সব সময়ই প্রয়োজন রয়েছে সেই উপলব্ধিও তাদের মাঝে সৃষ্টি হয়েছে আর তারা এটিও জানতে পেরেছেন যে, ওলী এবং নবীরা এক বারিধারার মত যাদের আগমনে পৃথিবী সতেজতায় ভরে যায়। তাই আধ্যাত্মিক সতেজতার জন্য ইলহাম অব্যাহত থাকাও আবশ্যক।

এরপর তিনি (রা.) আরও একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যা হযরত শেঠ আব্দুর রহমান মাদ্রাসী সাহেবের নিষ্ঠা এবং ত্যাগের সাথে সম্পর্কযুক্ত। শেঠ আব্দুর রহমান সাহেব মাদ্রাসী হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। তার মাঝে প্রগাঢ় আন্তরিকতা ছিল, সবসময় তবলীগে রত থাকতেন। তার সাথে সম্পর্কযুক্ত একটি ঘটনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বড় বেদনার্তভাবে শোনাতেন।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, সেই ঘটনা যখন আমার মনে পড়ে তখন তাঁর জন্য হৃদয়ে আমিও দোয়ার প্রেরণা পাই। প্রথম দিকে তার অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই ভাল ছিল। তিনি তখন ধর্মের জন্য অনেক বেশি আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করতেন। তিনি প্রতি মাসে তিনশত, চারশত এমনকি পাঁচশত রূপী পর্যন্ত চাঁদা হিসেবে পাঠাতেন। খোদার লীলা এমন যে, তিনি কিছু ভুল সিদ্ধান্ত করেন অর্থাৎ ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে সিদ্ধান্তের সময় তিনি ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ কারণে তার ব্যবসা ধ্বংস হয়ে যায়। তার সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি এই ইলহাম হয়েছে যে, "কাদের হে ওহ বারগাহ যো টুটা কাম বানাদে, বানা বানাইয়া তোড় দে কো ই উসকা ভিদ নাহ পাভে"

(অর্থাৎ, সর্বশক্তিমান সেই সত্তা যিনি অবিন্যস্ত কাজকে বিন্যস্ত করতে পারেন। আবার সুবিন্যস্ত কাজকেও তিনি অবিন্যস্ত করে দিতে পারেন, কেউ তাঁর রহস্য উদঘাটন করতে পারে না)

এই ইলহাম হওয়ার পর প্রথম পঙক্তির দিকেই দৃষ্টি যায় অর্থাৎ সর্বশক্তিমান সেই

সত্তা যিনি অবিন্যস্ত কাজকে বিন্যস্ত করে দিতে পারেন- এর অর্থ এটি মনে করা হয়েছে যে, এখন শেঠ সাহেবের কাজ ঠিক যাবে বা তার ব্যবসা লাভজনক হয়ে উঠবে। আর দ্বিতীয় পঙক্তি অর্থাৎ সাজানো গোছানো কাজকেও তিনি ধ্বংস করে দিতে পারেন, কেউ তাঁর রহস্য জানতে পারে না- সেই দিকে কারও দৃষ্টি যায়নি অর্থাৎ প্রথমে কাজ বা ব্যবসা লাভজনক হবে এবং এরপর আবার এতে ধ্বস নামবে। বরং সেটিকে সাধারণ অর্থে নেয়া হয়েছে। শেঠ সাহেবের ব্যবসায় মন্দাভাব দেখা দেয়ার দু'তিন বছরে অবস্থা কিছুটা ভাল হয়ে যায়।

এই ইলহাম হওয়ার পর ব্যবসা পুনরায় দাঁড়িয়ে যায়। অবস্থা ভাল হয়ে যায় কিন্তু এরপর পুনরায় ব্যবসায় মন্দা দেখা দেয় আর অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, অনেক সময় তার কাছে পানাহারের জন্যও কিছু থাকতো না। একদিন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) অভাবনীয় ভালবাসার সাথে তাঁর উল্লেখ করে বলেন, শেঠ আব্দুর রহমান হাজী আল্লারাখ্‌খা সাহেবের নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা কতই না উন্নত মানের ছিল। কোন উপলক্ষে তিনি পাঁচশত রূপী পাঠিয়েছিলেন আর তা দেখেই তখন তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। কোন বন্ধু তাঁর সমস্যা দেখে তাঁকে দু'তিন হাজার রূপী দিয়েছিলেন এই বলে যে, কোন ব্যবসা আরম্ভ করুন বা থালা-বাসনের দোকান খুলুন। এর থেকে পাঁচশত রূপী তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে পাঠিয়ে দেন এবং লিখেন, দীর্ঘদিন থেকে আমি কোন চাঁদা পাঠাতে পারিনি। এখন আমার আত্মাভিমান এটি সহ্য করতে পারে না যে, আল্লাহ্ তা'লা যেখানে আমাকে কিছু টাকা পাঠিয়েছেন তা থেকে আমি ধর্মের জন্য কিছু দিব না! এক কথায় ধর্মসেবার ক্ষেত্রে তার নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা অনেক উন্নত মানের ছিল।

এরপর অপর এক জায়গায় তাঁর (রা.) আর্থিক কুরবানী সম্পর্কে আরও বিস্তারিত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আর্থিক কুরবানীর জন্য তাঁর হৃদয়ে কত আন্তরিকতা ছিল, কত আগ্রহ নিয়ে আর্থিক কুরবানী করতেন আর তা করতে না পারার কারণে কতটা ব্যাকুল হতেন এবং তাঁর অবস্থা কেমন হতো আর তিনি অন্যদের সামনে এর বহিঃপ্রকাশ কীভাবে করতেন তা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, তাঁর আর্থিক অবস্থা যখন শোচনীয় অবস্থায় পৌঁছে যায় তখন কয়েকজন বন্ধু তাঁকে সাহায্য করতো যেভাবে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, অনেক সময় তাঁর কাছে পানাহারেরও পয়সা থাকতো না।

একদিন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নামে এক অ-আহমদীর মানি অর্ডার আসে যাতে লেখা ছিল, শেঠ আব্দুর রহমান সাহেব আমার আন্তরিক বন্ধু। আমি তাঁর সম্পর্কে অনেক ভাল ধারণা রাখি এবং তাকে বুযূর্গ মনে করি ও তাঁকে ভালবাসি। একদিন আমি তাঁকে খুবই দুঃখ ভারাক্রান্ত দেখতে পাই। এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমার কাছে যখন অর্থ ছিল তখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সকাশে ধর্মের খিদমতের জন্য অর্থ পাঠাতাম কিন্তু এখন আর পাঠাতে পারছি না। তাঁর এই কথা আমার হৃদয়কে গভীরভাবে আন্দোলিত করে। আর তখনই আমি মানত করি যে, এখন থেকে প্রতি মাসে আমি আপনাকে দুই বা তিন শত রূপী করে পাঠাব। সেই অ-আহমদী তখন থেকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে অর্থ পাঠানো আরম্ভ করে।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, একবার শেঠ সাহেবের পক্ষ থেকে একটি মানি অর্ডার আসে যা হয়তো তিন বা চারশত টাকার মানি অর্ডার হবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তা দেখে বলেন, এই মানি অর্ডার শেঠ সাহেবের। কিন্তু তার আর্থিক অবস্থা তো বড় ভয়াবহ, এই টাকা কীভাবে পাঠালেন? পরে তাঁর (রা.) পত্র আসে যাতে লেখা ছিল, আমি কিছুটা ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম। সেই ঋণ পরিশোধের জন্য আমি এক বন্ধুর কাছ থেকে কিছু টাকা নেই। এরপর ভাবলাম, এর থেকে আপনাকেও কিছু পাঠিয়ে দেই। তাই কিছু টাকা দ্বারা ঋণ পরিশোধ করেছি আর কিছু আপনাকে পাঠাচ্ছি। অতএব এই ছিল তাঁর নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, বিশ্বস্ততা এবং ত্যাগের প্রেরণা।

এরপর একস্থানে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগের চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে যে, কীভাবে তাঁর দাবীর পর অর্থাৎ তিনি যে, দাবী করেছেন যে, তিনি মসীহ্ মাওউদ আর এই দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি নবী এবং রসূলও আর মহানবী (সা.)-এর দাসত্বেই তিনি এই পদমর্যাদা পেয়েছেন, কোন ব্যক্তিগত যোগ্যতার বলে নয় কিন্তু তা সত্ত্বেও মুসলমানদের সংখ্যা গরীষ্ঠ শ্রেণী তাঁর বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। আর আজ পর্যন্ত আমরা এই দৃশ্যই দেখি। এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) লিখেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সব ধর্মকে চ্যালেঞ্জ দেয়ার পর খ্রীষ্টান, হিন্দু সবাই তাঁর বিরোধী সারিতে অবস্থান নেয় এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে লাঞ্ছিত করার সর্ব প্রকার হীন চেষ্টা করে। তাঁর বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমা দায়ের করা হয়, এমনকি অনবরত তিন মাস সরকারী ছুটি ছাড়া প্রতিদিন বেশ কয়েক ঘন্টা তাঁকে আদালতে দাঁড়িয়ে থাকতে হতো। একদিন ম্যাজিস্ট্রেট শত্রুতা বশতঃ তাঁকে (আ.) পানি পর্যন্ত পান করার অনুমতি দেয়নি।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমরা আজ এসব কথা ভুলে গেছি। কিন্তু সে যুগের নিষ্ঠাবানদের জন্য এটি অনেক বড় একটি পরীক্ষা ছিল কেননা; একদিকে তারা খোদার এই প্রতিশ্রুতির কথা শুনতেন যে, "বাদশাহ্ তোমার পোষাকে কল্যাণ অন্বেষণ করবে আর তোমার অমান্যকারীরা পৃথিবীতে ইতর জাতির মতোই অবশিষ্ট থেকে যাবে" কিন্তু অপর দিকে তারা দেখতেন যে, চার-পাঁচশ রূপীর বেতনভোগী এক তুচ্ছ হিন্দু ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে দাঁড় করিয়ে রাখে আর পানি পর্যন্ত পান করার অনুমতি দেয় না। এমনকি দাঁড়াতে দাঁড়াতে তার মাথা ঘুরে যেত, মাথা এবং পা অবসন্ন হয়ে যেত। দুর্বল ঈমানের মানুষ হয়তো আশ্চর্য হতো যে, ইনিই কি সেই ব্যক্তি যার সম্পর্কে খোদার এত এত প্রতিশ্রুতি

রয়েছে। এক কথায় এরূপ পরীক্ষাও ছিল।

অনেকের জন্য এটি এ দৃষ্টিকোন থেকে পরীক্ষা ছিল যে, তিনি কত বড় দুর্বলতা বা অসহায়ত্বের সম্মুখীন? অনেকে মনে করতো, তাদের ঈমানের দাবী হলো, এমন বিরোধীদের হত্যা করা বা মেরে ফেলা, এ দৃষ্টিকোন থেকে তারা পরীক্ষার সম্মুখীন ছিল। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, সেই দৃশ্য আমার এখনও মনে আছে যেদিন এক মামলার শুনানীর দিন ধার্য ছিল। আমাদের জামাতের এক বন্ধু ছিলেন যাকে প্রফেসর বলা হত। তিনি যখন আহমদী ছিলেন না তখন ব্যাপক পরিসরে তাস ইত্যাদি খেলতেন অর্থাৎ জুয়া খেলতেন। ভালো এবং বুদ্ধিমান মানুষ ছিলেন আর এভাবে তাস খেলে মাসিক চার পাঁচশ রূপী উপার্জন করতেন কিন্তু আহমদী হওয়ার পর এই কাজ তিনি ছেড়ে দিয়েছেন।

আহমদীদের জন্য এটি একটি শিক্ষণীয় উপদেশ। পূর্বে জুয়ার অভ্যাস থাকলেও আহমদীয়াত গ্রহণের পর তা ছেড়ে দিয়েছেন আর সামান্য একটি দোকান খুলে বসেছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি তার ঐকান্তিক ভালবাসা ছিল আর এ কারণে তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে দারিদ্রের কষাঘাতকে মাথা পেতে নিতেন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমি তার আন্তরিকতার একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। তিনি লাহোরে গিয়ে একটি দোকান খুলেন। গ্রাহক আসলেই তাদেরকে তবলীগ করতে গিয়ে ঝগড়া বাধিয়ে বসতেন। গ্রাহক হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে কোন কথা বললে তিনি ঝগড়া শুরু করে দিতেন। খাজা সাহেব অর্থাৎ খাজা কামাল উদ্দীন সাহেব একদিন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে এসে এইমর্মে অভিযোগ করেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ভালবাসার সাথে তাকে বলেন, প্রফেসর সাহেব! আমাদের জন্য নির্দেশ হলো নমনীয় হও, কোমল ব্যবহার কর, এটিই আল্লাহ্ তা'লার শিক্ষা।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) অবিরত তাকে বুঝিয়ে চলেছেন আর একই সাথে প্রফেসর সাহেবের চেহারা রক্তিম হয়ে চলেছে। ভদ্রতা বশতঃ মাঝে তিনি কোন কথা বলেননি কিন্তু সবকিছু শুনে তিনি বলেন, এই নসীহত মানা আমার জন্য সম্ভব নয়। এরপর বলেন, আপনার পীর অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে কেউ যদি একটি অক্ষর বলে আপনি মুবাহিলার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান, বড় বড় বই লিখে ফেলেন; আর আমাদেরকে বলেন, কেউ আমাদের পীরকে গালি দিলে আমরা যেন চুপ করে থাকি। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, বাহ্যত এটি অভদ্রতা ছিল কিন্তু এর মাধ্যমে তার ভালবাসার কথা অবশ্যই আঁচ করা যায় বা ধারণা করা যায়।

যাহোক যেদিন ম্যাজিস্ট্রেটের রায় দেয়ার কথা বা রায় ঘোষণার যখন সময় আসে মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ম্যাজিস্ট্রেট অবশ্যই তাঁকে শাস্তি দিবে আর কারাদন্ড দেয়াও অসম্ভব নয়। এদিকে জামাতের নিষ্ঠাবান আহমদীদের হৃদয়ে এক মূহুর্তের জন্যও এই ধারণা আসতে পারতো না যে, তাঁকে (আ.) গ্রেফতার করা হবে। সেদিন আদালতের পক্ষ থেকেও সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছিল। নিরাপত্তা ব্যবস্থা অর্থাৎ পুলিশ বাহিনীর উপস্থিতিও ছিল ব্যাপক। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যখন আদালত কক্ষে যান তখন বন্ধুরা প্রফেসর সাহেবকে বাহিরেই থামিয়ে দেন কেননা তিনি রাগী মানুষ ছিলেন। প্রফেসর সাহেব একটি বড় পাথর একটি গাছের নীচে লুকিয়ে রেখেছিলেন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, এক উন্মাদের মতো চিৎকার করে অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে তিনি সেই বৃক্ষের দিকে ছুটে যান এবং সেখান থেকে পাথর উঠিয়ে দ্রুততার সাথে আদালতের উদ্দেশ্যে ছুটতে থাকেন। জামাতের বন্ধুরা যদি পথে তাকে বাধা না দিতেন তাহলে তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের মাথা ফাটিয়ে দিতেন। তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে, ম্যাজিস্ট্রেট অবশ্যই তাঁকে শাস্তি দিবে আর এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি তাকে মারার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান।

অতএব এমন পরিস্থিতিতে কোন কোন মানুষের প্রতিক্রিয়া এমনই হয়ে থাকে। অবস্থা কেমন ছিল তা পূর্বেই বলা হয়েছে, এমন অবস্থায় যারা দুর্বল ঈমানের মানুষ তারা মুরতাদ হয়ে যায়; আর যারা নিষ্ঠাবান তাদের ঈমান আরও সুদৃঢ় হয়। যারা প্রফেসর সাহেবের মতো অনেক বেশি আবেগ-প্রবণ, রাগী এবং ভিন্ন চিন্তাধারার অধিকারী তারা নিজেরাই প্রতিশোধ নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়। কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর শিক্ষা এবং তরবীয়ত যা আমাদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ, আমাদের কর্মপন্থা, যা আমাদের সবসময় স্মরণ রাখা উচিত তাহলো, আমাদের সর্বাবস্থায় ধৈর্য এবং দৃঢ়চিত্ততা প্রদর্শন করতে হবে। আজও এমন ঘটনা অহরহ ঘটে। চূড়ান্ত পরিণতিতে ইনশাআল্লাহ্ তাই হবে যার সংবাদ আল্লাহ্ তা'লা দিয়েছেন। আর ধৈর্য এবং দোয়ার মাধ্যমে যারা কার্য সাধন করে তারা ইনশাআল্লাহ্ এমনটি হতে দেখবে।

কোন কোন 'দিন' সম্পর্কে কেউ কেউ মনে করে থাকে যে, কিছু দিন শুভ আর কিছু দিন অশুভ। কোন দিন সফর কর আর কোন দিন সফর করো না। অনেকেই এ সম্পর্কে আমাকেও প্রশ্ন করে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর রেফারেন্স অনেক সময় উপস্থাপন করা হয় বা হযরত আম্মাজানের রেফারেন্স উপস্থাপন করা হয়। হযরত আম্মাজানের রেফারেন্স এই ছিল যে, হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) লিখেছেন, বুধবার বা অন্য কোন দিন তিনি আমাকে সফর করতে বাধা দিয়েছেন। এটি তাঁর কোন স্বপ্ন বা সন্দেহের কারণে ছিল, নতুবা হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) লিখেছেন, আসলে কোন দিনের তো ভিন্ন কোন গুরুত্ব নেই।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রেক্ষাপটেও তিনি (রা.) একটি ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, কেউ একজন আমাকে বলে যে, আমি নাকি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বরাতে কোন দিনকে অশুভ আখ্যায়িত করেছি। যিনি হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (আ.)-কে লিখেছেন তিনি বলেন, আপনিই তো কোন অনুষ্ঠানে বলেছেন, মঙ্গলবার

সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি কোন ইলহাম হয়েছিল বা অন্য কোন কারণে মসীহ্ মাওউদ (আ.) মঙ্গলবারকে পছন্দ করতেন না। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমি তো শুধু একটি রেওয়ায়েত বা একটি কথার ব্যাখ্যা করেছি মাত্র। আমি এ কথা বলিনি যে, মঙ্গলবার একটি অশুভ দিন।

যেহেতু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি এমন একটি কথা আরোপ করা হয় তাই আমি বলেছিলাম, এই রেওয়ায়েতকে যদি সঠিক গণ্য করা হয় তাহলে হয়তো মঙ্গলবারকে তাঁর দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় করা হয়েছে এজন্য যে, সেই দিন তাঁর মৃত্যু নির্ধারিত ছিল। কিন্তু এই বিশেষ কথা যা সম্পূর্ণরূপে তাঁর (আ.) ব্যক্তি সত্তার সাথে সম্পর্ক যুক্ত ছিল এর পরিধি বিস্তৃত করে একে সাধারণ নিয়ম বানিয়ে নিয়েছে এবং মঙ্গলবারকে অশুভ ধরে নিয়েছে অথচ যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আসে সেটিকে অশুভ আখ্যা দেয়া অনেক বড় নির্বুদ্ধিতার শামিল। বাকি থাকল সেই রেওয়ায়েত বা সেই কথা যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি আরোপ করা হয়, তা যদি সঠিকও হয়ে থাকে তবুও সেই অশুভতা বলতে শুধু সেই বিষয়কেই বুঝায় অর্থাৎ তাঁর (আ.) মৃত্যু মঙ্গলবারে হওয়ার ছিল নতুবা যখন আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং সব দিনকে কল্যাণমণ্ডিত করেছেন আর সব দিনেই নিজ গুণাবলীর বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন তখন এর মোকাবিলায় কোন রেওয়ায়েত বা ঘটনা যদি আমাদের সামনে আসে তাহলে আমরা বলবো, এই রেওয়ায়েত বর্ণনাকারী বা রাবী ভুল করেছেন বা তার ভুল হয়েছে। আমরা এমন রেওয়ায়েত গ্রহণ করতে পারি না বা আমরা এটিই বলবো, সব মানুষের ক্ষেত্রেই মানবিক দুর্বলতার কারণে অনেক সময় হৃদয়ে কোন সন্দেহ দানা বাধতে পারে। অতএব মঙ্গলবারের কোন ভীতির কারণে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মাঝেও হয়তো এমন সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু আমরা একথা বলতে পারি না যে, এই দিনটি অশুভ।

এই রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে আমরা হয় বর্ণনাকারীকে মিথ্যাবাদী বলবো অথবা এটি বলবো যে, মানবিক দুর্বলতার অধীনে এ বিষয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কোন সন্দেহ হয়েছে যে কারণে তিনি নিজের ক্ষেত্রে এটি বর্ণনা করেছেন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, নতুবা মাসলা হিসেবে এটিই সত্য কথা আর এ কথাই আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন যে, সব দিন বরকতময় হয়ে থাকে। কিন্তু মুসলমানরা দুর্ভাগ্যবশতঃ এক এক করে সব দিনকে অশুভ আখ্যা দেয়া আরম্ভ করে আর এর ফলশ্রুতিতে তারা পূর্ণরূপে রাহুগ্রস্ত হয়েছে এবং পশ্চাদপদতার শিকার হয়েছে।

কেউ কেউ অপ্রয়োজনীয় বিনয় প্রদর্শন করে থাকে। এরও একটি মজার ঘটনা আছে। আর অনেকে নিজ দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশের ক্ষেত্রে খুবই কঠোর অবস্থান নিয়ে থাকে। এরূপ স্বভাবের অধিকারী দু'ব্যক্তি এক জায়গায় সমবেত হয়। তাদের একটি ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমার মনে আছে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ)-এর যুগে হাফেয মোহাম্মদ সাহেব নামে পেশাওয়ার নিবাসী এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কুরআনের হাফেয ছিলেন এবং অত্যন্ত আবেগতাড়িত একজন আহমদী ছিলেন। আমার মনে হয় তিনি আহলে হাদীস ছিলেন। কেননা তার দৃষ্টিভঙ্গি খুবই কঠোর প্রকৃতির ছিল। একবার তিনি জলসায় আসেন এবং কাদিয়ান থেকে ফেরত যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে খোদা ভীতি সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ হয়। কোন এক ব্যক্তি বলে বসে যে, খোদার মহিমা অনেক উঁচু, আমরা একেবারেই নীচ ও তুচ্ছ।

জানিনা খোদা আমাদের নামায, রোযা এবং আমাদের যাকাত ও হজ্জ গ্রহণ করেন কিনা? তখন অপর একজন বলেন, খোদা তা'লার মহিমা অত্যন্ত গরীয়ান, আমি তো অনেক সময় ভাবি যে, আমি আদৌ মু'মিন কিনা? পেশাওয়ার নিবাসী হাফেয মোহাম্মদ সাহেব এক কোনায় বসে ছিলেন। তিনি এসব কথা শুনতেই যে ব্যক্তি বলেছিলেন যে, জানিনা আমি

পোশাক-পরিচ্ছদের বিষয়ে আজকাল ইউরোপে গ্রীষ্মকালে সর্বত্র নগ্নতাই চোখে পড়ে। আল্লাহ্ তা'লা পোশাককে সৌন্দর্য বা যিনাত আখ্যায়িত করেছেন অথচ আমরা বর্তমান সমাজে দেখি যে, নগ্নতাকেই ফ্যাশান হিসাবে ধরে নেয়া হয়েছে।

মু'মিন কিনা? সেই ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বলেন, তুমি নিজেকে কি মনে কর? তুমি কি মু'মিন হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ রাখ? সেই ব্যক্তি বলে, আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি না যে, আমি মু'মিন কিনা? হাফেয সাহেব বলেন, আচ্ছা! যদি এই কথাই হয় তাহলে আজ থেকে আমি তোমার পিছনে নামাযই পড়ব না। অন্যরা বলল, হাফেয সাহেব! এর কথা সঠিক, ঈমানের মাকাম তো অতি উন্নত। তিনি বলেন, আচ্ছা তাহলে আজ থেকে আর তোমাদের কারও পিছনে আমি নামায পড়ব না। তোমরা যেহেতু নিজেদের মু'মিনই মনে কর না তাই তোমাদের পিছনে আমি কীভাবে নামায পড়তে পারি? বন্ধুরা পেশাওয়ার পৌঁছেন আর হাফেয সাহেব জামাতের সাথে নামায পড়া বন্ধ করে দেন। যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয় তখন তিনি বলেন, তোমরা যেহেতু নিজেদের মু'মিনই মনে কর না; তাই তোমাদের পিছনে আমি কীভাবে নামায পড়তে পারি? অবশেষে বিশৃঙ্খলা যখন অনেক বেড়ে যায় তখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে এই ঘটনার সংবাদ দেয়া হয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, হাফেয সাহেব ঠিকই বলেছেন, কিন্তু মানুষের পিছনে নামায পড়া ছেড়ে দিয়ে তিনি ভুল করেছেন কেননা; তারা কুফরী করেনি কিন্তু তার কথাও সত্য। আমাদের জামা'তের বন্ধুদের জন্য আবশ্যক ছিল নিজেদের সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করা। আর চেষ্টার যতটুকু সম্পর্ক আছে মানুষের উচিত নিজ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা আর পুণ্যে উন্নতি করার চেষ্টা করা। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, ***"মু'মিন হওয়ার কথা অস্বীকার করবে! এটি ভ্রান্ত রীতি"।***

পোশাক-পরিচ্ছদের বিষয়ে আজকাল ইউরোপে গ্রীষ্মকালে সর্বত্র নগ্নতাই চোখে পড়ে। আল্লাহ্ তা'লা পোশাককে সৌন্দর্য বা যিনাত আখ্যায়িত করেছেন অথচ আমরা বর্তমান সমাজে দেখি যে, নগ্নতাকেই ফ্যাশান হিসাবে ধরে নেয়া হয়েছে। বর্তমানে মানুষ এক্ষেত্রে এতটাই সীমা ছাড়িয়ে গেছে যে, সম্প্রতি একটি খবর প্রকাশিত হয়েছে, কোন স্থানে মুসলমান মেয়েদের একটি দল সাইকেল চালাচ্ছিল। সাইকেল চালাতে চালাতে গরম লাগলে তারা কাপড়ই খুলে ফেলে। এক কথায় এখন সেই যুগ এসে গেছে যখন চারিত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বা প্রকৃতিগতভাবেও শরীরের কোন কোন অংশ উন্মুক্ত রাখাকে অপছন্দনীয় মনে করা হয় না। এক যুগ এমনও ছিল যখন অন্ততঃপক্ষে নৈতিকতার দাবীর দৃষ্টিকোণ থেকে এবং স্বভাবগত ভাবেই শরীরের কোন কোন অংশ উন্মুক্ত রাখাকে মানুষ অপছন্দনীয় মনে করতো, বিশেষভাবে মুসলমানদের মাঝে।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর যুগে নগ্নতা হয়তো আজকের তুলনায় শতকরা ৭০ বা ৮০ ভাগ কম ছিল। কিন্তু সেই সময়কার একজন চিত্রকর যে ছবি আঁকতো বা পেইন্ট করতো তার বিবৃতি হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) তুলে ধরে বলেন, একজন প্রসিদ্ধ ইংরেজ চিত্রকর একটি প্রবন্ধ লিখেছেন যাতে তিনি মহিলাদেরকে সম্বোধন করেছেন। মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আজকাল ইউরোপের মহিলাদের মাঝে বা নারীদের মাঝে প্রচলন হলো, তারা নিজেদের শরীরকে ক্রমশঃ উলঙ্গ করে চলেছে।

যাহোক সেই প্রসিদ্ধ চিত্রকর লিখেন, 'চিত্রকর হিসেবে আমি পুরুষ এবং নারীদের নগ্নদেহ দেখে এতটা অভ্যস্ত যে, অন্যদের এতটা দেখার সুযোগ খুব কমই হয়ে থাকে। তাই আমি পেশায় একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরামর্শ দিচ্ছি, নগ্ন দেহ কোন সৌন্দর্য সৃষ্টি করে না বরং অনেক সময় এমন মহিলারা পুরুষের দৃষ্টিতে কুৎসিত গণ্য হয়। মহিলারা যদি তাদের দেহ এই কারণে উলঙ্গ রাখে যে, মানুষ তার সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করবে তাহলে তাদের জানা উচিত, অনেক সময় প্রশংসার পরিবর্তে হৃদয়ে ঘৃণা জন্মে।' হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, এটি একজন দক্ষ পেশাজীবির মন্তব্য যে ইউরোপের বাসিন্দা। আর এই যে মতামত এটি খুবই মূল্যবান এবং যুক্তিযুক্ত একটি মতামত। একইভাবে পুরুষরাও অদ্ভুত সব আকৃতি ধারণ করে এবং পোশাক পরিধান করে। এরফলে তাদের গাম্ভীর্যও নষ্ট হয় আর অসৌন্দর্যও স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। কিন্তু আজকাল স্বাধীনতার নামে চার ব্যক্তি একত্রিত হয়ে যদি কোন বাজে আচরণ প্রদর্শন করে তাহলে সেই বাজে আচরণকেই গুরুত্ব দেয়া হয়। যে কারণে সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজ নৈতিকভাবে দেউলিয়া এবং অধঃপতনের শিকার হচ্ছে। আজ থেকে সত্তর বা আশি বছর পূর্বে এক চিত্রকরের সুচিন্তিত বিবৃতি এটি, আজকের কোন চিত্রকরও হয়তো এমন সৎ মতামত ও পরামর্শ দিবে না। শুধু চিত্রকরই নয় বরং কারও মাঝেই এই সৎসাহস নেই আর এই কারণেই নৈতিক অধঃপতন ক্রমশঃ ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে আর নগ্নতাই সৌন্দর্যের মাপকাঠি গণ্য হচ্ছে। স্মরণ রাখা উচিত, নগ্নতা বা বাহ্যিক কোন আচার-আচরণ সৌন্দর্যের মাপকাঠি নয় বরং তা ভিন্ন বিষয়।

এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দু'জন সাহাবীর এক বিতর্কের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগে একবার হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল এবং মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব মরহুমের মাঝে পরস্পর এটি নিয়ে বিতর্ক হয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলতেন, সৌন্দর্য চেনা বা শনাক্ত করা সহজ নয়। প্রত্যেক ব্যক্তির দৃষ্টি সৌন্দর্যের সঠিক অনুমান বা ধারণা করতে পারে না। শুধু চিকিৎসকই চিনতে পারেন, কে সুন্দর আর কে কুৎসিত। কিন্তু মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব বলতেন, এটি কোন কঠিন কোন কাজ নয়। প্রত্যেক চোখই বাহ্যিকভাবে দেখলেই সৌন্দর্য শনাক্ত করতে পারে।

হযরত খলীফা আউয়াল (রা.)-এর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল নিঃসন্দেহে প্রত্যেক চোখ সৌন্দর্য শনাক্ত করতে পারে বা চিনতে পারে কিন্তু তার সেই চেনার মাঝে অনেক ভুল থেকে যেতে পারে। শুধু চিকিৎসকই বুঝতে পারেন, কে সত্যিকার অর্থে সুন্দর আর কে কেবল বাহ্যতঃ সুন্দর। এই আলোচনা চলাকালে হযরত খলীফাতুল

মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, আপনার দৃষ্টিতে এখানে কোন সুদর্শন পুরুষ বা যুবক আছে কি? তিনি তখন এক যুবকের নাম উল্লেখ করেন যে দৈবক্রমে তখনই সেখানে উপস্থিত হয়। তিনি বলেন, আমার মতে এই যুবক সুন্দর এবং সুদর্শন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, আপনার দৃষ্টিতে সে সুদর্শন এবং সুন্দর কিন্তু তার হাড়ে ত্রুটি আছে। চেহারা দেখেই তিনি তা বুঝতে পেরেছিলেন। এরপর খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.) তাকে কাছে ডেকে বলেন, মিঞাঁ! তোমার জামা বা পোষাক একটু উপরে উঠাও তো। আর জামা সরাতেই তার বাকা হাড়ের এমন এক কুৎসিত চিত্র দৃশ্যমান হয় যে, মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব বলে বসেন, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ্, আমি তো জানতাম না যে, তার দেহের গঠনে এই ত্রুটি আছে। আমি তার চেহারা দেখেই তাকে সুদর্শন বা সুন্দর মনে করেছিলাম।

অতএব অনেক সময় বাহ্যিক সৌন্দর্য চোখে পড়ে ঠিকই কিন্তু ভেতরে সৌন্দর্য থাকে না। আল্লাহ্ যদি কিছু দুর্বলতা ঢেকে রাখার জন্য পোশাক পরার নির্দেশ দিয়ে থাকেন তবে তা এজন্য দিয়েছেন যেন কিছুটা হলেও মানুষের সৌন্দর্য বজায় থাকে। কিন্তু মানুষ ক্রমশঃ তা থেকে দূরে সরে পড়ছে।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছেন যার সেহরীর সময় সম্পর্কে নিজস্ব এক অভিনব দৃষ্টিভঙ্গি ছিল কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তাকে যেভাবে পথের দিশা দিয়েছেন তাও অভিনব। তিনি (রা.) বলেন, আমাদের জামাতে এক ব্যক্তি ছিলেন যাকে মানুষ ফিলোসফার বা দার্শনিক বলতো। তিনি এখন প্রয়াত। আল্লাহ্ তা'লা তার রূহের মাগফিরাত করুন। তিনি (রা.) বলেন, কথায় কথায় তার মাথায় কৌতুক আসতো যার কতক বড় উন্নত মানেরও হতো। তাকে দার্শনিক বা ফিলোসফার বলার কারণ হলো, সব কথায় তিনি একটি নতুন ব্যাখ্যা করতেন। একবার রোযা সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। সেই ব্যক্তি বলেন, মৌলভী বা ফিকাহ্‌বিদদের এটি অতি বাড়াবাড়ি যে, সেহরী যদি দেরীতে খাও তাহলে রোযা হয় না। যে ব্যক্তি বারো ঘন্টা অনাহারে কাটায় সে যদি পাঁচ মিনিট পরে সেহরী খায় তাহলে অসুবিধা কী? মৌলভীরা ঝটপট ফতওয়া দিয়ে বসে যে, তার রোযা ভেঙ্গে যায়। এটি নিয়ে তিনি খুবই বিতর্ক করেন।

পরদিন সকালে কিছুটা ভীত-ত্রস্ত হয়ে তিনি খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর কাছ আসেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগেরই কথা এটি, কিন্তু যেহেতু হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-ই দরস ইত্যাদি দিতেন তাই তাঁর বৈঠকেও অনেক মানুষ আসতো। সেই ব্যক্তি এসেই বলেন, আজ রাতে আমি অনেক বকাঝকা শুনেছি। তিনি (রা.) জিজ্ঞেস করেন, কী হয়েছে? তিনি বলেন, রাতে আমি তর্ক করেছিলাম যে, রোযাদার কিছুটা দেরীতে সেহরী খেলে রোযা হয়না বলে মৌলভীরা বাড়াবাড়ি করছে। আমার মতামত ছিল যে ব্যক্তি বারো বা চৌদ্দ ঘন্টা অনাহারে কাটায় সে পাঁচ মিনিট বিলম্বে সেহরী খেলে অসুবিধা কী? এই বিতর্কের পর আমি শুয়ে পড়ি। এরপর আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমরা তাঁত বুনছিলাম। ফিলোসফার বা দার্শনিক সাহেব তাঁতী ছিলেন। তাই স্বপ্নেও তিনি দেখেন যে, তারা কাপড় বানানোর জন্য সুতা বাঁধেন বা সুতা লাগান।

তিনি বলেন, আমি উভয় দিকে খুঁটি গেড়েছি। আর সুতা প্রথমে এক খুঁটির সাথে বেঁধে দ্বিতীয় খুঁটির দিকে নিয়ে যাচ্ছিলাম। যখন দ্বিতীয় খুঁটির কাছে পৌঁছলাম তখন খুঁটির দুই আঙ্গুল পূর্বেই সুতা শেষ হয়ে যায়। আমি সেটিকে খুঁটির সাথে বাঁধার জন্য বারবার টানছিলাম কিন্তু সফল হইনি। আমি ভাবলাম, আমার সকল সুতা মাটিতে পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। আমি এ বলে হৈচৈ আরম্ভ করি যে, আমার সাহায্যের জন্য আস, দুই আঙ্গুলের জন্য আমার সুতা নষ্ট হচ্ছে এবং এই হট্টগোলের মাঝেই আমার চোখ খুলে যায়। জাগ্রত হওয়ার পর আমি বুঝতে পেরেছি, এই স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে বিষয়টি বুঝিয়েছেন, দুই আঙ্গুল সমান খালি জায়গার কারণে যদি সুতা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে রোযায় পাঁচ মিনিট বিলম্বের কথা যে বলছো সেই পাঁচ মিনিট দেরীতে খাবার খেলে রোযা কীভাবে সঠিক হতে পারে?

মানুষের ফিতরৎ বা প্রকৃতি হলো, সে একা বা নিঃসঙ্গ থাকতে পারে না। কোন না কোন স্থানে তাকে সম্পর্ক গড়তে হয়। এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এক জায়গায় হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলতেন, এক অধিবেশনে আলোচনা চলছিল, কেউ কি কখনও আটার রুটি খেয়েছে? সে যুগে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মানুষ ভুট্টা বা বাজরা বা বার্লির রুটি খেত। গম খুব কমই পাওয়া যেত। আর কারও কাছে গম থাকার সংবাদ পেলে শিখরা তা ছিনিয়ে নিত। সবাই বলে যে, আমরা গমের রুটি খাই নি শুধু এক ব্যক্তি বলে যে, আটার রুটি খুবই সুস্বাদু হয়ে থাকে। অন্যরা জিজ্ঞেস করে, তুমি কি কখনও আটার রুটি খেয়েছে? সে বলে, আমি খাই নি তবে একজনকে আটার রুটি খেতে দেখেছি। সে টাক মেরে মেরে বা খুব মজা করে খাচ্ছিল। এটি দেখে আমি বুঝতে পেরেছি, আটার রুটি খুবই সুস্বাদু হয়ে থাকে। তিনি (রা.) বলেন, অনেকেই খাবারের সৌখিন হয়ে থাকে। তিনি আরও বলেন, অনেকেই মোরগের সৌখিন হয়ে থাকে। চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান সাহেবের মুরগীর রান খুব পছন্দের ছিল, যিনি আমার শৈশবের বন্ধু। মসীহ্ মাওউদ (আ.)-ও তা খুব পছন্দ করতেন।

আরেক বন্ধু যিনি মারা গেছেন তার কথা উল্লেখ করে বলেন, তিনি বলতেন, কেউ যদি সারা জীবন মোরগের রান খেতে পায় তাহলে তার আর কি চাই? যাহোক মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমার এটি পছন্দ নয় আর এর কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন, তার দাঁতে কোন কষ্ট ছিল। তিনি বলেন, অনেক জিনিস এমন আছে যা অনেক মানুষ খুব পছন্দ করে। তারা যদি তা পায় তাহলে তারা বড় সৌভাগ্যবান। কিন্তু সেসব জিনিস বড় তুচ্ছ এবং নিম্ন মানের হয়ে থাকে।

এছাড়া এসব জিনিস হস্তগত করার জন্য মানুষ আরও অনেক জিনিসের মুখাপেক্ষী থাকে। কিন্তু এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যদি আল্লাহ্ তা'লার ওপর দৃঢ় বিশ্বাস থাকে আর আল্লাহ্ তা'লাকে আমরা পেতে পারি তাহলে সুনিশ্চিতভাবে মানুষ বলতে পারে যে, এরপর আমার অন্য কারো মুখাপেক্ষীতার আর প্রয়োজন কী?

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) প্রায়শঃ পাঞ্জাবীতে এক সূফীর কথা বর্ণনা করতেন যে, ***"হয় তুমি কারো আঁচল আঁকড়ে ধর বা কারো আঁচল যেন তোমাকে আবৃত করে"***। খোদা তা'লাকে পাওয়ার পর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এই উদাহারণ দিয়েছেন অর্থাৎ, এই পৃথিবীর জীবন বা ইহজীবন এমন যে, এখানে এছাড়া কোন গতি নেই, হয় তুমি কারো হয়ে যাও বা কেউ তোমার হয়ে যাক। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, মানুষকে মাটি থেকে সৃষ্টি করার এটিই অর্থ। অর্থাৎ মানুষকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে অর্থাৎ সে চাইলে কোন রূপ ধারণ করতে পারে, অর্থাৎ এটি মানব প্রকৃতির অন্তর্গত বিষয়, হয় সে কারও হয়ে যেতে চায় বা কাউকে আপন করে নিতে চায়। যেমন এক শিশুকেই নাও যার পুরোপুরি সচেতনতাও থাকে না কিন্তু কারো হয়ে যাওয়ার আগ্রহ তার মাঝে শুড়শুড়ি সৃষ্টি করে। সাবালক তো মানুষ অনেক পরে হয় কিন্তু অল্পবয়স্কা মেয়েদেরকেই দেখ, খেলতে গিয়ে তারা বলে, আমার পুতুল, তোমার পুতুল রাণী। এরপর আমাদের সমাজে শিশুরা তাদের পুতুলের সাথে পুতুল রাণীর বিয়ে দিয়ে থাকে।

এরপর সব সমাজেই দেখা যায়, মেয়েরা তাদের মায়েদের অনুকরণে পুতুল রাণীকে কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় আর, তাদেরকে আদর করে আর যেভাবে মায়েরা মেয়েদেরকে দুধ পান করায় সেভাবে তারাও পুতুলকে বুকের সাথে জড়িয়ে রাখে কেননা তাদের মন চায় যে, আমরা কারও হয়ে যাই বা কেউ আমাদের হয়ে যাক। একইভাবে ছেলেদেরকে দেখ! যতদিন বিয়ে হয় না ততদিন তারা মায়ের সাথে আঁকড়ে থাকে আর যখন বিয়ে করে তখন স্ত্রীর সাথে। আল্লাহ্ তা'লা এই বিষয়ের দিকেই ইশারা করতে গিয়ে বলেন, "খালাকাল ইনসানা মিন আলাক" অর্থাৎ মানুষের প্রকৃতিতে আমরা এই বৈশিষ্ট্য রেখেছি, সে কারও না কারও হয়ে জীবন কাটাতে চায়। এছাড়া সে স্বস্তি পায় না। আর কারও হয়ে যাওয়ার সবচেয়ে উত্তম উপায় যার ফলে ইহ এবং পরকাল উভয়টি সুনিশ্চিত হতে পারে তাহলো, মানুষের খোদার হয়ে যাওয়া এবং এ লক্ষ্যে চেষ্টা-সাধনা করা।

এরপর হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) ভালবাসার মান এবং খোদার সাথে সম্পর্কের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন, যদিও দৃষ্টান্তটি এক পাগলের আর এমন এক পাগল ব্যক্তির যে ইহধাম ত্যাগ করেছে এবং যিনি আমার শিক্ষকও ছিলেন। যাহোক এর মাধ্যমে প্রেমের বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে যায়। আমার এক শিক্ষক ছিলেন যিনি স্কুলে পড়াতেন। পরবর্তীতে তিনি নবুয়্যতের দাবীকারকও হয়ে বসেন। তার নাম ছিল মৌলভী ইয়ার মুহাম্মদ। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি তার এমন ভালবাসা ছিল যে, এ কারণেই উন্মাদনা বা পাগলামী তার ওপর ভর করে। হয়তো পূর্বেও তার মাথায় কোন ত্রুটি ছিল কিন্তু আমরা এটিই দেখেছি যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি ভালবাসা বাড়তে বাড়তে তিনি পাগল হয়ে যান এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতিটি ভবিষ্যদ্বাণীকে নিজের প্রতি আরোপ করা আরম্ভ করেন। এরপর তার উন্মাদনা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সন্নিকটবর্তী হওয়ার বাসনায় অনেক সময় এমন কাজ করে বসতেন যা অবৈধ এবং অসঙ্গত।

দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি নামাযেই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পবিত্র দেহে হাত বুলানোর চেষ্টা করতেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তার এই অবস্থা দেখে কিছু মানুষ নিযুক্ত করে রেখেছিলেন যেন যে দিনগুলিতে তার ওপর উন্মাদনার প্রকোপ হয় তখন তারা যেন দৃষ্টি রাখে, কোথাও সে যেন এসে তাঁর (আ.) পেছনে না বসে যায়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অভ্যাস ছিল, তিনি যখন কথা বলতেন বা বক্তৃতা করতেন তখন তাঁর হাত তাঁর রানের দিকে এমনভাবে নিয়ে আসতেন যেভাবে কোন ব্যক্তি তার রানের উপর হাল্কাভাবে হাত মারে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) হাত নাড়লে তখন মৌলভী ইয়ার মুহাম্মদ সাহেব ভালবাসার আতিশয্যে তাৎক্ষণিকভাবে লাফ দিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে পৌঁছে যেতেন। আর কেউ যখন জিজ্ঞেস করতেন, মৌলভি সাহেব! আপনি এটি কি করলেন? তখন তিনি বলতেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাকে ইশারায় ডেকেছেন।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এই দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন, এটি উন্মাদনা এবং গভীর ভালবাসারই বহিঃপ্রকাশ যে, তার দিকে কারও দৃষ্টি না পড়লেও বা কেউ যদি তার দিকে দৃষ্টি নাও দেয় তবুও প্রেমাস্পদের অজান্তে হাতের নড়াচড়া তাকে তাঁর দিকে ডাকার অর্থ করে। পক্ষান্তরে আমরা খোদা তা'লাকে ভালবাসার দাবী করি কিন্তু তাঁর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট ঘোষণা থাকা সত্ত্বেও যে, তোমরা নামাযের দিকে আস আর সফলতার দিকে ছুটে আস; আমরা নামাযের দিকে ছুটে যাই না আর জুমুআয় রীতিমত যাওয়ার বা উপস্থিত হওয়ার ব্যবস্থা নেই না।

অতএব প্রত্যেক আহমদীর এদিকে দৃষ্টি দেয়া উচিত। আর আল্লাহ্ তা'লার স্পষ্ট ডাকে সাড়া দিয়ে সেই প্রেমিকের মত ছুটে আসা উচিত এবং মসজিদ আবাদের চেষ্টা করা উচিত। আজকাল ছুটি রয়েছে। অনেক পিতা-মাতাও ছেলেমেয়েদের মসজিদে নিয়ে আসেন কিন্তু এরপর পুনরায় ধীরে ধীরে উপস্থিতি কমে যেতে থাকে, তাই আমি স্মরণ করাচ্ছি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে আমাদের নামাযের হিফাযত করার এবং যথাযথভাবে নামায আদায় করার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

ইযালা-এ-আওহাম
(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

(৯ম কিস্তি)

'সূরাতুল কদর'-এর অর্থসমূহে গভীর মনোনিবেশে একটি অতি সূক্ষ্মতত্ত্ব জানা যায়। সেটি এই যে আল্লাহ্ তা'লা এ সূরায় স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, যখন কোন ঐশী সংস্কারক পৃথিবীতে আবির্ভূত হন তখন তাঁর সাথে আকাশ থেকে ফিরিশ্‌তাগণ অবতরণ করেন। তারা প্রকৃত যোগ্য লোকদের সত্যের দিকে আকর্ষণ করেন। কাজেই এ আয়াতগুলোর সমাগ্রিক অর্থ ও মর্মের দিক দিয়ে নতুন এ তত্ত্ব বা উপকারটিও লাভ হয় যে, ভীষণ বিপথগামিতা ও উদাসীনতার যুগে অকস্মাৎ সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রমে এক অলৌকিক ধারায় মানুষের চেতনা ও ইন্দ্রিয়গুলোতে আপনা-আপনি ধর্মীয় সত্যানুসন্ধানের আলোড়ন সৃষ্টি হতে শুরু করলে এটি এ বিষয়ের লক্ষণ ও চিহ্ন বলে সাব্যস্ত হবে যে, কোনো ঐশী সংস্কারক সৃষ্টি হয়েছেন। কেননা 'রূহুল কুদুস' বা পবিত্রাত্মার অবতরণ ছাড়া উল্লিখিত আলোড়ন সৃষ্টি হতে পারে না। এ আলোড়ন (প্রকারভেদে) মানুষের যোগ্যতা ও স্বভাব-চরিত্র অনুযায়ী দু'প্রকারের হয়ে থাকে। একটি পরিপূর্ণ আলোড়ণ। আরেকটি অসম্পূর্ণ। পরিপূর্ণ আলোড়ন হচ্ছে সেই আলোড়ন যা মানবাত্মায় স্বচ্ছতা ও সরলতা প্রদান করে এবং বুদ্ধিমত্তা ও উপলব্ধিক্ষমতাকে পর্যাপ্তভাবে সতেজ করে সত্যগ্রহণে উপযোগী করে তোলে। আর অসম্পূর্ণ আলোড়ন হলো সেটি, যাতে 'রুহুল কুদুস' বা পবিত্রাত্মার উদ্দীপনায় বুদ্ধিমত্তা ও উপলব্ধি ক্ষমতা কিছু মাত্রায় তো সতেজ হয়ে ওঠে। কিন্তু স্বভাবজ ক্ষমতার সুস্থতার অভাবে সেটি সত্যগ্রহণে উপযোগী ও তৎপর হতে পারে না। বরং এ আয়াতের প্রতীক হয়ে যায় ঃ ***'ফি কুলুবিহিম মারাদুন ফা-যাদাহুমুল্লাহু মারাদা'*** (বাকারাহ ঃ ১১)। অর্থাৎ, বুদ্ধি-মত্তা ও উপলব্ধি ক্ষমতার আলোড়িত হওয়ায় (সত্য গ্রহণের ক্ষেত্রে) সে ব্যক্তির পরবর্তী অবস্থা পূর্বাবস্থার চেয়েও বেশি

চলমান টীকা ঃ অতএব, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, অনুরূপভাবে সেই 'হারিস' যখন আসবেন তখন তিনি তলোয়ার তথা যুদ্ধাস্ত্র দ্বারা মু'মিনদের সাহায্য প্রদান করবেন না। বরং কুরায়শ বংশীয় মু'মিনদের (তথা সাহাবা কিরাম)-এর সেই বিশেষ অবস্থা আর সেই বিশেষ ঘটনার ন্যায়– যা মক্কায় তাঁদের ক্ষেত্রে ঘটেছিল– যখন তাঁরা মুষ্টিমেয় ছিলেন, তাদের সাথে তখন অন্যান্য জাতির কেউ ছিল না আর তখন কোনো অস্ত্রও ব্যবহার করা হতো না। তাঁরা তখন সম্পূর্ণ নিরস্ত্র ছিলেন। কেবল ঈমানের শক্তি ও তত্ত্বজ্ঞানের জ্যোতি তাদের কাজে ও কথায় প্রদর্শন করতেন। এর মাধ্যমেই তাঁরা বিরুদ্ধবাদীদের ওপর প্রভাব ফেলেছেন। অনুরূপভাবে, মু'মিনদের নিজ আশ্রয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে উক্ত পন্থা ও পদ্ধতিটিই সেই 'হারিসে'রও হবে। অর্থাৎ তিনি তাঁর ঈমানের শক্তি ও ঐশী জ্ঞানতত্ত্বের জ্বলন্ত প্রমাণ ও নিদর্শন দেখিয়ে বিরুদ্ধবাদীদের মুখ বন্ধ করবেন এবং সত্য গ্রহণে যোগ্য ও উদ্যমশীল মানবহৃদয়সমূহে প্রভাব বিস্তার করবেন। বস্তুত তাঁর 'ঈমান ও ইরফান' তথা বিশ্বাস ও তত্ত্বোপলব্ধির প্রস্রবন যেমন বীরত্ব, ইস্তেকামাত (অবিচল দৃঢ়তা), পবিত্রতা, সত্যবাদিতা ও নিষ্ঠা, ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততার স্রোত ধারায় বয়ে যেতে থাকবে। তেমনি আধ্যাত্মিক জ্ঞান-তত্ত্ব ও বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমেও বিরুদ্ধবাদীদের ওপর 'হুজ্জুত' তথা পুরোপুরি যুক্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে অত্যন্ত জোরে-শোরে প্রবাহিত হবে। এটি সেই প্রস্রবনেরই অনুরূপ হবে যা আবু বকর সিদ্দীক, উমর ফারুক ও আলী মুর্তজা (রিজওয়ানিল্লাহি আলাইহিম)-কে দান করা হয়েছিল। তাঁদের ঈমানকে আকাশের ফিরিশ্‌তারাও বিস্ময়ের চোখে দেখতেন। তাঁদের পবিত্র ও স্বচ্ছ 'ইরফান' হতে এতো জ্ঞানালোক, কল্যাণ ও আশিস, বীরত্ব ও দৃঢ়তার নির্ঝর নির্গত হয়েছিল, যা মানুষের কল্পনাতীত ছিল। অতএব, আমাদের প্রভু ও অভিভাবক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, সেই হারিসও যখন আসবে তখন সেও একই ঈমানের ঝর্ণা ও ঐশী জ্ঞান তত্ত্বের উৎসের স্রোত প্রবাহের মাধ্যমে জাতির বৃক্ষরাজিকে সিঞ্চিত করবে। তাদের ম্লান ও দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়গুলোকে পুনরায় সজীব করে তুলবে। বিরুদ্ধবাদীদের অযথা অভিযোগ ও অপবাদকে তার সত্যতার পদতলে পিষ্ট করবে। তখন ইসলাম পুনরায় তার মহিমা ও মাহাত্ম্য প্রদর্শন করবে। নির্লজ্জ শুকর তুল্য স্বভাব সম্পন্ন লোকদের নির্মুল করা হবে। মু'মিনদের সেই সম্মানের আসন দান করা হবে যা তাদের প্রাপ্য। মোটকথা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের হাদীসটির প্রকৃত ব্যাখ্যা এটাই, যা এখানে আমি তুলে ধরেছি। এদিকেই বারাহীনে আহমদীয়ায় লিপিবদ্ধ নিম্নরূপ ইলহাম (ঐশীবাণী) ইঙ্গিত করে ঃ

'বাখারাম কেহ্ ওয়াক্তেতু নয্‌দীক রসীদ ওয়া পায়ে মুহাম্মদীয়াঁ বর মিনার বুলন্দতর মুহ্‌কাম ইফতাদ' [অর্থাৎ 'ধীরে চলো, তোমার সময় সন্নিকট। মুসলমানদের পদ উচ্চতর মিনারের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে' –অনুবাদক)]। তেমনি এ অধমের সপক্ষে ভবিষ্যদ্বাণীরূপে বর্ণিত একটি হাদীসের উদ্ধৃতি মূলে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে নিম্নরূপ ইলহামও এদিকে ইঙ্গিত করে। এটি বারাহীনে আহমদীয়ায় প্রকাশিত হয়েছে ঃ

(চলমান টীকা

খারাপ হয়ে যায়। যেমন সকল নবীর যুগে এমনটিই ঘটে এসেছে যে, তাঁদের আবির্ভাবের সাথে যখন ফিরিশ্‌তাদের নযূল বা অবতরণ হয়েছে, তখন ফিরিশ্‌তাদের অভ্যন্তরীণ প্রনোদন ও উদ্দীপণে প্রত্যেকের মস্তিষ্ক ও মন-মানসিকতা ব্যাপকভাবে আলোড়িত হলে, তৎকালীন সদাত্মা ও পবিত্রচিত্ত ব্যক্তিরা সত্যের পতাকাবাহী নবীদের দিকে আকৃষ্ট হতে থাকে। আর যারা দুষ্কৃতি ও শয়তানের মানসপুত্র ছিল তারা উদাসীনতার ঘোর থেকে জেগে ওঠলেও এবং ধর্ম বিষয়ে সচেতন ও মনোযোগী হয়ে ওঠা সত্ত্বেও তারা কিন্তু স্বভাবজ ক্ষমতার ত্রুটি ও রুগ্নতার কারণে সত্যগ্রহণে তৎপর হতে পারে নি। অতএব, ঐশী সংস্কারকের সাথে অবতীর্ণ ফিরিশ্‌তাদের নির্ধারিত ক্রিয়া প্রত্যেক মানুষের হৃদয়পটে কার্যকর হয়ে থাকে বটে। কিন্তু এর প্রভাব পবিত্র চিত্ত লোকদের ওপর শুভ এবং অপবিত্র চিত্তদের ওপর অশুভ আকারে প্রতিফলিত হয়।

"বারাঁ কেহ্ দর্ লাতাফত তাব্‌আশ্ খিলাফ নেস্ত।

দর্‌বাগ লালা রওয়েদ ও দর্ শোরাহ্ বুম খাস্।"

(অর্থাৎ, 'বারিবর্ষণের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হলো, এতে করে বাগানে সুবর্ণ ফুল-ফলাদি উৎপন্ন হয় এবং ক্ষার জমিতে পেঁচক ইত্যাদির জন্ম হয়।' –অনুবাদক)।

আর যেমন আমি একটু আগে বর্ণনা করে এসেছি, "ফি কুলুবিহিম মারাজুন ফা-যাদাহুমুল্লাহু মারাজা"– এ মহান

আয়াতটি উল্লিখিত সেই ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রতিফলিত প্রভাবের দিকেই ইঙ্গিত করে।

এ বিষয়টি স্মরণ রাখার যোগ্য যে, প্রত্যেক নবীর 'নযূল' (অবতরণ তথা আবির্ভাব)কালে একটি 'লাইলাতুল কদর' হয়ে থাকে, যখন সেই নবী ও তাঁকে প্রদত্ত কিতাব আসমান (উর্দ্ধলোক) থেকে অবতীর্ণ হয় এবং ফিরিশ্‌তাগণ আকাশ থেকে নামেন। কিন্তু সবচেয়ে বৃহৎ ও মহৎ 'লাইলাতুল কদর' হলো সেটি, যা আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দান করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ লাইলাতুল কদরের ব্যপ্তি ও পরিধি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ হতে আজ অবধি বিস্তৃত ও পরিব্যপ্ত। তাঁর যুগ হতে এ যাবৎকাল অবধী হৃদয় ও মস্তিষ্ক সম্পর্কিত বৃত্তি মেধা ও প্রতিভার যা কিছু আলোড়িত ও বিকোশিত হয়ে চলেছে তা সবই উল্লিখিত লাইলাতুল কদরের প্রভাব প্রসূত প্রতিফলন বটে। শুধু এটুকু পার্থক্যসহ যে, সচ্চেতাদের মস্তিষ্কসূচক মেধা ও মানসিক শক্তি ও প্রতিভাসমূহ পরিপূর্ণ ও সরল রেখায় আলোড়িত ও বিকশিত হয়ে থাকে এবং অসচ্চেতাদের মেধা ও বৃত্তিসমূহ বক্র ও অকল্যাণমূলক আকারে আলোড়িত ও বিকোশিত হয়।(চলবে)

ভাষান্তর : **মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অবঃ)

'লও কানাল ঈমানু মুআল্লাকাম বিস্ সুরাইয়া লা-নালাহু রজুলুন মিন ফারিস ইন্নাল্লাযীনা কাফারু ওয়া সাদ্দু আন সাবীলিল্লাহি রাদ্দা আলাইহিম রজুলুন মিন ফারিস শাকারাল্লাহু সা'ইয়াহু খুযুত্ তওহীদা আত্-তওহীদা ইয়া আবনায়াল ফারিস।' (অর্থঃ 'ঈমান যদি সপ্তর্ষি মন্ডলীতেও চলে যায় তবুও পারশ্য বংশোদ্ভুত এক ব্যক্তি তা পুনরুদ্ধার করবে। নিশ্চয় যারা অস্বীকার করেছে এবং আল্লাহ্‌র পথে বাধা দিয়েছে, পারস্য বংশীয় এই ব্যক্তি তাদের সব আপত্তি ও সন্দেহ-সংশয় খন্ডন করেছে। আল্লাহ্ তার এই প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছেন। এজন্য তিনি তাঁর গুণগ্রাহী। হে পারশ্য বংশোদ্ভুত পুত্র (তথা সন্তান)গণ! তোমরা তওহীদকে আকড়ে ধর, তওহীদকে ধারণ কর'– অনুবাদক)

এ ইল্‌হামটিতে সুস্পষ্টত বর্ণনা করা হয়েছে যে, সেই পারস্য বংশোদ্ভুত ব্যক্তি যার অপর নামটি হচ্ছে 'হারিস', সে এ বিশেষত্বের অধিকারী যে, তার ঈমান চূড়ান্ত মার্গে উপনীত এক শক্তিশালী ঈমান। ঈমান সপ্তর্ষি মন্ডলে চলে গেলেও (আল্লাহ্ প্রেরিত) এই মহাপুরুষ সেখান থেকেই তা পুনরুদ্ধার করবেন। তিনি দ্বীন-ইসলামের অস্বীকারকারীদের সমস্ত আপত্তি অপবাদ ও সন্দেহ সংশয় খন্ডন করে 'হুজ্জুত' (–তথা অকাট্য যুক্তি প্রতিষ্ঠার কর্তব্য) পূর্ণ করেছেন। তওহীদকে আকড়ে ধর হে 'আব্‌নায়াল-ফারিস! (–পারস্য বংশোদ্ভুত সন্তানগণ)। অর্থাৎ তওহীদের পথসমূহ পরিষ্কার ও স্বচ্ছ কর। দুনিয়া থেকে পতনোন্মুখ ও বিলিয়মান তওহীদকে শক্তভাবে ধর। এটিই সবচেয়ে অগ্রগণ্য। এটি মানুষ বিস্মৃত হয়েছে। এস্থলে 'ইবন' (পুত্র) শব্দের পরিবর্তে 'আব্‌না' (পুত্রগণ) শব্দটি অবলম্বন করা হয়েছে। অথচ সম্বোধিত কেবল একজন ব্যক্তি অর্থাৎ এই অধম। এটি হচ্ছে মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সম্মান সূচক। যেমন, কোনো কোনো হাদীসে ***'লাও কানাল ঈমানু মুয়াল্লাকাম বিস্‌সুরাইয়া লানালাহু রজুলুম্ মিন ফরিস'***-এর পরিবর্তে রয়েছে ***'রিজালুম্ মিন ফারিস'*** (–পারস্য বংশোদ্ভুত পুরুষগণ)। এটিও প্রকৃতপক্ষে অনুরূপ সম্মাননার উদ্দেশ্যেই বটে। নচেৎ প্রত্যেক জায়গায় 'রজুলুন' (একজন ব্যক্তি)-কেই বোঝানো হয়েছে। সার্বিকভাবে এই পর্যালোচনা ও তত্ত্বানুন্ধানে জানা গেল, হারিস সম্পর্কে হাদীস সমূহে অতি উত্তম এ চিহ্নটিই রয়েছে যে তিনি ঈমানী দৃষ্টান্ত ও মহৎ আদর্শ নিয়ে দুনিয়ায় আসবেন এবং স্বীয় ঈমানী শক্তিও এর শাখা-প্রশাখা এবং সুফলসমূহ প্রকাশ ও প্রদর্শনে দুর্বলদের শক্তি যোগাবেন ও তাদের সংরক্ষণ করবেন এবং স্বীয় সত্যতার আলোকরশ্মি দ্বারা দিনকানা সুলভ স্বভাবসম্পন্ন বিরুদ্ধবাদীদের চোখ ঝলসিয়ে দিবেন। কিন্তু মু'মিনদের জন্য চোখের জ্যোতি- স্নিগ্ধতা স্বরূপ ও হৃদয়ের স্বস্তি, ও প্রশান্তি লাভের কারণ হবেন। আর ঈমান উদ্দীপক সূক্ষ্ম জ্ঞানতত্ত্বের শিক্ষক হয়ে বিশ্বাস ও ঈমানের আলো জাতির মাঝে ছড়াবেন। আমি আমার প্রণীত 'ফতেহ ইসলাম' পুস্তকে বিশদভাবে বর্ণনা করে এসেছি, প্রকৃতপক্ষে হযরত মসীহ্(আ.)-ও একজন ঈমান সম্পর্কিত সূক্ষ্ম জ্ঞানতত্ত্বের শিক্ষক ছিলেন এবং ঈমানী ও আধ্যাত্মিক আলো দানকারী ছিলেন। আর এ বিষয়ের ওপরও বিশদ আলোকপাত করে এসেছি যে এই উম্মতে আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসীহ্‌ও জাগতিক যুদ্ধ-বিগ্রহের উদ্দেশ্যে আসবেন না। বরং 'সহীহ্ বুখারী'তে এ হাদীস লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, তাঁর আগমনের চিহ্ন হবে ঃ ***"ইয়াযাউল্ হারবা।"*** (অর্থাৎ তিনি যুদ্ধ রহিত করবেন– অনুবাদক)। আর এ-ও যে, (হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,) 'কাফের নিধন হবে তাঁর নিঃশ্বাস দ্বারা' তলোয়ার দ্বারা নয়। অর্থাৎ যুক্তি-যুক্ত ও প্রমাণপুষ্ট কথা দ্বারা আধ্যাত্মিক ভাবে হত্যা করবেন।

অতএব, মসীহ্ ও হারিস উভয়ের উক্ত চিহ্ন দু'টির অংশীদার ও বাহক হওয়া অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, হারিস ও প্রতিশ্রুত মসীহ্ প্রকৃতপক্ষে একই ব্যক্তি।

আর এটি হলো প্রতিশ্রুত হারিসের প্রথম চিহ্ন বা বৈশিষ্ট্য যা আমি বর্ণনা করে এসেছি। অর্থাৎ এই যে, তিনি তলোয়ার তথা যুদ্ধাস্ত্র দ্বারা নয়, বরং স্বীয় ঈমানের শক্তি ও স্বীয় তত্ত্বজ্ঞানের জ্যোতি দ্বারা তাঁর জাতিকে শক্তিশালী করে তুলবেন, যেমন 'কুরায়শ' অর্থাৎ আবু বকর সিদ্দীক, ওমর ফারুক ও আলী হায়দর (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) এবং মক্কার অন্যান্য (প্রাথমিক) মু'মিনগণ 'ইস্তিকামাত' বা অবিচল দৃঢ়তার উল্লিখিত গুণাবলীর মাধ্যমেই মুক্কামুয়াযযমায় আহমদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দ্বীনের ভিত মজবুত করেছিলেন। (চলবে)

যুক্তরাজ্যের ৪৯তম সালানা জলসার সমাপনী ভাষণে ইসলামের সমালোচকদের প্রতি আহমদীয়া মুসলিম জামাত প্রধানের চ্যালেঞ্জ

৯৬টি দেশের প্রতিনিধিসহ ৩৫ হাজারের অধিক জন-মানুষের উপস্থিতি

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রধান, পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) ইসলামের সমালোচকদের, যারা বিশ্বের সমস্যাবলীর জন্য ইসলামকে দোষারোপ করেন, প্রত্যুত্তরে এক জোরালো ও কর্তৃত্বপূর্ণ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।

২৩ আগস্ট ২০১৫, রবিবার যুক্তরাজ্যের আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ৪৯তম জলসা সালানা এর সমাপনী ভাষণের সময় হুযূর (আই.) এই মন্তব্য পেশ করেন। হ্যাম্পশায়ারের হাদিকাতুল মাহদীতে ৩৫ হাজারের অধিক অংশগ্রহণকারীর সামনে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার বিরুদ্ধে আপত্তি সমূহের পুঙ্খানুপুঙ্খ খণ্ডনে প্রদত্ত বক্তব্যে হুযূর (আই.) যাবতীয় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড এবং উগ্রপন্থাকে ইসলামী শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী বলে নিন্দার সাথে প্রত্যাখ্যান করেন।

জলসা সালানায় এ বছর ৯৬টি দেশ থেকে প্রতিনিধিরা যোগদান করেন। হাজার হাজার আহমদী মুসলিম ছাড়াও অনেক অ-আহমদী এবং অমুসলিম অতিথি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তিন দিন ব্যাপী এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

জলসা সালানার অন্যতম উল্লেখযোগ্য পর্ব ছিল বয়আত, বা আনুগত্যের শপথ। রবিবার বিকেলে অনষ্ঠিত এ বয়আত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর পঞ্চম খলীফা হিসেবে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) এর প্রতি আনুগত্যের শপথ করেন। এ সময় অংশগ্রহণকারীরা মানব শৃংখল তৈরী করার মাধ্যমে খলীফার সাথে সংযুক্ত হয়ে বয়আতের বাক্যগুলো সমস্বরে পুনরাবৃত্তি করেন।

সমাপনী ভাষণে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) ধর্মকে সহিংসতা অথবা যুদ্ধবিগ্রহের কারণ আখ্যা দেয়ার ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করেন।

হুযূর (আই.) আরও বলেন, যারা ইসলামকে সহিংসতার ধর্ম বলে দাবি করে তাদের মধ্যে তারাও রয়েছে যারা প্রতিনিয়তই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন জাপানে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারকে ন্যায়সঙ্গত বলে মনে করে এবং তারাও রয়েছে যারা ২০১১ সালে লিবিয়া এবং ২০০৩ সালে ইরাকে ব্যর্থ সামরিক হস্তক্ষেপকে সমর্থন করে যার ফলশ্রুতিতে

হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষের প্রাণহানি ঘটেছিল।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন, "উন্নত বিশ্বের অনেকেই ধর্মকে বিশ্বের বিশৃঙ্খলার মুখ্য কারণ হিসেবে বিবেচনা করে, অথচ এটি ধর্ম সম্পর্কে ভুল বুঝার কারণেই। এই বিশৃঙ্খলা এবং অন্যায় যা আমরা বিশ্বব্যাপী দেখছি তা ধর্মের কারণে নয়, বরং স্বার্থপরতা ও লোভের কারণেই এমনটি ঘটছে। এটি খোদার দোহাই দিয়ে কায়েমী স্বার্থ পূরণ এবং খোদার অস্তিত্বকে অস্বীকৃতি জানানোর ফল।"

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) উল্লেখ করেন যে, সম্প্রতি এক শিক্ষাবিদ, যার সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল, তিনি তাঁকে বলেন যে, আধুনিক যুগ ও সর্বশেষ সাংস্কৃতিক ধারার সাথে তাল মিলিয়ে ধর্মেরও বিবর্তিত হওয়া উচিত।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) প্রত্যুত্তরে বলেন, "ধর্ম মানবজাতির অগ্রদূত এবং পথপ্রদর্শক, এটি মানুষের জাগতিক কামনা-বাসনার অনুসরণের জন্য নয়। এবং এজন্যই আমরা সেই কিতাবে (পবিত্র কুরআন) বিশ্বাস করি যা ১৪শ বছরেরও বেশি সময় যাবৎ সংরক্ষিত রয়েছে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে যার শিক্ষা সঠিক এবং পরিপূর্ণ। এর শিক্ষা প্রত্যেক যুগের এবং প্রত্যেক জাতির জন্য প্রযোজ্য।"

বিশ্বে অধিকাংশে অস্থিরাবস্থা সম্পর্কে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন, "আজ আমরা স্পষ্টভাবে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সেই ভবিষ্যদ্বাণীকে সফল হতে দেখতে পাচ্ছি যাতে তিনি বলেছিলেন যে, এমন এক সময় আসবে যখন মুসলমান আলেমগণ সমাজ অজ্ঞতা, অবিচার আর বিশৃঙ্খলা ব্যতীত অন্যকিছুর বিস্তার ঘটাবে না এবং তাদের কথার সাথে তাদের কর্মের কোন সামঞ্জস্য থাকবে না।"

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন যে, ইসলাম বিরোধী শক্তি মুসলিম বিশ্বের অভ্যন্তরীণ ব্যাপক সংঘাতের সুযোগ এবং ইসলামের প্রতি আতঙ্ক ও অবিশ্বাসকে উসকে দিচ্ছে।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন, "আমরা দেখছি যে, ইসলামের বিরোধীরা ইসলামের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করছে। তারা ইসলামকে বিশৃঙ্খলা ও উগ্রপন্থার ধর্ম বলে ঘোষণা দিচ্ছে যখন কিনা অন্যদেরকে বিশ্বে শান্তি ও সম্প্রীতির পতাকাবাহক হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে।"

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন, "পক্ষান্তরে আমরা দেখি যে, কিছু নেতা বা আলোচকরা বলে থাকেন যে, ইসলাম সংহিসতার ধর্ম নয়, তথাপি অপরদিকে তারা এটাও বলে থাকেন যে, ইসলাম এবং উগ্রপন্থার মাঝে যোগসূত্র রয়েছে। তাদের এই মন্তব্য পরস্পর বিরোধী এবং সবদিক শান্ত রাখার প্রচেষ্টা। এমতাবস্থায় আমি এটি স্পষ্ট করতে চাই যে, অন্য এমন কোন শিক্ষা নেই যা শান্তি ও সহনশীলতার প্রসারের ক্ষেত্রে ইসলামের সমতুল্য।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন, ইসলাম একে অন্যকে সাহায্য করার শিক্ষা দেয় এবং নিজের ওপর অন্যের অধিকারকে অগ্রাধিকার প্রদানের শিক্ষা দেয়। যাহোক, পরাশক্তিগুলো খুব কমই তাদের সাহায্য করার চেষ্টা করেছে যারা অরক্ষিত ছিল এবং যা কিছু সাহায্য বা সহযোগিতা তারা করেছে তা সাধারণত কিছু নির্দিষ্ট শর্ত বা দাবির পূর্ণতার সাপেক্ষে করা হয়েছে।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন, ইসলামী শিক্ষাকে দোষারোপ করার আগে, যারা অভিযোগ তুলছে তাদের উচিত নিজেদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা। জাপানে যারা পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করেছিল তাদের মধ্যে কোন দুঃখবোধ বা আত্মগ্লানি নেই। তারা বলতেই থাকে যে, হিরোশিমা আর নাগাসাকিতে পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার নিতান্তই সাহসিকতা আর সম্মানের ব্যাপার ছিল, যদিও সেই বিধ্বংসী আক্রমণের দরুন হাজার হাজার নিরীহ পুরুষ, নারী এবং শিশু প্রাণ হারায় এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম এর দুর্ভোগ সহ্য করছে।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন, "আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবার হৃদয়ে সেই সহানুভূতি এবং অনুকম্পা সৃষ্টি করুন যা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রত্যেক মানুষের জন্য অনুভব করতেন।"

হুযূর (আই.) বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা এবং মানুষের মাঝে পারস্পরিক সহানুভূতি ও ভালবাসার নিদর্শনের জন্য দোয়ার মাধ্যমে তার সমাপনী ভাষণ শেষ করেন।

তিনদিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) এর পাঁচটি বক্তৃতা ছাড়াও অন্যান্য আরও বক্তা এবং বিদ্বান ব্যক্তিবর্গ বক্তব্য উপস্থাপন করেন। জলসায় বিভিন্ন প্রদর্শনীও প্রদর্শনের জন্য উন্মুক্ত ছিল, যার মাঝে উল্লেখযোগ্য হলো আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ইতিহাসের ওপর নির্মিত একটি আলোকচিত্র প্রদর্শনী, শ্রাউড অপ তুরিন বা তুরিনের কাফন এর একটি অবিকল অনুকৃতির প্রদর্শনী এবং একটি মানবাধিকার প্রদর্শনী।

আল্ ইস্তিফতা

বিবেকের কাছে প্রশ্ন

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

(২য় কিস্তি)

পুনরায় শোন! খোদা তোমাদের প্রতি করুণা করুন; এ সকল ভবিষ্যদ্বাণী যখন করা হয়, তখন এর পরিপূর্ণতার কোনো লক্ষণই ছিল না, এর অন্তর্নিহিত জ্যোতির কোনো বিকাশও ঘটেনি আর এর অপ্রকাশিত দিকগুলো অবগত হওয়ার কোনো উপায়ও ছিল না। বরং বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে মানবীয় দৃষ্টি ও মানুষের ধ্যান-ধারণার ঊর্ধ্বে ছিল। এ অধম নিভৃত কোনে জীবন যাপন করছিল। যারা পূর্ব হতেই তাঁর বাপ-দাদাকে জানত এমন অল্পসংখ্যক লোক ব্যতীত অন্য কেউ তাঁকে চিনতও না। ইচ্ছা হলে কাদিয়ানের অধিবাসীদের এবং এর আশ-পাশের মুসলমান, পৌত্তলিক এবং শত্রুদের যত গ্রাম আছে তাদের কাছেও জিজ্ঞেস করে দেখতে পার।

সে সময় আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে সম্বোধন করে বলেন,

أَنْتَ مِنِّيْ بِمَنْـــزِلَةِ تَوْحِيْدِيْ وَتَفْرِيْدِيْ فَحَانَ أَنْ تُعَانَ وَتُعْرَفَ بَيْنَ النَّاسِ. يَأْتُوْنَ مِنْ كَلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ. يَأْتِيْكَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ. يَنْصُرُكَ رِجَالٌ نُوْحِيْ إِلَيْهِمْ مِنَ السَّمَآءِ. إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللهِ وَانْتَهَى أَمْرُ الزَّمَانِ إِلَيْنَا. أَلَيْسَ هذَا بِالْحَقِّ. وَلَا تُصَعِّرْ لِخَلْقِ اللهِ، وَلَا تَسْأَمْ مَنَ النَّاسِ. وَوَسِّعْ مَكَانَكَ لِلْوَارِدِيْنَ مِنَ الْأَحِبَّاءِ

[*আর্থাৎ আমার তৌহীদ ও স্বাতন্ত্র্য আমার কাছে যেমন প্রিয়, তুমিও আমার কাছে তেমনিই প্রিয়। তোমার সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া ও মানুষের মাঝে পরিচিতি লাভের সময় এসে গেছে। সুদূরের সকল পথ পাড়ি দিয়ে মানুষ তোমার কাছে আসবে আর এত বেশি মানুষ আসবে যে, যে পথে তারা চলাচল করবে তা গভীর খানাখন্দে পরিণত হবে। সুদূরের সকল পথ মাড়িয়ে সে সাহায্য তোমার কাছে আসবে; এমন পথ পাড়ি দিয়ে তা আসবে যাতে তোমার কাছে আগমনকারী মানুষের*

পদভারে পথে গর্ত হয়ে যাবে। এমন কতক লোক তোমাকে সাহায্য করবে যাদের হৃদয়ে আমরা সাহায্যের প্রেরণা যোগাবো। যখন আল্লাহ্‌র সাহায্য আসবে আর যখন যুগ আমাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে, তখন বলা হবে যাকে প্রেরণ করা হয়েছে সে কি সত্যের ওপর ছিল না? আল্লাহ্‌র বান্দাদের সাথে সাক্ষাতের সময় তোমার ভ্রু-কুঞ্চিত করা কাম্য নয়। মানুষের সংখ্যাধিক্য দেখে তুমি তাদের সাথে সাক্ষাতে ক্লান্তি প্রকাশ করো না। আগমনকারী তোমার ভক্তদের জন্য নিজ গৃহ প্রশস্ত কর: (তাযকিরা) অনুবাদক]।

এগুলো আল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত সেসব সংবাদ যা অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত দীর্ঘ ২৬ বছর অতিবাহিত হয়েছে; এতে বুদ্ধিমানদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।

এরপর আল্লাহ্ তা'লা এই অধমকে স্বীয় প্রতিশ্রুতি মোতাবেক বিভিন্ন প্রকার পুরস্কার ও বিভিন্ন প্রকৃতির নিয়ামতে ভূষিত করেছেন। যার ফলশ্রুতিস্বরূপ তাঁর কাছে অর্থ, উপহার সামগ্রী এবং পছন্দনীয় সব বস্তুসহ দলে দলে সন্ধানীরা আসতে থাকে। এমনকি (এক সময়) স্থান সংকুলান কঠিন হয়ে পড়ে। আর এত বেশি লোকের সাথে সাক্ষাতের কারণে তাঁর ক্লান্ত হয়ে পড়ার উপক্রম হয়। এভাবে আল্লাহ্ তা'লা যা বলেছেন তা সত্যি-সত্যিই আক্ষরিক অর্থে পূর্ণ হলো। মহা গরিয়ান আল্লাহ্‌র চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে বেশি সত্যবাদী হতে পারে? আল্লাহ্ তা'লা যে সাহায্য এবং যেসব নিয়ামত অবতীর্ণ করতে চেয়েছেন কোনো শত্রুই তা প্রতিহত করতে পারে নি। এক সময় সেই তকদীর বা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশ পেয়ে গেল যাকে তারা প্রতিহত করতে চেয়েছিল। সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা হলো যাকে তারা মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছিল। এই অধমকে স্বর্গ থেকে খলীফা উপাধি দেয়া হলো। নিশ্চয় এতে প্রত্যেক সত্য-সন্ধানী ও হিংসা-দ্বেষমুক্ত হৃদয়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

হে মুত্তাকীগণ! স্পষ্ট কথা বল, তোমাদের পুরস্কৃত করা হবে; এটি কি আল্লাহ্‌র কাজ না-কি সে ব্যক্তির বানানো কথা, যে রসূল আখ্যায়িত হওয়ার জন্য মিথ্যা বলার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে? এভাবে যারা মিথ্যা বলার ধৃষ্টতা দেখায়, এমন অপরাধীরা এ পৃথিবীতে কি আল্লাহ্‌র শাস্তি পায়, না-কি পার পেয়ে যায়?

হে যারা বুদ্ধিমান সাজ! আমি তোমাদের দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করছি, আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর আর যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং অন্যায় করে না তাদের মত করে আমাকে উত্তর দাও। হে পরিপক্ক চিন্তাধারার লোকগণ! (যুবকগণ) এক ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত হওয়ার দাবি করেছে, এরপর অস্বীকারকারীরা বিজয়ের স্বপ্নে বিভোর হয়ে তার সাথে মুবাহিলায় লিপ্ত হয়; কিন্তু আল্লাহ্ তাদের ধ্বংস ও লাঞ্ছিত করেন, আর তাদের ষড়যন্ত্রকে তিনি মিথ্যা সাব্যস্ত করেন। তাদের সাথে আল্লাহ্ কি ব্যবহার করেছেন, তা যদি তুমি জানতে চাও তাহলে এ পুস্তিকায় তাদের বিষয়ে লেখা বৃত্তান্ত পড়ে দেখতে পার। আল্লাহ্ তাদের সাথে যে ব্যবহার করেছেন তা কি অস্বীকারকারী জাতির সামনে সত্য-মিথ্যার প্রভেদ বুঝার জন্য প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট হওয়া উচিত নয়?* আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি, তিনি সকল ক্ষেত্রে তাঁকে সাহায্য করেছেন, তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে তাঁকে জয়যুক্ত করেছেন আর এটি ঘটার পূর্বেই তিনি তাঁকে তা সম্পর্কে অবহিত করেছেন।

হে বুদ্ধিমানগণ! এটি কি তাঁর সত্যতার প্রমাণ নয়? তোমাদের বিবেক কি একথা সমর্থন করে যে, সেই পবিত্র সত্তা, যিনি পুণ্য ছাড়া অন্য কিছুতে সন্তুষ্ট হন না, পুণ্যকর্ম ব্যতীত কাউকে কাছে ঘেষতে দেন না; তিনি একজন অবাধ্য ও প্রতারককে ভালোবাসবেন আর আমাদের নবী (সা.)-এর আয়ুস্কাল থেকেও তাঁকে দীর্ঘ জীবন দেবেন? যে তাঁর প্রতি শত্রুতা প্রদর্শন করে তিনি তার প্রতি শত্রুতা রাখবেন, আর যে তাঁর প্রতি বন্ধুত্ব রাখে তিনি তার বন্ধু হয়ে যাবেন? তাঁর জন্য নিদর্শনাবলী অবতীর্ণ করবেন, বিভিন্ন প্রকার সমর্থনে তাঁকে ভূষিত করবেন, বিভিন্ন নিদর্শনের মাধ্যমে তাঁকে সাহায্য করবেন আর তাঁকে বিশেষ কল্যাণরাজিতে ভূষিত করবেন? অধিকন্তু তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে সকল ক্ষেত্রে তাঁকে জয়যুক্ত করবেন, সমুদয় ক্ষয়-ক্ষতি এবং অসম্মানের আশঙ্কার মুখে তাঁর নিরাপত্তা বিধান করবেন? যে তাঁর সাথে মুবাহিলা করে তিনি তাকে স্বীয় ক্রোধে ধ্বংস বা লাঞ্ছিত করবেন আর তাঁর জন্য সশস্ত্র হয়ে স্বর্গীয় তরবারীর আঘাতে তাকে ধ্বংস করবেন? অথচ (সে ব্যক্তি সম্পর্কে) তিনি জানেন যে, সে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলছে এবং প্রতারণার আশ্রয় নিচ্ছে আবার অজ্ঞদের পথভ্রষ্ট করার মানসে মানুষের সামনে তা বলে বেড়াচ্ছে বা উপস্থাপন করছে! প্রশ্ন হলো, এমন ব্যক্তি সম্পর্কে তোমাদের কি মতামত? আল্লাহ্

*** টিকা**

যারা মুবাহিলা করেছে এবং মুবাহিলার পর মৃত্যুর শিকারে পরিণত হয়েছে এমন একজনের নাম হলো, মৌলভী গোলাম দস্তগীর কসুরী, আরেকজন হলো, জম্মুনিবাসী– মৌলভী চেরাগ দিন। একজনের নাম হলো, আবদুর রহমান মুহী উদ্দীন লক্কোকী, আর একজন হলো, মৌলভী ইসমাঈল আলীগড়ী, একজন দুলমিয়াল নিবাসী ফকীর মির্যা, একজন হলো পিশাওয়ার নিবাসী লেখরাম; এ ছাড়া আরো অনেকেই। এদের অধিকাংশই মারা গেছে; কিন্তু কতক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, বংশ-বিলুপ্তি ও কষ্টদায়ক জীবন-জীবিকার স্বাদ গ্রহণ করেছে। আমরা আমাদের পুস্তক 'হাকীকাতুল ওহীতে' তাদের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছি। অণুসন্ধিৎসু জাতির জন্য এটি হলো বিষয়-বস্তুর সার কথা। এমাস অর্থাৎ জিলক্বদ মাসে সাদুল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র কল্যাণ) নামে এক ব্যক্তি মারা গেছে কিন্তু তার ভেতর কল্যাণের কিছু নেই। আমি সংবাদ দিয়েছিলাম, সে আমার মৃত্যুর পূর্বে লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার সাথে মরবে। আল্লাহ্ তার বংশকে ধ্বংস করবেন। ঠিক এভাবেই সে ব্যর্থতা ও বঞ্চনার মাঝে ইহধাম ত্যাগ করেছে। এটি সে সকল লোকদের জন্য শাস্তি যারা খোদার সাথে যুদ্ধ করে আর অন্যায় ও শত্রুতা-বশতঃ তাঁর রসূলদের কাফির আখ্যায়িত করে -লেখক

কি তাকে প্রতারণা সত্ত্বেও সাহায্য করলেন, না কি সে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভূক্ত? ওহী প্রাপ্তির মিথ্যা দাবিকারকরা কি সফলকাম হয়? যারা তাদের প্রতি ওহী না হওয়া সত্ত্বেও বলে যে, আমাদের প্রতি ওহী হয়েছে অথচ তারা মিথ্যা বৈ কিছু বলে না?

হে আলেমগণ! তৃতীয়বার আমি তোমাদের কাছে জানতে চাই; এ ব্যক্তি এবং তার প্রতি আল্লাহ্ যে অনুগ্রহ হয়েছে, তা সম্পর্কে তোমরা শুনেছ। মানুষের চেনার বা বুঝার সুবিধার্থে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে এছাড়াও অনেক নিদর্শন দান করেছেন। এর একটি হলো, তার জন্য দু'বার উল্কাপাত ঘটেছে। একই রমযানে চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ তাঁর সত্যতার সাক্ষ্য দিয়েছে। শেষ যুগের লক্ষণাবলীর সংবাদ দিতে গিয়ে কুরআনও এ সম্পর্কিত সমাচার প্রকাশ করেছে। কুরআনে যা সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হয়েছে হাদীস তা বিশদভাবে বর্ণনা করেছে। হে পরিপক্ক চিন্তাধারার মানুষ! খোদা তা'লা এ দু'টো সম্পর্কে এই অধমকেও অবহিত করেছেন, যেমনটি কিনা ঘটনা ঘটার পূর্বেই বারাহীনে আহমদীয়ায় লিখিত ছিল। চক্ষুষ্মানের জন্য এতে নিদর্শন রয়েছে। অতএব পরিষ্কার করে কথা বল, তোমাদের পুরস্কৃত করা হবে; এটি কি আল্লাহ্‌র কাজ নাকি মানুষের বানানো মিথ্যা?

এই সংবাদগুলোর একটি হলো, ভূমিকম্প আসার পূর্বেই বা এর কোনো লক্ষণ প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ্, তাঁকে এদেশ সহ বিশ্বের সর্বত্র বড়-বড় ভূমিকম্পের সংবাদ দিয়েছেন। এদেশ এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে কি ঘটেছে তোমরা শুনেছ। এ সকল দুর্বিপাকের গভীর অমানিশা কীভাবে মানবজাতির ওপর অবতীর্ণ হয়েছে তা তোমরা জান। উদয়ের বেলা যা ছিল হাস্য-কোলাহলময়, অস্তাচলে তা মুখ থুবড়ে পড়েছে। ঘরের ছাদ গৃহবাসীদের ওপর ধ্বসে পড়ে। দুঃখ-বেদনা ও লাশে ঘর ভরে যায়। প্রাসাদের হাস্যরসে ভরপুর বৈঠক বদলে যায় কবরে আর বহু সভা-সমিতি চাপা পড়ে মাটির নীচে। প্রতীয়মান হয় যে, এ জীবন নিছক প্রহসন বা সমুদ্রের বুদ্‌বুদ্ বৈ কিছু নয়। তাদের মাঝে যারা জীবিত ছিল, দুঃখ ও হা-হুতাস তাদের হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করে আর ঘটনার আকস্মিকতা বিদীর্ণ করে তাদের বক্ষকে। তাদের সেসব প্রাসাদ মুখ থুবড়ে পড়ে যাতে তারা প্রতিযোগিতামূলকভাবে প্রবেশ করতো আর এতে অবস্থানের জন্য গভীর আত্মাভিমানও প্রদর্শন করতো। ক্রমাগত ভূমিকম্পের এ ধারা এখনও বন্ধ হয় নি বরং ঘটে যাওয়া ভূমিকম্পের চেয়েও উচ্চমাত্রার ভূমিকম্প আসা এখনও বাকী আছে। খোদাভীরু জাতির জন্য এতে দৃষ্টি উন্মোচনের খোরাক আছে।

হে সুবিচারকগণ! তোমরা নিদর্শন ও প্রাকৃতিক ঘটনার পার্থক্য স্পষ্ট করে বল, তোমাদের পুরস্কৃত করা হবে। এসব আল্লাহ্‌র নিদর্শন নাকি প্রতারকদের বানানো বিষয়? মু'মিনরা এমন সুপুরুষ হয়ে থাকেন যারা কথা বলার সময় সত্য বলেন এবং যখন বিচারক নিযুক্ত করা হয় তারা অন্যায় করেন না বরং সুবিচার করেন। যারা মানুষকে আল্লাহ্‌র মত ভয় করে তারাই সত্য গোপন করে; (মনে হয়) যেন সত্য তাদের নাক কর্তন করছে বা তাদের কারাবাসে প্রেরণ করা হচ্ছে। এরা পুরুষের বেশে নারী আর মু'মিনের আলখিল্লাধারী কাফির!

সেসব নিদর্শনের একটি হলো, আল্লাহ তা'লা এ অধমকে এ দেশে বরং বৃহত্তর অঞ্চলের সর্বত্র প্লেগের প্রাদুর্ভাব সংক্রান্ত সংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

اَلْاَمْرَاضُ تُشَاعُ وَالنُّفُوْسُ تُضَاعُ

[*অর্থাৎ সংক্রামক ব্যাধির বিস্তার ঘটবে আর ব্যাপক প্রাণহানি হবে (তাযকিরা) অনুবাদক*]। হিংস্র প্রাণী যেভাবে শিকারকে চিরে-ছিঁড়ে (ছিন্ন-ভিন্ন করে) ফেলে, প্লেগকে তোমরা তেমনটি করতে দেখেছ। প্লেগ কীভাবে এ দেশের ওপর হামলা করেছে তা তোমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছ। কত ব্যাপক হারে মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে তা তোমরা লক্ষ্য করেছ, আর এখন পর্যন্ত তা হিংস্র প্রাণীর মত আক্রমণ হেনে চলেছে। প্রতিদিন তা ঘুরে ঘুরে মানুষের ওপর আক্রমণ করে চলেছে। প্রত্যেক বছর এটি পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় অধিক ভীতিপ্রদ চেহারা প্রদর্শন করে আর এরপর তারই অনুসরণে অনেক এমন ভয়াবহ ভূমিকম্প আঘাত করে যা অধিক ভয়াবহ। এসব সংবাদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই দূর-দূরান্তের বিভিন্ন দেশে এর আগমন বার্তা জানিয়ে দেয়া হয়েছে বা প্রকাশ করা হয়েছে। এতে চক্ষুষ্মানদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তাকে আরো একটি ভূমিকম্পের সংবাদও দিয়েছেন যা বড় কিয়ামত সদৃশ হবে। আমরা জানি না আল্লাহ্ এরপর আরো কী-কী প্রকাশ করতে যাচ্ছেন। নিশ্চয় এতে বিবেকবানদের জন্য ভীতির বিষয় রয়েছে। অতএব, হে যুবারা স্পষ্ট করে কথা বল, তোমাদের পুরস্কৃত করা হবে; এটি কী আল্লাহ্‌র কাজ নাকি মানুষের প্রতারণামূলক কথা?

আল্লাহ্ তা'লা এ যুগের জন্য অজস্র মৃত্যু ও প্রভূত দানের সিদ্ধান্ত করে রেখেছেন। যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের ঈমানকে অন্যায়ের মাধ্যমে কলুষিত করে নি তাদেরকে রহমানের অযাচিত দানে ভূষিত করা হবে। আর যারা তওবা ও ইস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করে নি, হৃদয়ের তাক্বওয়া ও বিভিন্ন অঞ্চলে নেমে আসা ভীতিপ্রদ নিদর্শনাবলী যাদেরকে এই বান্দার কাছে সমর্পণ করতে ব্যর্থ হয়েছে আর মহা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে এবং নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির মত বস্তুজগতের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে এরাই অবাধ্যতায় সীমা লঙ্ঘনের কারণে বার-বার মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। তাদের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়বে এবং তাদের পায়ের তলার মাটি সরে (ফেটে) যাবে। প্রত্যেক প্রাণ স্বীয় কর্মের প্রতিফল ভোগ করবে। শাস্তি ও পুরস্কারের মালিক, আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি তখন স্বমহিমায় প্রকাশ পাবে।

(চলবে)

ভাষান্তর : **মওলানা ফিরোজ আলম**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

কলমের জিহাদ

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর–৩৬)

ধর্ম সম্পর্কিত ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ এবং সত্যতার সমর্থন–জনিত দেদীপ্যমান প্রমাণ এবং ঐশী নিদর্শনাবলী মোকাবেলা করতে না পেরে হযরত ঈসা (আ.)–এর বিরুদ্ধে সমকালীন ইহুদীরা এবং রোমান শাসক গোষ্ঠী কঠোরতাপূর্ণ ব্যবহার করতে থাকে। প্রথমতঃ ইহুদী পন্ডিতরা যীশুকে নানা প্রকার প্রশ্নবানে জর্জরিত করে এবং তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করে রোমান গভর্নর পন্টিয়াস পিলাত (Pontius Pilate) এর সমীপে তাকে বিচারের জন্য সোপর্দ করে। ঘটনাক্রমে যীশুর সত্যতা সম্পর্কে পীলাতের স্ত্রী স্বপ্নযোগে অবহিত হওয়ায় তা পীলাতকে অবহিত করে (মথি ২৭ঃ১৯)। ফলে পীলাত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইহুদী জনগোষ্ঠির চাপের মুখে ইহুদীদের 'সাব্বাথ' (শনিবার) সাপ্তাহিক প্রার্থনা–দিবসের শুরুর কিছু পূর্বে যীশুকে ক্রুশবিদ্ধকরণের (Crucifixion) আদেশ প্রদান করেন। যীশুকে শুক্রবার বিকালে ক্রুশে চড়ানো হয়। সন্ধ্যার সময় ইহুদীদের বিশ্বাস অনুযায়ী সাব্বাথ দিবস শুরু হওয়ায় যীশুকে তাড়াতাড়ি ক্রুশ থেকে নামানোর পর যীশুর দেহটিকে কোন রকম অতিরিক্ত আঘাত না করে রোমান সৈনিকরা তাঁর শিষ্যদের কাছে হস্তান্তর করে। পরবর্তী দুই দিন যীশুর দেহটিকে একটি পাথর-ঢাকা গুহায় রাখা হয়। (মার্ক ১৫ঃ২৫, যোহন ১৯ : ১৪-১৬,৩৪)। যীশু শিষ্যদের তত্তাবধানে জীবিতাবস্থায় সেখান থেকে সংগোপনে অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করেন। শিষ্যদের সঙ্গে যীশু খাদ্য গ্রহণ করেন এবং কিছুদিন পর খৃষ্টানদের বিশ্বাস অনুযায়ী তিনি আকাশে উত্থিত হন (যদিও প্রকৃত তথ্যানুযায়ী যীশু গোপনে দেশত্যাগ করেন)।

[নোটঃ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিশ্বাস অনুযায়ী হযরত ঈসা (আঃ) ক্রুশের ঘটনার সময় অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন অর্থাৎ মারা যান নাই। পরে পাথর–ঢাকা গুহায় তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে। তাঁর শিষ্যদের মধ্যেই অনেকেরই বিশ্বাস ছিল যে, হযরত ইউনুস (আঃ) যেমন মাছের পেট থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন, যীশুও তেমনি মৃত্তিকা–গর্ভ থেকে ফেরত আসবেন এবং হারানো দশটি ইস্রায়েলী গোত্রের পথ–প্রদর্শনের জন্য যাত্রা করবেন (দ্বিতীয় বিবরণ ২১ঃ২৩, মথি ১৫ঃ২৪, লুক ১১ঃ২৯-৩০)। ফলতঃ প্রকৃত ঘটনা তাই হয়েছিল অর্থাৎ গোপনীয়তার কারণে অনেকেই বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, যীশু আকাশে চলে গেছেন। ক্রুশীয় ঘটনার কিছু দিন পর সুস্থ শরীরে তিনি প্যালেষ্টাইন ত্যাগ করে অতি সংগোপনে পূর্ব দিকে যাত্রা শুরু করে আফগানিস্তান, কাশ্মীর এবং সংলগ্ন এলাকাগুলোতে অবশিষ্ট জীবনকাল সমাপ্ত করেন, যে সকল স্থানে ইহুদীদের হারানো গোত্রের বংশধরগণ বাস করতো]।

খৃষ্ট–ধর্মের পুস্তকাবলী

খৃষ্টানগণ নীতিগতভাবে বাইবেলে বিশ্বাস করে যার দুটো প্রধান অংশ রয়েছেঃ (ক) 'পুরাতন নিয়ম' বা Old Testament (তৌরাত) এবং (খ) 'নতুন নিয়ম ' বা New Testament (ইনজিল) নামে পরিচিত। এই সকল পুস্তক হযরত মুসা (আঃ) এবং হযরত ঈসা (আঃ)–এর জীবিত কালে পূর্ণভাবে সংরক্ষিত হয় নাই এবং পরবর্তীকালে অনুসারীদের দ্বারা সংগৃহিত এবং লিপিবদ্ধ করা হয়েছেঃ

প্রথমঃ মথি (Matthew), দ্বিতীয়ঃ মার্ক (Mark), তৃতীয়ঃ লূক (Luke), চতুর্থঃ ইউহোন্না বা যোহন (John), পঞ্চমঃ প্রেরিত (The Acts), ষষ্ঠঃ রোমীয় (Epistle to the Romans), সপ্তমঃ ১ করিপন্থীয় (I Corinthians), অষ্টমঃ ২ করিপন্থীয় (II Corinthians), নবমঃ গালাতীয় (Galatians), দশমঃ ইফিষীয় (Ephesians), ১১-ফিলিপীয় (Philippians), ১২-কলসীয় (Colossians), ১৩- ১থিষলনীকীয় (I Thessalonians), ১৪-২ থিষলনীকীয় (II Thessalonians), ১৫-১ তীমথিয় (I Timothy), ১৬-২ তীমথিয় (II Timothy), ১৭-তীত (Titus), ১৮-ফিলীমন (Philemon), ১৯-ইব্রীর/ইবরানী (To the Hebrews), ২০-যাকোব/ইয়াকুব (The Epistle of James), ২১-১ পিতর (I Peter), ২২-২ পিতর (II Peter), ২৩-১ যোহন/ইউহোন্না (I John), ২৪-২ যোহন/ ইউহোন্না (II John), ২৫-৩ যোহন/ইউহোন্না (III John), ২৬-

যিহুদা/এহ্‌দা (Judo), ২৭-প্রকাশিত বাক্য(Revelation)।

[নোটঃ পুস্তকগুলোর নাম নানা কারণে প্রয়োজন হতে পারে। বিশেষতঃ আন্ত:ধর্মীয় আলোচনার প্রাক্কালে প্রাসঙ্গিক রেফারেন্স সমূহ সহজে বুঝার জন্য]

খৃষ্টধর্মের গ্রন্থাবলী সম্পর্কে নিম্নোক্ত দুটি সারাংশ–বক্তব্য প্রনিধান–যোগ্য

১–"খ্রিস্টধর্মের প্রথম দিকে খ্রিস্টানরা ছিল ইহুদি। তারা ইহুদি ধর্মগ্রন্থ 'তোরাহ্' পাঠ ও অনুসরণ করতো। অচিরেই খ্রিস্টধর্ম অইহুদিদের মধ্যে একটি ধর্ম আন্দোলনের রূপ নিলেও খ্রিস্টানরা ইহুদি ধর্মগ্রন্থ অনুসরণ করতে থাকে তাদের ধর্মশিক্ষা ও ধর্মালোচনাকে যৌক্তিক ভিত্তি দেওয়ার লক্ষ্যে। এভাবেই ইহুদি ধর্মগ্রন্থ তোরাহ্'র নাম হয় 'ওল্ড টেস্টামেন্ট' বা 'ওল্ড কভন্যান্ট'। যাকে বাংলায় বলা হয় 'প্রাক্তন সন্ধি' বা 'পুরাতন নিয়ম'। এই অংশে খ্রিস্ট পূর্ববর্তী সময়কালে ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যকার সংলাপই স্থান পেয়েছে। অন্যদিকে যীশুখ্রিস্টের জন্ম, তাঁর কর্মসমূহ, প্রবাহিত ধর্মোপদেশ এবং এই সকলকে ঘিরে যীশু–অনুসারী বা অ্যাপস্টলদের লিখিত বর্ণনাসমূহের সংকলিত প্রকাশকে বলা হয় 'নিউ টেস্টামেন্ট বা 'নতুন সন্ধি'। নিউ টেস্টামেন্টে স্থান পেয়েছে চার প্রকারের বর্ণনা যথা–যীশুর আগমন, উদ্দেশ্য, শিক্ষা এবং উপদেশ যা সুসমাচার (Gospels) নামেও পরিচিত। জেরুজালেমে যীশুর প্রচারিত বাণী, বিভিন্নপ্রকার অলৌকিক ঘটনা এবং যীশুর ঘনিষ্ট অনুসারীগণের প্রচারিত ধর্মকথার সারাংশ নিয়ে নিউ টেস্টামেন্ট সংকলিত হয়েছে। এই নতুন ও পুরাতন সন্ধির সংযুক্ত প্রকাশকে 'বাইবেল' বলা হয়েছে।"

২–"খ্রিস্টানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থের নাম 'বাইবেল'। যীশুখ্রিস্টের জন্মোত্তর এক হাজার বছরের নিরলস পরিশ্রমে খ্রিস্টবাণী সংশ্লিষ্ট পুস্তকসমূহের সংকলনকেই বাইবেল বলা হয়। বাইবেল শব্দটি এসেছে গ্রিক ভাষায় 'বিবলিয়া' শব্দ যার অর্থ হচ্ছে 'পুস্তকসমূহ' থেকে। এই পুস্তকগুলো বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আবহে লিখা ছিল। ঐ পুস্তকগুলোতে ভাষাগত নৈপুণ্য ও রচনাশৈলীর উৎকর্ষতা দেখা যায়। এই বাইবেলের দুটি খণ্ড রয়েছে। ৩৯টি পুস্তক সমন্বয়ে প্রথম খন্ডের নাম 'ওল্ড টেস্টামেন্ট' বা পুরাতন নিয়ম তথা পুরাতন সন্ধি। আর ২৭টি পুস্তক নিয়ে দ্বিতীয় খন্ডের নাম 'নিউ টেস্টামেন্ট' বা নতুন নিয়ম তথা নতুন সন্ধি যা মূলত খ্রিস্টধর্মের পবিত্র পুস্তক। বাইবেলের প্রথম খণ্ড তথা বৃহত্তর অংশটি হচ্ছে ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ, যাতে যীশু–পূর্ববর্তী সময়কালে ঈশ্বর ও ইস্রাইল জাতির বিভিন্ন দিকসমূহ স্থান পেয়েছে। হিব্রু ও এ্যারামাইক ভাষায় (এ্যারামাইক ভাষা সিরিয়ার আঞ্চলিক ভাষা) ৩৯টি পুস্তক নিয়ে 'ওল্ড টেস্টামেন্ট' সংকলিত হয়েছে। এই ওল্ড টেস্টামেন্ট সংকলিত বাইবেলের প্রথম খণ্ডটি মূলত ইহুদি জনগোষ্ঠীর ইতিহাস ও ইহুদি ধর্মের বিধানাবলী নিয়েই লেখা। নিউ টেস্টামেন্টের ২৭টি পুস্তকের মধ্যে চারটি পুস্তক গোস্পেল নামে পরিচিত। চারটি গোস্পেল লিখেছিলেন মথি, মার্ক, লুক, এবং যোহন ৬০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১১০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী ৫০বছরে। এই চারটি পুস্তকেই যীশু খ্রিস্টের জীবন ও শিক্ষাসমূহের দালিলিক বিবরণ পাওয়া যায়। গোস্পেল শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'সুসমাচার' যা মূলত গ্রিক ভাষায় লিখা হয়েছিল। কেননা সেই সময়কার মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ অঞ্চলই ছিল রোমান সাম্রাজ্যের শাসনাধীন। আর সমগ্র রোমান সাম্রাজ্যে ব্যবহৃত অভিন্ন ভাষা ছিলো গ্রিক। যীশুখ্রিস্টের ঘনিষ্ঠ অনুসারীরূপে পরিচিত অ্যাপস্টলগণের দেয়া ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও প্রচারিত ধর্মবাণীর সংক্ষিপ্ত সারও এই বাইবেলে রয়েছে।" [৩২]

ক্রুশীয় ঘটনার পরবর্তীতে খৃষ্ট–ধর্মের অবস্থা

যদিও সকল ধর্মই কালক্রমে কম–বেশী পরিবর্তন/বিবর্তনের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে, তথাপি খৃষ্ট–ধর্মের ক্ষেত্রে যীশু–খৃষ্টের ক্রুশীয় ঘটনার পর এই ধর্মের মূল বিশ্বাস এবং রীতি–নীতি চরমভাবে প্রভাবিত হয়েছে। ক্রুশীয় ঘটনার প্রাককালে মাত্র স্বল্প–সংখ্যক খৃষ্টানের উপস্থিতি থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে মধ্য–প্রাচ্য এবং ইউরোপের সর্বত্র খৃষ্ট–ধর্মের প্রচার ও প্রসার এবং আর্থ–সামাজিক–রাজনৈতিক ইতিহাস সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছে। আরো পরে সাম্রাজ্যবাদী এবং উপনিবেশবাদী তৎপরতার কারণে ছলে বলে কৌশলে পাঁচটি মহাদেশে খৃষ্টানদের রাজত্ব বিস্তার লাভ করে এবং সেসঙ্গে খৃষ্টান পাদ্রীগণও চতুর্দিকে সদলবলে ত্রিত্ববাদী খৃষ্টধর্মের প্রচার কার্য পরিচালিত করেছে। খৃষ্ট–ধর্মের পরিবর্তিত বিশ্বাসের সহজীকরণ প্রক্রিয়া যা ত্রিত্ববাদ এবং আদিপাপ ও প্রায়শ্চিত্তবাদের মাধ্যমে প্রচারিত। এই বিশ্বাস দ্বারা পাপ মুক্তির জন্য যীশুর ক্রুশে রক্ত দানের কাহিনী এতই লোভনীয় যে, যীশুর ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করলেই সকল পাপ থেকে মুক্তি লাভ এবং স্বর্গ–প্রাপ্তি হতে পারে। এই মতবাদ খৃষ্ট–ধর্মের প্রকৃত শিক্ষার সংগে সংগতিপূর্ণ নয় এবং একজনের পাপের বোঝা অন্য একজন কখনই বহন করতে পারে না। পবিত্র কুরআন এবং বাইবেল দ্বারাও এই বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। (ত্রিত্ববাদ ও প্রায়শ্চিত্তবাদের অসারতা সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে)।

খৃষ্ট–ধর্মের প্রাথমিক পর্যায়ে খৃষ্ট–ধর্ম একশ্বরবাদী ধর্ম ছিল এবং শুধু বণী–ইস্রায়েলীদের মধ্যে প্রচার–তৎপরতা সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে সেইন্ট পৌল (Paul বা Saul) নামক একজন ইহুদী ধর্ম–যাজক খৃষ্ট–ধর্ম গ্রহণ করত অ–ইহুদী (gentiles) লোকদের কাছে ধর্ম প্রচার শুরু করে এবং একেশ্বরবাদী বিশ্বাসের অপব্যাখ্যা করতঃ যীশুকে ঈশ্বর–পুত্র রূপে উপস্থাপন করে। ফলতঃ ঈশ্বর+ঈশ্বরপুত্র যীশু+ পবিত্র আত্মা (God+Son of god+ Holy Ghost) সমন্বিত ত্রিত্ববাদের বিশ্বাস জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকে যা অদ্যাবধি খৃষ্ট–ধর্মের নামে পৃথিবীতে প্রচারিত হয়ে চলেছে। পৌলের ব্যাখ্যানুযায়ী মানুষ জন্ম সূত্রে পাপী (আদি মানুষের পাপের কারণে) হওয়ার কারণে ঈশ্বর তাঁর পুত্র যীশুকে ক্রুশীয় রক্তদানের মাধ্যমে সেই আদি পাপের প্রায়শ্চিত্ত প্রদানের ব্যবস্থা করেছেন এবং এভাবে যীশুকে মান্য করলে পাপ থেকে মুক্তি বা পরিত্রাণ লাভ করা সম্ভব। পৌলের এই রূপ অপব্যাখ্যা যীশু–খৃষ্টের প্রকৃত শিক্ষার সংগে–সংগতিপূর্ণ নয় তা আমরা পরে আলোচনা করবো।

(চলবে)

সময়ের দাবি–
ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যভিচার সবচেয়ে হারাম এবং নিকৃষ্ট

মাহমুদ আহমদ সুমন

শুধু ইসলাম নয় কোন ধর্মেই ব্যভিচারের শিক্ষা নেই। ইসলাম ব্যভিচারকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট এবং হারাম আখ্যায়িত করেছে। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেয়োনা। নিশ্চয় এটা প্রকাশ্য অশ্লীলতা এবং অত্যন্ত মন্দ পথ' (সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত: ৩৩)। আর বাইবেলে বলা হয়েছে 'তোমরা ব্যভিচার করবে না। দিনের পর দিন ধর্ষণ এবং নারী নির্যাতনের মাত্রা যেন বেড়েই চলেছে।

মানবাধিকার সংস্থা 'অধিকার'-এর হিসাবে গত ১৫ বছরে দেশে ১০ হাজার ৮৩২ টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে মহিলা ৫ হাজার ৭০৫ জন, শিশু ৫ হাজার ২০, গণধর্ষণ ১ হাজার ৭৩৬টি, ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে ১ হাজার ৩১২ জনকে, ধর্ষণের পর আত্মহত্যা করেছে ১৩৭ জন।

গত পয়েলা বৈশাখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি চত্বরে সংঘবদ্ধ দুর্বৃত্তদের হাতে লাঞ্ছিত হয় তরুণীরা। এছাড়া গত ২১মে রাজাধানীতে এক গারো তরুণীকে মাইক্রোবাসে তুলে চোখ-মুখ বেঁধে ধর্ষণ করে একদল দুর্বৃত্ত। এর আগেও সাভার ও মিরপুরে বাসে নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। সম্প্রতি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এক রোগীর মেয়েকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে একজন আনসার সদস্যের বিরুদ্ধে। একটি বেসরকারি সংস্থার প্রতিবেদনে জানা যায়, যৌন হয়রানির ঘটনায় গত চার বছরে ৯৯ নারী আত্মহত্যা করেছে। নারীরা আজ কোথাও নিরাপদ নয়, না কর্মস্থলে, না শিক্ষাঙ্গনে আর না ঘরে। সর্বত্রই তারা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে।

এছাড়া গত ৮ মে, একটি জাতীয় দৈনিকের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত শিরোনাম ছিলো 'লোহাগড়ায় গাছে বেঁধে গৃহবধূকে নির্যাতন'। এতে যে ছবি ও সংবাদ ছাপা হয়েছে তা দেখে ও পাঠ করে প্রত্যেকেরই হৃদয় কেপে উঠেছিল। চৌদ্দশত বছর পূর্বেও যেমনটি করা হত না তা করা হয়েছিল সেই মেয়েটির সাথে। আসলে আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগও হার মানছে এই কাপুরুষদের হাতে। অথচ ইসলাম ও বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদ (সা.) বিশ্বব্যাপী নারী সমাজের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার এক জীবন্ত আদর্শ স্থাপন করেছেন। মানব মন ও মানব সমাজে নারী প্রগতির গোড়াপত্তন করে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছেন। ইসলামে নারীর স্বাধীন মত প্রকাশের মৌলিক অধিকার আছে। নর-নারী উভয়ে আশরাফুল মাখলুকাত হিসাবে স্বীকৃত এবং কর্মফল অনুযায়ী স্বর্গ লাভের সম অধিকার প্রাপ্য। যেভাবে পবিত্র কোরআনে আলাহপাক ঘোষণা করছেন, 'তিনি তোমাদেরই এক-ই সত্তা হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তার জীবনসঙ্গিণীকে একই উপাদান হতে সৃষ্টি করেছেন' (সূরা নিসা, আয়াত: ২)।

গত কয়েকদিন ধরে দেশ বিদেশের সংবাদপত্র ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে সবচয়ে বেশি যে সংবাদ আলোচনা হয়েছে তা মনে হয় নারী এবং শিশু নির্যাতনের বিষয় নিয়ে। বছর কয়েক আগে দিল্লিতে চলন্ত বাসে ৬ নরপশুর গণধর্ষণের কবলে পড়ে মেডিকেল ছাত্রীর মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা শুধু ভারতকেই নয়, বরং কাঁপিয়ে দিয়েছিল গোটা উপমহাদেশ ও বিশ্ববাসীকে। জাতিসংঘের মহাসচিব স্বয়ং গভীর শোক প্রকাশ করেছেন জ্যোতির মৃত্যুতে। তার পরিবারসহ গোটা বিশ্বের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে ধর্ষকদের সর্বোচ্চ শাস্তি। ভারতে এর জন্য প্রচলিত আইন সংশোধনেরও উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আইনে দন্ডিত ধর্ষকের ফাঁসি অথবা রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগে খোজা করে দেয়ার প্রস্তাব রয়েছে। আমাদের দেশেও এ বিষয়ে আইন রয়েছে। বাংলাদেশের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ আইনের ৯ (১)-এ উল্লেখ আছে, 'যদি কোনো পুরুষ কোনো নারী বা শিশুকে ধর্ষণ করে, সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড এবং অতিরিক্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।' যদিও ধর্ষণকারীদের বিরুদ্ধে আইন আছে তবে এই আইনের প্রয়োগ তেমন একটা দেখা যায় না। যার ফলে দিনের পর দিন ধর্ষণের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে আর সর্বত্রই নারীরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে।

দিল্লির সেই ঘটনার ক্ষত শুকাতে না শুকাতেই বাংলাদেশের টাঙ্গাইলে গণধর্ষণের শিকার হয়েছিল নবম শ্রেণীর এক ছাত্রী। দরিদ্র পরিবারের মেয়েটিকে তার এক বান্ধবী প্রলোভিত করে নিয়ে যায় মধুপুরের এক নির্জন বাড়িতে। সেখানে আগে থেকেই ওঁৎ পেতে থাকা কয়েকজন পালাক্রমে ধর্ষণ করে মেয়েটিকে। তারা এটুকু করেই ক্ষান্ত হয়নি। ভিডিও ক্যামেরায় ধর্ষণের চিত্রও ধারণ করে। কয়েকদিন ধরে চলে এ নারকীয় তান্ডব।

পরে অজ্ঞান অবস্থায় মেয়েটিকে ফেলে রেখে যায় রেললাইনের ওপর। মেয়েটির জীবন কিন্তু শেষ, সে এখন শারীরিক ও মানসিক উভয় অর্থে অসুস্থ। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে অসহায় মেয়েটি দীর্ঘদিন চিকিৎসাধীন ছিলেন।

মানুষরূপী পশুদের এ প্রবণতা ক্রমেই বাড়ছে। সাম্প্রতিক সময়ে কয়েক দিনের ব্যবধানে গ্যাংরেপসহ ধর্ষণের এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে, যা মানুষের হৃদয় স্পর্শ করেছে। কিছুদিন পূর্বে রাজধানীর মিরপুরস্থ শাহআলীতে দশ বছরের শিশু চাঁদনী গ্যাংরেপের শিকার হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। আড়াই বছরের শিশু থেকে বৃদ্ধা পর্যন্ত ধর্ষণের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না। এছাড়া পালা-দিয়ে বাড়ছে আদিবাসী নারীদের ওপর নির্যাতন। ভারতসহ বিশ্বব্যাপী তোলপাড় করা চলন্ত বাসে ধর্ষণ ঘটনার চার দিন পরেই ২১ ডিসেম্বর ২০১২ রাঙ্গামাটির কাউখালীতে অষ্টম শ্রেণীর এক আদিবাসী ছাত্রীকে ধর্ষণের পর খুন করা হয়। ১৫ জুন, ২০১১ লংগদুর ইয়ারেংছড়ি গ্রামের সপ্তম শ্রেণীর আদিবাসী স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের পর হত্যা করে। এমনই ধর্ষণের ঘটনা প্রচুর রয়েছে। একের পর এক ঘটনা ঘটেই যাচ্ছে। যারা এধরণের অপকর্ম করে তাদেরকে মনে হয় পশু বলাটাও ভুল হবে, কারণ পশুরাও এমন অপকর্ম করে না। ধর্ষণ নামের এই সামাজিক ব্যাধি নির্মূল করতে ধর্ষকের দ্রুত শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। তাদেরকে এমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে যাতে অন্যান্য অপরাধীরাও সচেতন হয়ে যায়।

পবিত্র কুরআন এবং হযরত রাসূল করীম (সা.) আমাদেরকে এই শিক্ষাই দেয় যে, তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যাবে না। আমাদেরকে এমনসব কর্ম থেকে দূরে থাকতে হবে যা নিজেদের মনে কু-প্রভাবের সৃষ্টি করে। হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার দু'চোয়ালের হাড্ডির মাঝখান অর্থাৎ জবানের এবং দু'পায়ের মাঝখানের অর্থাৎ লজ্জাস্থানের যামানত আমাকে দিবে, আমি তার জান্নাতের যামীন' (বুখারী)। হজরত নবী করিম (সা.) আরো বলেছেন, 'অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে উপার্জন করা ব্যভিচার। নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করা চোখের ব্যভিচার। যা শ্রবণ করা নিষিদ্ধ তা শোনা কর্ণের ব্যভিচার, যে কথা বলা নিষেধ তা বলা জিহ্বার ব্যভিচার, নিষিদ্ধ জিনিসে হাত দেয়া হাতের ব্যভিচার, নিষিদ্ধ স্থানে যাওয়া পায়ের ব্যভিচার' (বুখারী ও মুসলিম)।

বিবাহ করা স্ত্রী ছাড়া কারো সাথে কোনরূপ যৌন সম্পর্ক স্থাপন করাকে ইসলাম কঠিনভাবে নিষিদ্ধ করেছে এবং এটিকে মহাপাপ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তাই পবিত্র কুরআনের সূরা নিসায় যুদ্ধবন্দিনীকেও বিবাহ না করা পর্যন্ত তার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের অনুমতি তো দেয়ইনি বরং কোরআনে স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে যে, এই বন্দিনীগণকে স্ত্রীরূপে রাখার পূর্বে স্বাধীন নারীদের ন্যায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে হবে। একের পর এক যে, নারী নির্যাতিত হচ্ছে এর কি শেষ হবে না? যারা এসব অপকর্মে লিপ্ত তারাওতো কোন না কোন পিতা-মাতারই সন্তান। প্রত্যেকেই যদি তার পরিবারের প্রতি সব সময় খেয়াল রাখতেন তাহলে হয়তো আপনার আমার সন্তানটি এধরণের জঘন্য কাজটি করতে পারতো। আমাদের সন্তানেরা কোথায় যায়, কি করে, কার সাথে সময় কাটায় তা নিয়ে কি আমরা আদৌ চিন্তিত? আমরা যদি আমাদের সন্তানকে ছোট বেলা থেকেই উত্তমভাবে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করতাম, তাহলে কি পরিস্থিতি আজ এ পর্যায়ে যেত? আমরা আমাদের সন্তানদের উত্তম তরবিয়তের প্রতি কোন দৃষ্টি দিব না, আর তাদের কাছ থেকে ভাল কিছু আশা করব তাতো হতে পারে না।

এই জন্যই ইসলাম সন্তান জন্ম দেয়ার পরেই তাকে উত্তম শিক্ষায় গড়ে তোলার আদেশ প্রদান করেছে। সন্তান যেন উত্তম গুণের অধিকারি হয়, সেজন্য পিতা-মাতাকে সব সময় দোয়াও করতে হয়। যেভাবে পবিত্র কুরআনে সন্তানদের জন্য দোয়ার উল্লেখ রয়েছে 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদের জীবনসঙ্গী ও সন্তানসন্ততি হতে আমাদেরকে চোখ জুড়ানোর উপকরণ দান কর এবং আমাদের প্রত্যেককে মুত্তাকীদের ইমাম বানাও' (সূরা আল ফুরকান, আয়াত: ৭৫)। তাই সর্বদা আমাদেরকে আমাদের সন্তানদের জন্য দোয়া করতে হবে তবে তার আগে আমাদেরকে পবিত্র হতে হবে। আমি নিজেই যদি খারাপ কাজে লিপ্ত থাকি আর সন্তানকে ভালো কাজের উপদেশ দেই তাহলে তা কোন কাজে লাগবে না।

হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন, 'কোন পিতা তার পুত্রকে উত্তম শিষ্টাচার অপেক্ষা অধিক শ্রেয় কোন বস্তু দান করতে পারে না' (তিরমিজি)। আরেক স্থানে মহানবী (সা.) বলেছেন, 'প্রত্যেক মানব সন্তান ইসলামের উপর জন্ম গ্রহণ করে থাকে, কিন্তু পরে তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদি অথবা নাসারায় পরিণত করে' (বুখারী)। তাই এ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সন্তান খারাপ হওয়ার পিছনে পিতা-মাতাও দায়ী রয়েছেন।

আজ একের পর এক যেসব জঘণ্য কাজ সংঘঠিত হচ্ছে, তারাত সবাই কোন না কোন পিতা-মাতারই সন্তান। যারা বিভিন্ন অপকর্ম করছে অপকর্ম করার পর কোন পিতা-মাতা কি তার সন্তানকে ধরে নিজেদের পক্ষ থেকে আইনের হাতে তুলে দিয়েছেন? আজ যদি প্রত্যেক পরিবার এই অঙ্গিকার করে যে, আমার সন্তান যদি কোন খারাপ কাজ করে তাহলে সর্ব প্রথম আমিই তাকে আইনের হাতে তুলে দিব। সরকারি বাহিনী কেন লাগবে আপনার আমার সন্তানকে গ্রেফতার করতে, আমরা নিজেরাই কি পারি না এধরণের কু-সন্তানকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে? আমরা যদি নিজেরা আদর্শবান হই তাহলে আমাদের সন্তানরাও আদর্শবান হবে, যদি দু'একটি ব্যতিক্রম হয় তাহলে তাকে তার শাস্তি ভোগ করারও ব্যবস্থা আমাদেরই নিতে হবে।

আমার সন্তান একটি মেয়ের জীবন নষ্ট করবে বা আরেক মায়ের বুক খালি করবে আর আমি সেই সন্তানকে আবার আশ্রয় দিব এটা কোন্ ধর্মের শিক্ষা? তাই সমাজ থেকে ধর্ষণ বলুন আর যে কোনো মন্দ কাজ বলুন তা দূর করতে প্রথমে প্রত্যেক পরিবারকে সোচ্চার হতে হবে, অপরাধী যে-ই হোক না কেন তাকে কোনোভাবেই প্রশ্রয় দেয়া যাবে না।

আল্লাহ্ তা'লার ফজলে আহমদীয়া জামা'তের সন্তানরা এ দিক থেকে উত্তম দৃষ্টান্ত। তারা সব সময় যুগ খলীফার তাজা নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করার চেষ্টা করে। এছাড়া সকল প্রকার অবক্ষয় থেকে মুক্ত থাকতে এ যুগে আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে এমটিএ-এর মত এক বিশেষ নেয়ামত দান করেছেন, যার মাধ্যমে আমরা পাপমুক্ত জীবনের সন্ধান পাই। তাই এ নেয়ামতের কদর করা চাই। মহান খোদা তা'লা আমাদের সবাইকে প্রকৃত ইসলামের শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার এবং নিজেদের পরিবারকে সঠিক তরবিয়ত করার তৌফিক দান করুন, আমিন।

masumon83@yahoo.com

রাজা যুলকার নাইন -এর ধর্মপ্রচার

সংকলনঃ মৌলবি হেলাল উদ্দিন আহমদ প্রধান

যুলকার নাইন মাদীয় এবং পারস্য সাম্রাজ্যের মেডোপারসিয়ান এমপায়ারের প্রতিষ্ঠাতা রাজা ছিলেন, যা দানিয়াল নবীর বিখ্যাত স্বপ্নে পরিদৃষ্ট ভেড়ার 'দুই শিং'-এর প্রতীক। স্বপ্নটি ছিল "আমি স্বপ্নে দেখলাম ঐ মেষ পশ্চিম, উত্তর এবং দক্ষিণ দিকে ঢুঁশ মারল, তার সম্মুখে কোন জন্তু দাঁড়াতে পারল না, এবং তার হাত হতে উদ্ধার পেতে পারে এমন কেউ ছিল না। আর সে ইচ্ছামত কর্ম করত, আর আত্মগরিমা করত।"

দানিয়াল নবীর এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা এই যে, তিনি দুই শিং বিশিষ্ট যে মেষ দেখলেন, সে মাদীয় ও পারসীক রাজা যুলকার নাইন! তিনি ত্রিমুখী অভিযান করেছিলেন। যুলকার নায়নের চারটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চিহ্ন রয়েছে ঃ (ক) তিনি বংশানুক্রমে এক ক্ষমতাশীল শাসক ছিলেন। (খ) তিনি একজন ধার্মিক বান্দা ছিলেন এবং ঐশীবাণী দ্বারা অনুগৃহীত হয়েছিলেন। (গ) তিনি পশ্চিম দিকে অভিযান চালিয়ে ছিলেন এবং বিরাট বিজয়ের পর পশ্চিম দিগন্তে সূর্য অস্তগমন স্থলে যাওয়ার সময় পর্যন্ত এমন এক স্থানে পৌঁছলেন যা দেখতে ঝাপসা সরোবর বা নদী-নালার গভীর অংশ এবং তখন তিনি পূর্বদিকে যাত্রা করলেন এবং এক বিরাট রাজ্য জয় করে বশীভূত করলেন। (ঘ) তিনি মধ্যাঞ্চলে উপস্থিত হলেন, যেখানে অসভ্য বর্বর জাতি বাস করত এবং সেখানে ইয়া'জুজ-মা'জুজ ব্যাপক ভাবে অনাধিকার প্রবেশ করেছিল, তিনি সেই প্রবেশ পথগুলি দেওয়াল দ্বারা বন্ধ করে দিলেন। প্রাচীন যুগের বিখ্যাত শাসন কর্তা এবং প্রসিদ্ধ সামরিক সেনাপতিদের মধ্যে সাইরাস, উপরোল্লিখিত চারটি গুণাবলীর বিপুল পরিমাণে অধিকারী ছিলেন।

প্রথম অভিযান ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ যুলকার নাইনকে পৃথিবীতে শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং তিনি তাকে প্রত্যেক বিষয় জ্ঞান অর্জন করা সম্পর্কে উপকরণ দান করেছিলেন (১৫:৮৫)। সুতরাং তিনি এক বিশেষ পথে চললেন (১৮:১৬)। চলতে চলতে তিনি যখন সূর্যের অস্তগমন স্থলে অর্থাৎ সাইরাসের সাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তে অথবা এশিয়া মাইনরের উত্তর-পশ্চিম সীমানায় এবং কৃষ্ণ সাগরের নিকট পৌঁছে ছিলেন; (১৮:৮৭)। যেখানে সাইরাস তার পশ্চিমাঞ্চলের শত্রুদের বিরুদ্ধে যে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন, তথায় তিনি দেখলেন, উহা এক ঘোলাটে জলাশয়ে অস্তমিত হচ্ছে এবং তিনি এর সন্নিকটে এক জাতির সাক্ষাৎ পেলেন। তখন আল্লাহ্ বললেন, হে যুলকান নাইন (সাইরাস)! তুমি চাইলে তাদেরকে শাস্তি দাও অথবা তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার কর (১৮:৮৭)।

তিনি বললেন, যে ব্যক্তি যুলুম করবে, আমরা নিশ্চয় তাকে শাস্তি দিব; তিনি তাকে ভীতিপ্রদ শাস্তি দিবেন (১৮:৮৮)। সাইরাস পারলৌকিক জীবন বিশ্বাস করতেন। তিনি যরাথুস্ত্র নবীর অনুসারী ছিলেন এবং ইসলাম পূর্ব সকল ধর্মের মধ্যে যরাথুস্ত্রের ধর্মবিশ্বাস মৃত্যুর পরের জীবনের ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করেছে। সাইরাস এবং তাঁর পার্সী অনুসারীগণ যরাথুস্ত্র নবীর মতবাদে আস্থাবান ছিলেন এবং সৎকর্ম করবে তার জন্যে উত্তম পুরস্কার নির্ধারিত আছে, এবং আমরাও অবশ্যই তার সঙ্গে আমাদের আদেশের ক্ষেত্রে সহজ কথা বলব (১৮:৮৯)।

দ্বিতীয় অভিযান ঃ অতঃপর তিনি অন্য একপথে চললেন (১৮:৯০)। এমনকি তিনি যখন সূর্যের উদয় স্থলে (১৮:৯১) অর্থাৎ সাইরাসের পূর্বদিকে আফগানিস্তান এবং বেলুচিস্তানের দিকে পৌঁছলেন। সেই এলাকা বৃক্ষহীন অনুর্বর। সেখানে সূর্যের তাপ প্রচন্ড ভাবে আঘাত হানে। এরপর তিনি তাকে এমন এক জাতির ওপর প্রয়োগ হতে দেখলেন যারা সমতল প্রান্তরের অধিবাসী ছিল, যা শত শত মাইল ব্যাপী সিস্তান এবং হেরাতের পূর্বদিকে এবং দুজদবের উত্তরে মোর্শেদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। যাদের জন্য আল্লাহ্ তাদের ও উহার মধ্যে কোন পর্দা সৃষ্টি করেননি অর্থাৎ সেই এলাকায় কোন বৃক্ষ ছিল না, ছিল অনুর্বর (১৮:৯১)। এই ঘটনা ঠিক এইরূপই। এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ তার নিকট যা কিছু ছিল সেই সব বিষয়ের পূর্ণ খবর রাখেন (১৮:৯২)।

তৃতীয় অভিযান ঃ অতঃপর তিনি অন্য এক পথে চললেন (১৮ঃ৯৩)। ইহা ছিল সাইরাসের তৃতীয় অভিযান, যা পারস্য দেশের উত্তরে কাসপিয়ান সাগর এবং ককেশীয় পর্বত শ্রেণীর মধ্যবর্তী অঞ্চল বা রাজ্যের দিকে পরিচালিত হয়েছিলেন। এমন কি তিনি যখন দুই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থলে (১৮ঃ৯৪) অর্থাৎ দারবেন্ট পাস (পথ), যেখানে দেওয়াল নির্মিত হয়েছিল, এর একদিকে কাসপিয়ান সাগর অপরদিকে ককেশাস পর্বত মালা। এই দুইটি প্রতিবন্ধকরূপে বিরাজমান ছিল। সেখানে পৌঁছলেন, তখন তথায় তিনি এমন এক জাতিকে দেখতে পেলেন (১৮ঃ৯৪)। যারা সাইরাসের ভাষা হতে ভিন্ন ভাষায় কথা বলত, কিন্তু পারস্যের নিকটবর্তী প্রতিবেশী হওয়ায় এবং পারস্য ও মিদীয়ার অধিবাসীগণের সাথে সম্পর্ক থাকার কারণে তারা তাদের ভাষা বুঝতে ও বলতে পারত, যদিও তা পারস্যের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল এবং পরবর্তীকালে পারস্য ভূখন্ডের অংশে পরিণত হয়েছিল। যে এলাকায় দেয়াল নির্মাণ করা হয়েছিল, সেটি রাশিয়ার ভূখন্ডের অন্তর্ভুক্ত। সেখানে তিনি দেখলেন যে, সিদিয়ানের বা ইয়া'জুজ-মাজুজ কৃষ্ণ

সাগরের উত্তর এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যসমূহ দখল করেছিল এবং এই সকল এলাকা হতে দারবন্দ গিরি পথের মধ্যে দিয়ে অভিযান চালিয়ে পারস্য দেশ জয় করেছিল। সাইরাস তাদেরকে পরাস্ত করে পারস্যবাসীকে তাদের কবল হতে মুক্ত করলেন।

তারা বলল, 'হে যুলকার নাইন! ইয়া'জুজ ও মা'জুজ এই দেশে বড়ই ফাসাদ সৃষ্টি করেছে। সুতরাং আমরা কি তোমাকে এই শর্তে কিছু কর দিব যাতে তুমি আমাদের এবং তাদের মধ্যে একটি প্রতিবন্ধক নির্মাণ করে দাও? (১৮ঃ৯৫) তিনি বললেন, এই সম্বন্ধে আমার প্রতিপালক আমাকে যে ক্ষমতা দান করেছেন তা আমার শত্রুর শক্তির চেয়ে অনেক উত্তম; সুতরাং তোমরা আমায় শ্রম শক্তি দ্বারা সাহায্য কর, আমি তোমাদের এবং তাদের মধ্যে একটি মজবুত প্রাচীর নির্মাণ করে দিব। (১৮:৯৬) শ্রমিক ছাড়া সাইরাস স্থানীয় জনসাধারণের নিকট লৌহ এবং তাম্র চেয়ে বললেন, তোমরা আমাকে লৌহ খন্ড এবং তাম্র এনে দাও। লোহার মত তাম্রে মরিচা ধরে না এবং যখন এটি লোহার সাথে মিশ্রিত হয় তখন এই মিশ্রণ অধিকতর কঠিন পদার্থে পরিণত হয়, মরিচা এবং ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া থেকে মুক্ত থাকে। প্রয়োজনীয় প্রকৌশল ও যন্ত্র সাইরাসের দক্ষ শিল্পীরা সরবরাহ করেছিল। এমনকি তিনি যখন ঐ দুই পর্বতের শৃঙ্গের মধ্যবর্তী স্থানকে ভরাট করে সমান করল (১৮ঃ৯৭) অর্থাৎ এই দূর্গপ্রাচীর পারস্যের ককেশাস পর্বত শ্রেণীর মধ্যবর্তী স্থানে অর্থাৎ কাসপিয়ান উপসাগরের পশ্চিম তীরবর্তী স্থানে এবং দক্ষিণ দিকের সমুদ্রাভিমুখে নির্মাণ করা হয়েছিল।

তখন তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের হাপর দিয়ে ফুঁকতে থাক। তারা ফুঁকতে থাকল এমনকি যখন তিনি তাকে আগুনে পরিণত করলেন, তিনি বললেন, তোমরা আমাকে গলিত তামা এনে দাও যেন আমি এর ওপর ঢেলে দিতে পারি (১৮ঃ৯৭)।

এই প্রাচীর নির্মাণ যখন শেষ হল, তখন উত্তর দিক হতে ইয়া'জুজ মা'জুজ এর ওপর চড়তে পারল না, এবং এতে কোন ছিদ্রও করতে পারল না। উক্ত প্রাচীর এত চওড়া ও উচ্চ ছিল যে, সে সুযোগ বন্ধ হয়ে গেল। উক্ত প্রাচীর ৫০ মাইল দীর্ঘ ২৯ ফুট উচ্চ এবং ১০ ফুট প্রশস্ত ছিল, এবং এতে লোহার দরজা ও প্রহরার জন্য উচ্চ কক্ষ ছিল। এটি অত্যন্ত কার্যকর ভাবে পারস্য সীমান্তে প্রতিরক্ষার কাজ করত।

ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত সত্যের বিপরীতে জন-সাধারণ্যে প্রচলিত ধারণা এই যে, উক্ত প্রাচীর সম্রাট আলেকজান্ডার কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু আলেকজান্ডারের সামরিক অভিযান ক্ষণিকের ঘূর্নিবার্তার মত ছিল; যে সময়ের মধ্যে তাঁর পক্ষে এরূপ প্রকান্ড প্রাচীর নির্মাণের বিরাট পরিকল্পনা করার মত সময় দেওয়া অসম্ভব ছিল। উপরন্তু অল্প বয়সে মৃত্যু হওয়ায় তার পক্ষে এতবড় বিরাট দায়িত্ব পালনের অবকাশ ছিল না। জনসাধারণের এই ধারণা সৃষ্টির কারণ কুরআন করীমের ব্যাখ্যাকারী মুসলমানগণ যারা যুলকার নাইনকে আলেক জান্ডার বা সেকান্দার বাদশাহ্ বলে ভুল করেছিলেন। নিম্নে বর্ণিত ঘটনা ও প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, সাইরাস তা নির্মাণ করেছিলেন।

(ক) সাইরাসের পুত্রের মৃত্যুর পর মিদিয়ানদের ক্ষমতা খর্ব করে দেওয়ার জন্য দারিয়ুস সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে গ্রীসের মধ্য দিয়ে ইউরোপের দিক হতে তাদের ওপর আক্রমণ করে। এটা এক অকল্পনীয় ব্যাপার যে, দারিয়ুস এত দীর্ঘ ও সংকটময় পথে তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করেছিলেন দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের দিক হতে, অথচ তারা উত্তর দিক হতে তার অতি নিকটবর্তী ছিল। অতএব, অনিবার্য সিদ্ধান্ত এই যে, সেই প্রকান্ড প্রাচীরের অস্তিত্ব যা তার পূর্ববর্তী সাইরাসই কেবল করতে সক্ষম ছিলেন, তার (দারিয়ুসের) জন্য আক্রমণকে অসম্ভব করে দিয়েছিল। নিজের দেশকে উত্তর দিক হতে আক্রমণের জন্য অরক্ষিত রেখে বিশাল সৈন্যবাহিনী সহ অপরদিকে যাওয়ার প্রয়োজন হত না যদি না তার সামনে কোন বাধা বা প্রাচীর না থাকত।

(খ) সাইরাসের সময়ের পূর্বে সিদিয়ানরা পারস্যের ওপর অবিরত আক্রমণ চালাত, কিন্তু তাঁর বিজয়ের পরে এসব আক্রমণ সম্পূর্ণ ভাবে বন্ধ হয়েছিল এ ঘটনা এই সম্ভাব্য সিদ্ধান্তে উপনীত করে যে, সাইরাস অবশ্যই এমন বাধা সৃষ্টি করেছিলেন যা এসমস্ত অভিযান কার্যকর ভাবে বন্ধ করেছিল এবং সেই বাধা ছিল দারবেন্টের দেয়াল, যেটাকে ভুলক্রমে আলেকজান্ডারের প্রাচীর বলে অভিহত করা হয়েছে।

সাইরাস নিশ্চয় ইলহাম যোগে সংবাদ পেয়েছিলেন যে, সুদূর ভবিষ্যতে ইয়া'জুজ-মা'জুজ দক্ষিণ পূর্বে বিস্তার লাভ করবে। এবং তখন এই প্রাচীর তাদের অগ্রগতিকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে না। এবং তিনি বললেন, ইহা আমার প্রতিপালকের তরফ হতে বিশেষ অনুগ্রহ। অতঃপর, যখন আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতিপূর্ণ হওয়ার সময় আসবে তখন তিনি তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিবেন, এবং আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি নিশ্চয় সত্য। (১৮ঃ৯৯)।

ইয়া'জুজ-মা'জুজ সমগ্র পৃথিবীতে তাদের থাবা বিস্তার করবে। রূপক অর্থে প্রাচীর চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়া ইসলাম ধর্ম-বিশেষ ভাবে ইউরোপের তুর্কী জাতির রাজনৈতিক ক্ষমতার পতন বা অবক্ষয় বুঝাতে পারে। তুরস্কের ক্ষমতার দুর্বলতার সাথে সাথে ইউরোপের খৃষ্টান জাতি সমূহের প্রাচ্য বিজয় সহজ করে দিয়েছিল।

ইয়া'জুজ-মা'জুজ এর পরিচয় ঃ ইয়া'জুজ এবং মা'জুজ শব্দদ্বয় মূল শব্দ 'আজজা' হতে উৎপন্ন, এর অর্থ তার পদক্ষেপ দ্রুত ছিল, সে অগ্নিশিখায় পরিণত হল। এবং এর দ্বারা নির্দেশ করে দূর প্রাচ্যের সিদিয়ার লোক অথবা যেমন কেউ কেউ বলেন, উত্তর এশিয়া ও ইউরোপে বসবাসকারী খৃষ্টান জাতি সমূহ, যারা জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ড এবং ফুটন্ত জলধারা অধিক পরিমাণে ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের সর্বপ্রকার পার্থিব উন্নতি এবং গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে। অথবা এসকল জাতির অস্থির আচরণ যেমন তারা সর্বদাই অধৈর্য অস্থির ভাবে নতুন জয়ের সন্ধানে ব্যাপৃত থাকে।

উত্তরাঞ্চলে তারা তাদের আবাসস্থল হতে দেশান্তরে চলে গেছিল এবং পৃথিবীর চতুর্দিকে স্থায়ী বসবাস স্থাপন করত এবং যুদ্ধ বাঁধলে তারা তাদের দূরবর্তী উপনিবেশগুলি হতে এসে একত্রে মিলিত হত। ইরানের উত্তর সীমান্তের রাজ্য সমূহে তারা আক্রমণ করেছিল, এসকল উপজাতীরাই সাধারণত: সিদিয়ান নামে পরিচিত ছিল। এটা এক ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা যে, অনেক পুরাতন কালে সিদিয়ানরা বড় বড় দলে রাশিয়া হতে ইউরোপের দিকে গিয়েছিল। তাদের গমন পথ ছিল ককেসাস পর্বতের উত্তরাঞ্চল।

ইউরোপে যখন একদল অবস্থান স্থির করেছিল, তখন নতুন নতুন দল পূর্ব দিক হতে আসতে আরম্ভ করল এবং তাদের

পূর্বগামীদেরকে পশ্চিম হতে আরো পশ্চিমে সরিয়ে দিল। এইরূপে ইউরোপের জাতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গত কারণে ইয়া'জুজ এবং মা'জুজরূপে অভিহিত করা হয়েছে। ইহা খুবই কৌতহলোদ্দীপক যে, এই দুই বীর প্রতীকের স্মৃতি আজ পর্যন্ত লন্ডন গিল্ড হলে দুই মূর্তির আকারে সংরক্ষিত আছে।

ইয়া'জুজ মা'জুজ সম্পর্কে বাইবেলের বর্ণনা মতে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ইহা পাশ্চাত্যের কোন খৃষ্টান শক্তির প্রতি আরোপিত বা সংশ্লিষ্ট। প্রথমত তারা বহু শক্তিশালী এবং প্রবল প্রতাপশালী ক্ষমতাবান ঃ কিন্তু তুমি উঠবে ঝঞ্ঝার ন্যায়, আসবে মেঘের ন্যায় তুমি ও তোমার সাথে তোমার সকল সৈন্যদল ও অনেক জাতি সেই দেশ আচ্ছাদন করবে (যিহিষ্কেল-৩৮:৯)। ইয়া'জুজ-মা'জুজ তাদের সংখ্যাসমূহের বালুকার তুল্য (প্রকাশিত বাক্য- ২০:৮)। তোমরা বীরগণের মাংস খাবে ও ভূপতিতদের রক্ত পান করবে (যিহিষ্কেল-৩৯:১৮,১৯)।

দ্বিতীয়তঃ পৃথিবীর উত্তরাঞ্চল এবং দীপাঞ্চল হতে তাদের আগমন দেখান হয়েছে ঃ আর তুমি আপন স্থান হতে উত্তর দিকের প্রান্ত হতে আসবে এবং অনেক জাতি তোমার সঙ্গে আসবে তারা সকলে ঘোড়ায় চড়ে আসবে (যিহিষ্কেল-৩৮:১৫)। তৃতীয়তঃ তারা পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে তারা পৃথিবীর বিস্তার দিয়ে এসে পবিত্রগণের শিবির এবং প্রিয় নগরটি ঘিরে নিল, তখন ওমান সাগর হতে অগ্নি পড়ে তাদেরকে গ্রাস করল (প্রকাশিত বাক্য- ২০:৯)।

প্রকাশ থাকে যে, ইয়া'জুজ-মা'জুজ-এর প্রকাশিত হওয়ার কথা শেষ যুগে (আখেরী যামানায়) অর্থাৎ মসীহ্ (আ.) এর দ্বিতীয় আগমনের অব্যবহিত পূর্বে। আর তুমি মেঘের ন্যায় দেশকে আচ্ছাদন করবার জন্য আমার প্রজা ইসরাঈলের বিরুদ্ধে যাত্রা করবে, উত্তর কালে এইরূপ ঘটবে, আমি তোমাকে আমার দেশের বিরুদ্ধে আনব যেন জাতিগণ আমাকে জানতে পারে (যিহিষ্কেল ৩৮:১৬)। এই আয়াত সমূহ প্রতিপন্ন করে যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী এমন জাতির প্রতি ইশারা করছে যারা সুদূর ভবিষ্যতে আত্মপ্রকাশ করবে। যে যুগে ইয়া'জুজ-মা'জুজ-এর প্রকাশ হবে সেই যুগ যুদ্ধ, ভূমিকম্প, মহামারী এবং ভয়ানক দৈবদুর্বিপাক ইত্যাদি দ্বারা চিহ্নিত।

এবং সেই দিন আমরা তাদের কতককে কতকের বিরুদ্ধে প্রচন্ড আক্রমণ করতে ছেড়ে দিব, এবং শিংগায় ফুৎকার অর্থাৎ ইয়া'জুজ-মা'জুজের প্রতাপশালী হওয়ার যুগে পৃথিবীর সকল জাতি একত্রিত হবে এবং সমস্ত বিশ্ব একদেশের ন্যায় হবে এবং বাইবেল অনুযায়ী জাতি জাতির বিরুদ্ধে লড়বে, রাজা রাজ্যের বিরুদ্ধে এবং ঈর্ষা, ঘৃণা ও অন্যায় আচরণ বা অন্যায় বিচারের প্রাচুর্য হবে। এগুলো বর্তমান যুগকেই ইশারা করছে। বিগত দুই বিশ্বযুদ্ধে পৃথিবীতে জাহান্নাম সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলার কথা ভেবে মানুষ চিন্তায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে।

যিহিষ্কেলের মতে সোভিয়েত ইউনিয়ন, হল ইয়া'জুজ-মা'জুজ (গগ) এবং পাশ্চাত্য জাতিগুলি হল মা'জুজ (ম্যাগগ)। এখন পর্যন্ত তারা জাতিসমূহের সর্বশেষ রণক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। এবং সেইদিন আমরা জাহান্নামকে কাফেরদের একেবারে সম্মুখে উপস্থিত করে দিব (১৮ঃ১০১)। ভয়ঙ্কর এবং সর্বনাশা ঐশী শাস্তি যা ইয়া'জুজ-মা'জুজের ওপর পতিত হবে।

(আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত পবিত্র কুরআনের বাংলা তফসির অবলম্বনে)

দোয়া প্রার্থী

মহান আল্লাহ্ পাকের আশেষ রহমতে এবং প্রিয় যুগ খলীফার বিশেষ দোয়ার বরকতে আবরার মাসুদ সিরাজী H.S.C পরীক্ষাই চট্টগ্রাম ক্যান্টোনমেন্ট পাবলিক কলেজ হতে GPA-5 পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। উল্লেখ্য যে, সে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত চট্টগ্রাম-এর সদস্য মরহুম মাস্‌উদুল হক সিরাজী সাহেব-এর ছেলের ঘরের নাতি এবং দিনাজপুরের মরহুম মোহাম্মদ সানাউল্লাহ সাহেবের মেয়ের ঘরের নাতি। সে যাতে, একটি ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করতে পারে এবং সু-স্বাস্থ্য, দীর্ঘজীবন ও তাকওয়াশীল হতে পারে সে জন্য পাক্ষিক আহমদী পত্রিকার মাধ্যমে সকলের কাছে দোয়ার আবেদন করছি।

দোয়া প্রার্থী
পিতা- খালিদ আহমেদ সিরাজী ও
মাতা- মালাম মামদুদা বেগম
এশিয়ান হাইওয়ে, চট্টগ্রাম।

IT ACADEMY
৩য় তলা, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর দারুত-তবলীগ কমপ্লেক্সে জামা'তের শিক্ষিত সদস্য/ সদস্যাদের কম্পিউটার শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে একটি কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার (আই.টি একাডেমি) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গত ৯ই ডিসেম্বর, ২০১১ তারিখে এটি উদ্বোধন করা হয়।

আমাদের বিশেষত্বঃ
১. দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা পরিচালিত
২. প্রত্যেকে শিক্ষার্থীর জন্য আলাদা কম্পিউটার
৩. ন্যুনতম কোর্স ফি
৪. মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের ব্যবহার
৫. সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা
৬. প্রত্যেক ক্লাশের পূর্বে লেকচার শিট প্রদান
৭. ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা
৮. কোর্স শেষে সার্টিফিকেট প্রদান

আই টি একাডেমীর নতুন কোর্স
ওয়েবপেজ ডিজাইন
(HTML, CSS, Wordpress)

আমাদের কোর্স সমূহঃ
1. MS Office with internet
2. Graphich Design
3. Web page Design
4. Hardware Maintenance and Troubleshooting

ভর্তির যোগ্যতাঃ
১. ন্যুনতম এস.এস.সি পাশ,
২. সম্পূর্ণ ফ্রি ভর্তির সুযোগ।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুনঃ
সৈয়দ খালেদ হাসান
প্রশিক্ষক, আইটি একাডেমি
মোবাইল ঃ ০১৭১২৫১২৪৬২
ই-মেইল ঃ itaamjb@gmail.com,
khaleditacademy@gmail.com

মোহাম্মদ সাইদুর রহমান
কায়েদ, মখোআ ঢাকা
ইনচার্জ, আইটি একাডেমি
মোবাইল ঃ ০১৯১১ ৫০১৮৩২

ভ্রমনেচ্ছুদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা

মৌলবি মুহাম্মদ আমীর হোসেন

আবহ্‌মান বাংলায় কতই না বৈচিত্রময় প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আমরা তার কতটুকুই বা অবলোকন করতে পেরেছি, সুন্দর এই বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে কতো মনোরম চোখ জুড়ানো হৃদয় রাঙ্গানো চিহ্নাবলী মহান আল্লাহ্ তা'লা সৃষ্টি করে রেখেছেন তা না দেখলে বিশ্বাস হতে চায় না। ভ্রমণ পিয়াসীদের জন্য এগুলো খুবই আবেগ সৃষ্টি করবে। সেই-সাথে ইচ্ছে হবে আমার এই সোনার বাংলায় চলো না ভ্রমণ করি। প্রত্যেক দেশের ভৌগলিক উপনামসমূহ রয়েছে। তেমনি বাংলাদেশের অনেকগুলো উপনাম রয়েছে। যেমন- ভাটির দেশ-বাংলাদেশ, বন্যা-খরা, ঘূর্নিঝড় প্রাকৃতিক ও জলোচ্ছাসের দেশ বাংলাদেশ, রয়েল বেঙ্গল টাইগারের দেশ বাংলাদেশ, সোনালি আঁশের দেশ বাংলাদেশ, নদীমাতৃক দেশ বাংলাদেশ, ইত্যাদি। বাংলাদেশটি দেখতে ছোট হলেও এর আয়তন কিন্তু কম নয়। একলক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশত সত্তর বর্গ কিলোমিটার (১,৪৭,৫৭০) এলাকা নিয়ে বাংলাদেশটি গঠিত। আমাদের এই দেশে মোট ৬৪টি জেলা রয়েছে এবং এই ৬৪টি জেলাকে ৭টি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। বর্তমানে খাকসার সিলেট বিভাগে কর্মরত আছি। তাই এই বিভাগ এবং এই বিভাগের চারটি জেলা সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করবো। জেলা চারটি হলো, সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ। সিলেট বিভাগের সীমা হলো, উত্তরে ভারতের আসামরাজ্য দক্ষিণে চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগ পূর্বে ভারতের আসাম রাজ্য এবং পশ্চিমে ঢাকা বিভাগ অবস্থিত। সিলেট বিভাগের আয়তন বার হাজার সাতশত সতের বর্গ কিলোমিটার। লোক সংখ্যা প্রায় ৭৫ লাখ। সিলেট জেলা সুরমা নদীর তীরে অবস্থিত ব্যবসা কেন্দ্র। চা উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্রস্থল। হযরত শাহজালাল (রহ.) এর প্রসিদ্ধ দরগাহ এখানে অবস্থিত। সিলেট জেলার হরিপুরে প্রচুর পরিমাণে প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া গিয়েছে। সম্প্রতি এখানে খনিজ তেল আবিষ্কৃত হয়েছে এবং বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উত্তোলন করা হচ্ছে। সিলেটের অপর নাম জালালাবাদ। ১৯৯০ সালে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় নির্মিত হয়। যার প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন সদরুদ্দিন আহমেদ চৌধুরী। ২০০২ সালে সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি নির্মিত হয়েছে, এছাড়া সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ ও সিলেট ক্যাডেট কলেজ রয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডও সিলেটে অবস্থিত। ছাতক সুনামগঞ্জ জেলায় অবস্থিত। সিমেন্ট কারখানা এবং কমলা-লেবুর জন্য প্রসিদ্ধ। বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান অর্থকারী ফসল হলো চা। সবচেয়ে বেশী চা উৎপাদন হয় মৌলভী বাজার জেলায়। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ২০০টির মত চা বাগান রয়েছে। বাংলাদেশের বৃহত্তম হাওড় হলো, 'হাকলুকি' যা সিলেট জেলায় অবস্থিত। মৌলভী বাজার জেলায় কুলাউড়া পাহাড় বলিশিয়া ভেলি অবস্থিত এছাড়া বাংলাদেশের একমাত্র জলপ্রপাত হলো মাধবকুন্ড। যা মৌলভী বাজারের বড় লেখা থানার পাথারিয়া পাহাড় থেকে উৎপন্ন এটি বড় লেখায় অবস্থিত এবং ২৫০ ফুট ওপর থেকে পানি নীচে পড়ে।

সিলেটে একটি রেডিও ষ্টেশন রয়েছে এবং একটি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর আছে। সিলেট বিভাগের চারটি জেলাতেই আহমদীয়াতের বীজ রোপিত হয়েছে। বিভিন্ন এলাকাতে আহমদীগণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন। অত্র এলাকাতে আহমদীদের প্রচার ও প্রসার তুলনামুলক ভাবে কম। তবে সবাই চেষ্টা করছেন এ সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যে। চা বাগান ও হাওড়-বাওড় বেষ্টিত অত্র এলাকাতে ভ্রমণের অনেক স্থান রয়েছে যা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। মহান আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জন্য কত সুন্দর জিনিস সৃষ্টি করে রেখেছেন। এ যেন মহান আল্লাহ্‌র অপরূপ লিলা-খেলা।

প্রকৃতির সবকিছুর মধ্যেই সৌন্দর্য রয়েছে। প্রকৃতির নিয়ম হচ্ছে, হয় খাপ খাওয়াতে হবে, নইলে হারিয়ে যেতে হবে। এমন পৃথিবী চাই, যেখানে প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে থাকা যায়। আমাদের বাংলাদেশটা তেমনি প্রকৃতি বান্ধব। আপনি যেখানেই ভ্রমণে যাবেন প্রকৃতি আপনাকে কাছে টানবে অথবা আপনি নিজেই প্রকৃতির কাছে হারিয়ে যাবেন। তাই সব সময় আত্মবিশ্বাস থাকা চাই। আত্ম বিশ্বাস হারালে চলবে না। আত্মবিশ্বাস হারালে দুনিয়া হারাতে হয়। অজ্ঞতা ও আত্মবিশ্বাস থাকলে জীবনে সফল হওয়া যায় না। আত্মবিশ্বাস ও ক্ষুধার সমন্বয়ে মনোযোগ সৃষ্টি হয়। সুতরাং প্রকৃতি হতে আমাদের অনেক কিছুই শেখার আছে। সময় পেলেই ভ্রমণ করা উচিত। ভ্রমণে দোয়া পড়ার ভালো সুযোগ মিলে। মনে রাখতে হবে হারিয়ে যাওয়া সময় কখনোই আর ফিরে পাওয়া যায় না। সময় আমাদের ওপর দিয়ে উড়ে যায়, কিন্তু তার ছায়া রেখে যায়। ব্যয় করার মত মানুষের হাতে সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু হচ্ছে

সময়। অতএব প্রকৃতিকে দর্শন করতে হলে, প্রকৃতি থেকে শিক্ষা নিতে হলে, প্রকৃতিকে দেখার জন্য সময় বের করতে হবে।

পবিত্র কুরআন মজীদের আলোকে জানা যায় যে, পৃথিবীতে ভ্রমণ করার কথা আল্লাহ্ তা'লা নিজেই বলেছেন। তাই প্রতি বছর কোথাও না কোথাও ভ্রমণের প্রোগ্রাম রাখা উচিত। ভ্রমণের দ্বারা ভূবনকে দেখার স্বাদ মিটবে। ভ্রমণ না করলে আল্লাহ্‌র সৃষ্টির অনেক রহস্যাবলী জানা থেকে আমরা বঞ্চিত হবো। যখনই ভ্রমণে বের হবেন আপনার মোবাইল বা ক্যামেরাটি সাথে রাখবেন হঠাৎ করে হয়তো নতুন কোন দৃশ্য আপনার মন কাড়তে পারে আর তখনই তা ক্যামেরা বন্দী করে ফেলবেন। সিলেট অঞ্চলে আসার জন্য ঢাকা সায়েদাবাদ হতে বিভিন্ন বাস রয়েছে যেমন, হানিফ, শ্যামলী, এনা, গ্রীন লাইন, যে কোন বাসে আপনারা ভ্রমণ করতে পারেন। এছাড়া ট্রেনে ভ্রমণও করতে পারেন। ট্রেনগুলি হলো কালনী, জয়ন্তিকা, পারাবত ও উপবন, এগুলো কমলাপুর রেলষ্টেশন থেকে ছেড়ে আসে। অত্র এলাকার রাস্তাগুলো ভ্রমণের জন্য খুবই উপযুক্ত। চারদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য আপনার মনকে আনন্দ দিবে।

সুধীপাঠক! আপনাদের ভ্রমণের সুবিধার জন্য এক নজরে সিলেট বিভাগের সকল দর্শনীয় স্থানের নামের তালিকাগুলো দিয়ে দিচ্ছি যাতে আপনারা ভ্রমণের সময় মনে রাখতে পারেন। সিলেট বিভাগে বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান রয়েছে। আমাদের অনেকেরই অনেক স্থান অজানা। তাই আসুন দেখে নেই সিলেট বিভাগের চারটি জেলায় অবস্থিত দর্শনীয় স্থানগুলো–

প্রথমেই রয়েছে হবিগঞ্জ জেলা ঃ বিথঙ্গল আখড়া, বানিয়াচং প্রাচী রাজ বাড়ির ধ্বংসাবশেষ, বানিয়াচং পুরানবাগ মসজিদ, সাগরদীঘি, হব্যা গোমার দারা গুটি, মাগুড়া ফার্ম, সাতছড়ি রিজার্ভ ফরেষ্ট, কালেঙ্গা রিজার্ভ ফরেষ্ট, রাবার বাগান, ফরুটস জালি, সিপাহ সালার সৈয়দ নাসির উদ্দিনের (রহ.) মাজার, লালচাঁদ চা- বাগান, দেউন্দি চা-বাগান, লস্করপুর চা-বাগান, চন্ডীছড়া চা-বাগান, চাকনাপুঞ্জি চা-বাগান, চান্দপুর চা-বাগান, মালুয়া চা-বাগান, আমু চা-বাগান, রেমা চা-বাগান দারাগাঁও চা-বাগান, শ্রীবাড়ী চা-বাগান, পারকুল চা-বাগান ও সাতছড়ি চা-বাগান।

মৌলভী বাজার জেলা ঃ বিভিন্ন চা-বাগান, মাধবকুণ্ড, মাধবকুণ্ড ইকো পার্ক, কৃষিজোড়া ইকোপার্ক, হযরত শাহ মোস্তফা (রহ.) এর মাজার, বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহি হামিদুর রহমান স্মৃতি সৌধ।

সুনামগঞ্জ জেলা ঃ টাঙ্গুয়ার হাওর, হাছানরাজা মিউজিয়াম, লাউওডের গড়, ডলুরা শহীদদের সমাধি সৌধ, টেকের ঘাট, চুনাপাথর খনি প্রকল্প, বাগবাড়ি টিলা, শেলবরষ জামে মসজিদ, মুখাইড় কালাবাড়ি মন্দির, কাহালা কালীবাড়ী, মহেষখানা কালীবাড়ি, তাহিরপুর উপজেলার উত্তর বড়দল ইউনিয়নে হলহালিয়া গ্রামে রাজা বিজয় সিংহের বাসস্থানের ধ্বংসাবশেষ।

সিলেট জেলা ঃ জাফলং, ভোলাগঞ্জ, লালাখাল, তামাবিল, হাকালুকি হাওর, ক্বীন ব্রিজ, হযরত শাহজালাল (রহ.) ও শাহ পরানের (রহ.) মাজার, মহাপ্রভূ শ্রী চৈতান্যদেবের বাড়ি, হাছন রাজার মিউজিয়াম, মালনীছড়া চা-বাগান এম এ জি ওসমানী বিমান বন্দর, পর্যটন মোটেল, জাকারিয়া সিটি, ড্রিমল্যান্ড পার্ক, আলী আমজাদের ঘড়ি, জিতু মিয়ার বাড়ি, মনিপুরী রাজবাড়ি, মনিপুরি মিউজিয়াম, শাহী ঈদগাহ ও ওসমানী শিশুপার্ক।

পরিশেষে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাই উল্লিখিত দর্শনীয় স্থানগুলো ভ্রমণ করার জন্য। আশা করি আপনাদের খুবই ভালো লাগবে স্থানগুলো দেখার পর। মহান আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে বেশী বেশী ভ্রমণ করার তৌফিক দান করুন আর আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ করে দিন, আমিন।

শোক সংবাদ

* অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামা'তের (উত্তর আহমদী পাড়ার) নিবাসী আমার নানা জনাব মোহাম্মদ ইদ্রিস, পিতা-মরহুম কফিল উদ্দিন আহমদ, মাতা-মরহুমা মেহেরুন্নেসা। গত ০৫ আগস্ট ২০১৫ইং রাত ১০.২০ মি: বার্ধক্য জনিত কারনে ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন)। আমার নানা জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ১৯৩২ সালের ৭ই জানুয়ারী। তিনি বাল্যকাল থেকেই জামা'তের প্রতি আন্তরিক ও নিবেদিত ছিলেন এবং জামা'তের অঙ্গ সংগঠনের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। তিনি খাদেম থাকা অবস্থায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামা'তের কায়েদ ছিলেন, পরবর্তীতে দীর্ঘদিন ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জামা'তের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি সরকারী কর্মকর্তা থাকা অবস্থায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে কুমিল্লায় বদলী করা হয়। কুমিল্লায় থাকা অবস্থায় কুমিল্লা জামা'তেও তিনি দীর্ঘদিন প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন। এভাবে তিনি বিভিন্নভাবে জামা'তের সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। আমার নানা অত্যন্ত সৎ সদালাপি, অতিথিপরায়ন এবং একজন মসীয়ান ও মোখলেস আহমদী ছিলেন। আমার নানা একজন সৎ ও মোখলেস আহমদী হওয়ায় প্রতিবেশীদের মধ্যে এবং কর্মস্থলে বেশ সুনাম ছিল। মত্যুর পূর্বে তিনি চার ছেলে ও পাঁচ মেয়েসহ নাতি-নাতনী এবং অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেছেন। তিনি তার বাবার চার ছেলে ও ১ মেয়ের মধ্যে সবার বড় সন্তান ছিলেন।

মহান আল্লাহ্ তার সকল নেক কাজ কবুল করুন এবং জান্নাতের সুশীতল ছায়াতলে স্থান দান করুন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের ধৈর্য্য ধারন করার শক্তি যেন আল্লাহ্ তা'লা দান করেন সে জন্য সকলের নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

মরহুমের সকল নাতী-নাতনীদের পক্ষে
জুবায়ের আহমদ

অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, মিসেস মাকসুদা রহমান, প্রাক্তন সদর, লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশ। গত ১৭/০৮/২০১৫ তারিখ বারডেম জেনারেল হাসপাতালে ICU তে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৯/০৮/২০১৫ তারিখ সন্ধ্যা ৬:১৫ মিনিটে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন)। দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি কিডনি সমস্যায় ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তিনি মরহুম মোহাম্মদ শামসুর রহমান প্রাক্তন নায়েব আমীর ২-এর সহধর্মিণী ছিলেন। মহান আল্লাহ্ তার সকল নেক কাজ কবুল করুন এবং জান্নাতের সুশীতল ছায়াতলে স্থান দান করুন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের ধৈর্য্য ধারন করার শক্তি দান করুন সে জন্য সকলের নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

মাহমুদ আহমদ
মরহুমার ছেলেমরহুমার ছেলে

জামালপুর (হবিগঞ্জ) জামা'ত প্রতিষ্ঠা ও আজিজুর রহমান চৌধুরীর কিছু কথা

মৌলবি মোজাফ্‌ফর আহমদ রাজু

আজিজুর রহমান চৌধুরী পিতা যোয়াদুল্লাহ্ চৌধুরী গ্রাম জামালপুর থানা চুনারুঘাট জেলা হবিগঞ্জ জন্ম ১১ পৌষ ১৩১৩ বাংলা মোতাবেক ১৯০৬ ইং। আজিজুর রহমান চৌধুরী সাহেব অল্প বয়সেই পিতা-মাতা হারা হন। তার ছোট চাচা শরাফত উল্লাহ্ চৌধুরী সাহেব তাকে বড় করার দায়িত্বে নিজ আশ্রয়ে গ্রহণ করেন। সাত বৎসর বয়স পর্যন্ত বাড়িতে গৃহ শিক্ষক দ্বারা ধর্মীয় শিক্ষা ও কুরআন শিক্ষা লাভ করেন। ৮ম বৎসরে তিনি পাঠশালায় ভর্তি হন এবং গ্রামের স্কুলে তিনি তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করেন। ১২ হতে ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছোট চাচার সাথে গৃহস্থালীর কাজে সহায়তা করেন। ১৫ হতে ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত চৌধুরী সাহেব শাইলগাছ মাদ্রাসায় পড়ালেখা করেন। ১৯ বৎসর বয়সে তিনি সিলেট আলীয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন ও কিছু লেখাপড়া করেন পাশাপাশি স্কুলেও পড়েন। ২০ বছর বয়সে পড়ালেখা ছেড়ে দিয়ে কোলকাতা চলে যান। পরে তিনি মুনগেড় (বিহারে) গিয়ে ইলেকট্রনিক্সের দোকান দেন। দোকানদারীও তার ভাল না লাগায় ২২ বৎসর বয়সে ইষ্ট বেঙ্গল রেলওয়ের চাকুরীতে যোগদান করেন সনটি ছিল আগষ্ট ১৯২৮ ইং। সুদীর্ঘ ৩৮ বছর রেলওয়ে চাকুরি করেন চট্টগ্রাম ষোলশহরের বাড়ীটি এলাকাতে টিটি সাহেবের বাড়ি নামে পরিচিত।

১০ এপ্রিল ১৯৩০ সালে নদীয়া শান্তিপুরে সৈয়দা খায়রুননেছাকে বিয়ে করার মাধ্যমে চৌধুরী সাহেবের বৈবাহিক জীবন শুরু হয়। তাদের ঘরে ২ ছেলে ও ৫ মেয়ে জন্মগ্রহণ করেন– তারা হলেন আব্দুল্লাহ্ চৌধুরী, আব্দুল হাদী চৌধুরী, শামসুন্নাহার, নুরুন্নাহার, আমাতুস সালাম, আমাতুর রশিদ, এবং আমাতুল্লাহ্। আল্লাহ্‌র ফজলে তাদের ঘরেও অসংখ্য সন্তান-সন্ততি যারা আহমদীয়াতের সাথে সম্পৃক্ত। কোন একদিন সৈয়দা খায়রুননেছা তার স্বামীকে বললেন, চলুন কোলকাতা শহরে আমার এক আত্মীয়ের বাসায় গিয়ে বেড়িয়ে আসি, সে মোতাবেক বেড়াতে গেলেন। তিনি ছিলেন মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব বাকুরা নিবাসী তখন তিনি ১নং উইলিং টুর স্কয়ার রোড, বাসায় থাকতেন সেখানে বাসার সাহেব একটি হল রুম ভাড়া নেয়াছিল ঐ হলরুমে আঞ্জুমানের কার্যক্রম চলত। ১৯৩৯/১৯৪০ সনের কথা সৈয়দা খায়রুননেছা বেগমের আত্মীয় সম্পর্কের দিক থেকে মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব খালু হতেন। প্রথম যেদিন চৌধুরী সাহেব স্ত্রীসহ কোলকাতায় আসেন বেড়াতে সেদিন মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব কোন কারণে কোলকাতায় ছিলেন না। চৌধুরি সাহেব বেড়াতে গিয়ে মৌলবি সাহেবের বাসায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর ছবি দেখে চৌধুরী সাহেব জিজ্ঞাসা করেন যে এই ছবিটি কার? বাসার সাথে আঞ্জুমান হওয়ায় এক আহমদী চৌধুরী সাহেবকে ছবির পরিচয় করিয়ে দেন। ছবির পরিচয় করানো মাত্রই চৌধুরী সাহেব রাগান্বিত হন এবং তৎক্ষণাত সেখান থেকে বাসায় চলে আসেন।

১৯৩৯ সালের কোন এক মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় এবং জাপানিরা বোম্বিং করতে করতে বার্মা পর্যন্ত চলে আসে এমতাবস্থায় মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব কোলকাতা শহর ছেড়ে নদিয়া শান্তিপুর গ্রামে চলে আসেন। ১৯৪১ সালে মৌলভী মোহাম্মদ সাহেবের সাথে চৌধুরী সাহেবও গ্রামে শ্বশুরালয়ে চলে আসেন। ১৯৪১ সালে মৌলভী মোহাম্মদ সাহেবের সাথে চৌধুরী সাহেবের নিকট হতে আহমদীয়াতের ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে পারেন। আজিজুর রহমান চৌধুরী সাহেব আরবী লাইনে পড়ালেখা থাকায় আহমদীয়াত জানতে একটু সময় বেশি লেগেছিল। মৌলভী সাহেবও চৌধুরী যখনই একত্র হতেন তখনই হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এর সত্যতার বিভিন্ন দিক নিয়ে কুরআন হাদীস ও ইতিহাসের আলোকে আলোচনা করতেন। আল্লাহ্ তা'লার ফজল ও করমে ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে চৌধুরী সাহেব বিস্তারিত বুঝা শুনার পর মৌলভী সাহেবের মাধ্যমে আহমদীয়াতের ভুবনে পদার্পন করেন। চৌধুরী সাহেব বয়আত গ্রহণ করে বাসায় ফিরেই তার জীবন সঙ্গিনী সৈয়দা খায়রুননেছা ও তার শ্যালক সৈয়দ মোহাম্মদ ইসহাক সাহেবকে তবলিগ করা শুরু করেন এক পর্যায়ে তারা উভয়েই ১৯৪৩ সালের মে মাসে বয়আত করে আহমদীয়া জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হন। চৌধুরী সাহেবের ডায়রী হতে জানা যায়, যেহেতু তিনি আরবী পড়ালেখা জানা মানুষ তাই তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সাহাবী হযরত মৌলভি শের আলী (রা.) এর সাথে বহু বার কুরআন ও হাদীসের আলোকে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এর সত্যতা হযরত ঈসা (আ.) এর মৃত্যুর প্রমাণ, হযরত খাতামান নাবীঈন (সা.) সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন।

১৯৪৪ সালে মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব চৌধুরী সাহেবকে বলেন, চলুন কাদিয়ান থেকে মাস খানেকের জন্য বেড়িয়ে আসি এতে জ্ঞানে সমৃদ্ধি নিয়ে আসা যাবে। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলে ছুটি পাওয়া যেত না আর আবেদনও করা যেত না তবুও পরামর্শে ছুটির জন্য আবেদন করা হলে কাদিয়ান যাওয়ার ছুটি মঞ্জুরী হয়, তখন ১ মাসের জন্য তারা উভয়ে ফ্যামিলিসহ কাদিয়ান গমন করেন এবং কাদিয়ানে ১ মাস অবস্থানকালে একটি বাসা ভাড়া নেয়া হয়। চৌধুরী সাহেব খোদ্দাম থাকায় শিক্ষা লাভের জন্য জামাতি সকল কাজে অংশ নিতে থাকেন এবং সেখানেই জামাতি কাজের বড় আগ্রহ জন্মে যায়। ১৯৪৪ সালেই এক মাসের কাদিয়ান সফর সেরে কর্মস্থল কোলকাতায় ফিরেই আবারও

ছুটি নিয়ে চৌধুরী সাহেব তখনকার সিলেট বর্তমানে হবিগঞ্জ জেলার জামালপুর গ্রামে নিজ আত্মীয়-স্বজনদেরকে এই মহান শুভ-সংবাদ বা সাত রাজার ধন লাভ করার সংবাদ জানতে ছুটে গেলেন। তিনি গ্রামে গিয়ে নিজ আত্মীয়-স্বজনদের ডেকে একত্র করলেন এবং হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এর আগমনের সংবাদ জানিয়ে তাঁর হাতে বয়আতের গুরুত্বের কথা বললেন। প্রথম সফরে কেউ বয়আত করেনি চৌধুরী সাহেবেও তাদেরকে বলেন এই মহান বিষয়টি ভালভাবে বুঝতে থাকুন আমি আবার আসব। ৮ মে ১৯৪৫ সালে চৌধুরী সাহেব ছুটি নিয়ে পুনরায় জামালপুর গেলেন এবং অনেককে তবলীগ করলেন এতে করে (১) জনাব শরাফত উল্লাহ্ চৌধুরী তার ছোট চাচা তার চাচী (২) উমর চাঁন বানু, (৩) শুরুজ আলী (পুরিয়া কেউন্দা) (৪) সফর চাঁন এই ৪ জন পবিত্রচেতা বয়আত করে আহমদীয়া জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হন। পরবর্তীতে ৮ মার্চ ১৯৪৬ সালে কর্মস্থল কোলকাতা থেকে তারা গ্রামের বাড়ি জামালপুর বেড়াতে আসেন এবং তবলীগ করলে তার তবলীগে যারা বয়আত করেন (১) জনাব মোহাম্মদ হানিফ চৌধুরী (২) জনাব মফিজ উল্লাহ্ চৌধুরী, (৩) জনাব আব্দুল গফুর (তেজপুর বানিয়াচং) এই তিনজন পবিত্রচেতা ব্যক্তিগণ বয়আত করে আহমদীয়া জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হন।

১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে দেশ বিভাগের পর স্বপরিবারে কর্মস্থল কোলকাতা থেকে চৌধুরী সাহেব নিজ গ্রাম জামালপুর (হবিগঞ্জে) চলে আসেন, যেহেতু কোলকাতা ভারতের অধীন। ১৯৪৮ সালে চৌধুরী সাহেব চাকুরি কোথায় করবেন সে ব্যাপারে অপশন দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের কথা অপশন পেপারে লিখেন। পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে চাকুরি করা অবস্থায় নিজ গ্রাম জামালপুরে ঘনঘন যাতায়ত করতেন এবং ঐ অঞ্চলে তিনি তবলীগের কাজ করতেন। ১৯৪৬ সালের জানুয়ারী মাসে চৌধুরী সাহেবের লাগাতার তবলিগ ও বয়আতের কারণে এলাকার মৌলভিদের দ্বারা মোখালেফাত হয় এবং যারা আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিল সেই সমস্ত আহমদীদের বাড়ি ঘর ঘেরাও করা হয়। ঐ সময় চৌধুরী সাহেব কেন্দ্রের পরামর্শে লিখিত অভিযোগ ডিসি, এসপি, এসডিও ও ওসি চুনারুঘাটকে কপি প্রদান করেন। পরবর্তীতে সেই সময়ের চুনারুঘাটের থানার ওসি সাহেব এসে মৌলভিদের ডেকে বসেন এবং তাদেরকে ধমক প্রদান করেন এবং আর কখনো মোখালেফাত করবে না শর্তে মুচলেকা গ্রহণ করে এলাকাকে শান্ত করেন। শেষ যুগে আগমনকারী হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দাবিদার মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) এর সঙ্গে আল্লাহ্ তা'লার ওয়াদা সারা দুনিয়াতে তোমার মান্যকারীদের পবিত্র জামা'ত প্রতিষ্ঠিত করা হবে। ১৯৪৫ সালে জামালপুর হবিগঞ্জ জামা'ত প্রতিষ্ঠা লাভ করে। জামালপুর জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট জনাব আজিজুর রহমান চৌধুরী ১৯৪৫-১৯৫৫ জামাতি কার্যক্রম ও জুমুআর নামায বিভিন্ন জনের বাসা বাড়িতে আদায় করা হত। ১৯৫০ সালে আজিজুর রহমান সাহেব নিজ পক্ষ হতে জামা'তের নামে ৭ শতক জমিন রেজিষ্ট্রি করে মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগ নেন। প্রথমে বাঁশ, কাঠ দিয়ে টিনের মসজিদ নির্মাণ করা হয়, টিন ক্রয় বাবদ ১৬০/- টাকা জনাব শরাফত উল্লাহ্ নিজ পক্ষ হতে প্রদান করেন। জনাব শরাফত উল্লাহ্ চৌধুরী সাহেবের সন্তান সন্ততি ও অসংখ্য ব্যাক্তি যারা আল্লাহ্‌র ফজলে আহমদীয়াতের জগতে বিচরণশীল, আল্লাহ্ তাদের সকলকে ভাল রাখুন এবং জামা'তের উত্তম সেবক হিসেবে গ্রহণ করুন।

১৯৫৬ সালে আজিজুর রহমান চৌধুরী স্বপরিবারে চট্টগ্রাম চলে আসেন এবং ষোলশহর এলাকায় চশমা পাহাড়ে ৯১ শতক জমিন ক্রয় করে বাড়ী করেন। ষোলশহরেও চৌধুরী সাহেব জামা'তের জন্য ৩ গন্ডা জমি ওয়াকফ করেন। আল্লাহ্‌র ফজলে সে জমিনেও একটি মসজিদ জামা'তের পক্ষ থেকে নির্মাণ করা হয় এবং ২০০৯ সালের মার্চ মাসে সম্মানিত হুযূর (আই.) এর প্রতিনিধি মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেব নব নির্মিত মসজিদ উদ্বোধন করেন। আজিজুর রহমান চৌধুরী, তিনি ওসীয়্যতকারী ছিলেন যার নম্বর ৮৯৮। তার সহধর্মিণীও ওসীয়্যতকারী ছিলেন নাম্বার ৯৪৪৪ তাদের উভয়ের নামের কদবা কাদিয়ানের বেহেশ্‌তী মাক্‌বেরায় লাগানো আছে। আজিজুর রহমান চৌধুরী অত্যন্ত তবলিগ প্রিয় জামা'তি মানুষ ছিলেন, রেলের টিটি থাকায় রেল কোন ষ্টেশনে গিয়ে দাঁড়ালে তিনি যদি জানতে পারতেন যে এখানে আহমদী আছে ততক্ষণাৎ নেমে তাদের বাড়িতে চলে যেতেন এবং তবলিগ ও তরবিয়ত করতেন আর এ কাজ সে ট্রেনটি ফিরে না আসা পর্যন্ত করতেন। ট্রেনে টিকেট অন্য টিটিগণ চেক করত বা টাকা আদায় করে পকেটে উঠাতেন। তিনি সে টাকার ধারধারতেন না। মহান আল্লাহ্ তার মকামকে উচ্চ করুন আর তার ছেলেমেয়েদেরকে তাঁর রহমতের ছায়ায় আশ্রয় দিয়ে জামা'তের নেক কর্মীতে পরিণত করুন, আমীন।

কৃতী ছাত্রী

আমাদের দ্বিতীয় কন্যা ***মুনতাহা ফারিন*** গত ১লা এপ্রিলে অনুষ্ঠিতব্য এইচ, এস, সি পরীক্ষায় Holy cross College থেকে Golden GPA-5 পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। সে তেজগাঁও জামা'তের সাবেক প্রেসিডেন্ট জনাব ডা. এম, এ, রশীদ সাহেব-এর নাতনী এবং সাংবাদিক মরহুম সৈয়দ আব্দুল কাহ্‌হার-এর দৌহিত্রী। তার সুস্বাস্থ ও দীর্ঘায়ুসহ আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উন্নতির জন্য সকল ভ্রাতা-ভগ্নির নিকট মহান আল্লাহ্ তা'লার সমীপে বিশেষ দোয়ার জন্য বিনীত আবেদন জানাচ্ছি।

মোহাম্মদ আবদুস সালাম ও
সৈয়দা ফারহানা আহমদ
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত তেজগাঁও

* আমাদের প্রথম কন্যা ***মুনায়যা বাতুল অহনা*** গত ১লা এপ্রিলে অনুষ্ঠিতব্য এইচ, এস, সি পরীক্ষায় Holy cross College থেকে Golden GPA-5 পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। সে খালিসপুর খুলনা নিবাসী মরহুম জনাব আলাউদ্দিন আহমদ সাহেবের নাতনী এবং তেজগাঁও জামা'তের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডা: এম, এ রশিদ সাহেবের দৌহিত্রী। তার সুস্বাস্থ ও দীর্ঘায়ুসহ আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উন্নতির জন্য সকল ভ্রাতা-ভগ্নির নিকট মহান আল্লাহ্ তা'লার সমীপে বিশেষ দোয়ার জন্য বিনীত আবেদন জানাচ্ছি।

কর্নেল (অবঃ) নাছের আহমদ ও
নিগার সুলতানা পারভীন
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত তেজগাঁও

মিথ্যার ক্ষতি সবচাইতে বড় ক্ষতি

মৌলবি মোহাম্মদ লুৎফর রহমান

বহু দিন আগের কথা। বাগদাদ শহরে বাস করতো এক লোক। তার নাম আমির হোসেন। সে বিয়ে করেছে তার একটা সন্তানও হয়েছে। ছোট একটা দোকান দিয়ে সংসার চালাচ্ছে। তবে সুখী সংসার আমির হোসেনের। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এত মিল যে কোন দিন জগড়া-ফাসাদ হয় নি। তাদের দু'জনের মধ্যে বহুত মায়া-মহব্বত। হঠাৎ আমির হোসেনের স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ে। দিন দিন শরীর খারাপ হচ্ছে। এ অবস্থায় আমির হোসেন তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলো- তোমার কি হয়েছে? দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছ। বলো তুমি কি খেতে পারবে? তোমার মনে কি চায়? কি করলে তোমার ভাল লাগবে। স্ত্রী বলে, না আমার মনে কোন কিছুই চায় না। তবে মনে হয়, আনার খেলে ভাল লাগবে। কথা শুনেই আমির হোসেন বেরিয়ে পড়লো আনারের খোঁজে। কিন্তু কোথায়ও আনার পাওয়া যাচ্ছে না। গেল শহরের সবচেয়ে বড় ফলের দোকানে। সেখানেও পাওয়া গেল না। এরপর গেল ফলের বাগানে। সেখানেও আনার গাছগুলো ফাঁকা। বাগান মালিককে জিজ্ঞেস করলো, আনার কোথায় পাওয়া যাবে? বাগানি বললো, ভাইলো এখন আনারের সময় নয়। বাগদাদ শহরের কোথায়ও আনার পাওয়া যাবে না। তবে বার্লিন শহরে খুব বড় একটি বাগান আছে। সেখানে খোঁজ করে দেখতে পারেন। পেলে পেতেও পারেন। একথা শুনে আমির হোসেন ছোটে বার্লিন শহরের উদ্দেশ্যে। সেখানে গিয়ে খোঁজ করে বের করলো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বাগান। বাগান মালিকের কাছে গিয়ে বললো, ভাইলো আপনার বাগানে কি আনার আনার পাওয়া যাবে? বাগানের মালিক বললো, না ভাই, এখনও আনারের সময় হয়নি। তারপরও চলেন বাগানে গিয়ে দেখি পাওয়া যায় কি না। বাগানে গিয়ে তারা খুঁজতে থাকে আনার। খুঁজতে খুঁজতে দেখে একটি গাছে তিনটি আনার আছে দেখেই খুশিতে টগবগ আমির হোসেন। তিনটি আনারই বেশি দামে কিনে ফেলল। বাড়ি এসে স্ত্রীর হাতে আনারগুলো দিয়ে বললো; এগুলো খেয়ে ফেল। স্ত্রী বললো, এখন না, রেখে দেন পরে খাবো। আমির হোসেন নিজ হাতে আনারগুলো রেখে দোকানে চলে গেল। মন দিয়ে ব্যবসা করছে। হঠাৎ দেখে এক লোক দোকানের সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে। তার হাতে একটি আনার। দেখেই চমকে ওঠে, এদেশে তো আনার পাওয়া যায় না, সে কোথায় পেলো। লোকটিকে ডাকলো আমির হোসেন। জিজ্ঞেস করলো, কি ব্যাপার আনার কোথায় পেলেন? লোকটি বললো, আমাকে এক মেয়ে লোক ভালবাসে, সে আমাকে দিয়েছে। কথা শোনা মাত্রই আমির হোসেনের মা যা গরম হয়ে যায়। সাথে সাথে দোকান বন্ধ করে বাড়ি গেল। স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলো, আনার খেয়েছ? স্ত্রী বললো, না, আনার খাই নি। আমির হোসেন জিজ্ঞেস করলো, আনারগুরো কোথায়? স্ত্রী বললো, যেখানে রেখেছেন সেখানেই আছে একটি নেই। আমির হোসেন গিয়ে দেখে দুটি আছে একটি নেই। আবার আমির হোসেন স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলো– এখানে দুটি আছে আরেকটি কি করেছ? স্ত্রী বললো আমি কিছুই করি নি। আমির হোসেন বলেন সত্যি কথা বল না হয় অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। এ সময় স্ত্রী আবার বললো, আকি কিছুই করি নি। এমনিতেই দোকানের সামানে লোকের হাতে আনার দেখে রেগে অস্থির ছিলো– এখন আবার স্ত্রীর মুখে একথা শুনে আরও রেগে যায়, আমির হোসেন একটি তলোয়ার দিয়ে কুপিয়ে স্ত্রীকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেললো। তারপর টুকরা গুলোকে বাক্সে ভরে নদীতে ফেলে দিল। বাড়ি এসে ঘরের রক্ত পরিষ্কার করছে। এ সময় তার ছেলে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি এসেছে। ছেলেকে কাঁদতে দেখে জিজ্ঞেস করছে, বাবা কাঁদছিস কেন? ছেলে বলে বাবা আমার হাতে একটা আনার ছিলো। এক লোক আমার হাত থেকে আনারটি জোরে করে কেড়ে নিয়ে গেছে। আমি বলেছি, আমার বাবা অনেক কষ্ট করে, অনেক সংগ্রাম করে আনার যোগার করেছে। সে আমার কথা শোনে নি। আনারটি নিয়ে গেছে। একথা শুনেই আমির হোসেন ছেলেকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে। এখন কি উপায় হবে। রাগের মাথায় আমি এ কি কাজ করলাম। আমার আদরের স্ত্রীকে টুকরা করে ফেললাম! একেবারে অস্থির হয়ে পড়ে আমির হোসেন। এ সময় তার শ্বশুর আসে। এ অবস্থা দেখে তিনিও কাঁদতে থাকেন। এরপর আমির হোসেনকে বলেন বাবা চুপ করো। কান্নাকাটি করলে কোনো লাভ হবে না যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। এখন গোপন করার চেষ্টা করো। চুপ হয়ে গেল আমির হোসেন। ওদিকে বাগদাদ শহরের বাদশা হারুনুর রশিদ প্রায় রাতেই ছদ্মবেশে বের হন প্রজাদের পরিস্থিতি নিজ চোখে দেখার জন্য। সে রাতেও বাদশা হারুনুর রশিদ বের হলেন। তার সন্দেহ ছিল। উজির হঠাৎ দেখতে পান এক লোক আসছে জাল হাতে নিয়ে। বাদশাহ্‌র সামনে আসতেই জিজ্ঞেস করেন কে তুমি? এত রাতে কোথা থেকে এসেছ? লোকটি বললো, আমি একজন গরিব মানুষ। মাছ ধরে বিক্রি করে ছেলে মেয়েদের নিয়ে সংসার চালাই। আজ সন্ধ্যা থেকে এত রাত পর্যন্ত একটা মাছও পাই নি।

আজ পরিবারের সবাইকে নিয়ে অনাহারে থাকতে হবে। বাদশা হারুনুর রশিদ জিজ্ঞাস করলেন–তোমার দৈনিক কত টাকা লাগে? জেলে বললো, প্রতিদিন মাছ বিক্রি করে যে টাকা পাই তা দিয়েই সংসার চালাই। এবার বাদশা তাকে বললেন, তুমি আবার চলো নদীতে। একবার জাল ফেলার জন্য আমি তোমাকে ১০০ টাকা দেবো। মাছ আসুক আর নাই আসুক। কিংবা যা-ই আসুক তোমাকে ১০০ টাকা দেবো। বাদশার কথা শুনে জেলে আবার নদীতে যায়। আবার নদীতে জাল ফেলে। এবার জাল ওঠাতে খুব কষ্ট হয় তার। জাল কি যেন আটকা পড়েছে। অনেক কৌশল করে জাল ওঠানো হলো। জাল ওঠানোর পর দেখা গেল একটি কাঠের বাক্স। বাদশা জেলেকে টাকা দিয়ে বিদায় দিলেন। উজিরকে নির্দেশ দিলেন বাক্সটি নিয়ে বাড়ি চলো। বাড়ি নিয়ে বাক্স খুলে দেখেন মানুষের টুকরা। বাদশাহ্ উজিরকে বললেন, এটা কি উজির? আমার রাজ্যের মধ্যে মানুষ খুন হবে আর উজিরের খবর থাকবে না, এটা কিছুতেই হতে পারে না। আজ থেকে তিন দিনের মধ্যে প্রকৃত খুনিকে বের করে আনতে হবে। অন্যথায় তোমাকে স্বপরিবারে ফাঁসি দেয়া হবে। রাজার নির্দেশ শুনে উজির অস্থির হয়ে গেলেন। কিভাবে এ খুনের রহস্য উদ্ঘাটন করবেন তা নিয়ে চিন্তিত। দেশের যত আইন শৃঙ্খলা বাহিনী, গোয়েন্দা সংস্থা, সরকারী বেসরকারী কর্মকর্তাদের হুকুম দিলেন তিন দিনের মধ্যে এর রহস্য ও খুনিকে বের করতে হবে। সবাই

মিলে রাজ্যের আনাচে-কানাচে করতে লাগলো কিন্তু কোন রহস্য পাওয়া গেল না।

রাজ্যের সবাই অস্থির হয়ে গেল। ওদিকে আমির হোসেন তার শ্বশুড় তিনদিন পর্যন্ত রাজ্যের কোন খোঁজ-খবর রাখেনি। বাইরে কি হচ্ছে না হচ্ছে তারা কেউ জানে না। তিন দিন পর খবর পেল দেশের উজিরকে কাল স্বপরিবারে ফাঁসি দেয়া হবে। কারণ, নদীতে টুকরা টুকরা করা লাশ পাওয়া গেছে। এর খুনিকে বের করতে না পারায় উজিরকে বাদশাহ শাস্তি দেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। একথা শুনে আমি হোসেন বললো, আমি উজিরকে বাঁচাব। একজন নিরপরাধ ব্যক্তি ফাঁসিতে ঝুলে মৃত্যুবরণ করবেন এটা আমি চাই না। শ্বশুড় বলে, তুমি গেলে বাচ্চাদের বাঁচানো যাবে না। তার চেয়ে বরং আমি যাবো। এ নিয়ে দু'জনের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক চলে। হঠাৎ আমির হোসেন ছুটে যায় ময়দানে সেখানে উজিরের মৃত্যুদন্ডের জন্য অপক্ষো করছে জল্লাদ। এ সময় আমির হোসেন চিৎকার করে বলে ওঠে, আমিই সেই খুন করেছি। আমিই খুনি। ওদিকে শ্বশুড় দৌড়ে গিয়ে বলে, সে নয়, আমি খুন কছি। এ অবস্থায় বাদশাহ দন্ডাদেশ স্থগিত করেন। আবার বিচার শুরু হলো বাদশাহের দরবারে। আমির হোসেনকে বললেন, সত্য কথা বলো। তখন সে পুরো ঘটনা খুলে বললো। সব শুনে বাদশাহ সেই আনার নিয়ে খাওয়া লোকটিকে তিনদিনের মধ্যে খুঁজে বের করতে উজিরকে নির্দেশ দিলেন। অন্যথায় আবার তাকে স্বপরিবারে জল্লাদের হাওলা করে দেয়া হবে। উজির আবারও মহা বিপদে পড়লেন। সমস্ত রাজ্যে গোয়েন্দা লাগিয়ে ঐ ব্যক্তিকে খুঁজতে লাগলেন। কোথাও পাওয়া গেল না তাকে। এ চিন্তায় উজির খাওয়া দাওয়া বন্ধ করেছেন। বাড়ির আঙ্গিনায় বসে উজির ভাবছেন, আজই আমার শেষ দিন। কাল সকালেই স্বপরিবারে ফাঁসিতে মরতে হবে।

এ সময় উজিরের চার বছরের মেয়ে এসে বলে বাবা, তুমি খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছ কেন, কি হয়েছে তোমার? উজির মেয়েকে কাছে টেনে কোলে তুলে নিয়ে আদর করতে লাগলেন। মনে মনে চিন্তাও করতে লাগলেন, আমার জন্য কাল এই অবুঝ, নিস্পাপ মেয়েটিকেও ফাঁসিতে মরতে হবে। আমি পিতা হয়ে তা কিভাবে সহ্য করবো। তাই উজিরের চোখ থেকে অনবরত পানি পড়তে লাগলো। এমতাবস্থায় হঠাৎ মেয়েটির পকেটে হাত লাগতেই দেখেন পকেটে কি যেন একটা রয়েছে। জিজ্ঞেস করলেন, তোমার পকেটে কি মা? মেয়ে বলে, একটি আনার। কে দিয়েছে? বললো, আমাকে হাবসি এনে দিয়েছে। কোথায় সেই হাবসি। এরপর হাবসিকে নিয়ে রাজ দরবারে হাজির হল উজির। প্রকৃত অপরাধি প্রমাণিত হলো ওই হাবসি। কারণ, মিথ্যা বলা বড় অপরাধ। হাবসি সেই মিথ্যাই বলেছিলো। আমির হোসেনকে বলেছিলো। এক মহিলা তাকে আনার দিয়েছে। এত কষ্ট করে আনা আনার দিয়ে দেয়ায় আমির হোসেন ক্ষুব্ধ হয়েছিলো। এজন্য প্রাণ দিতে হয়েছে তার প্রিয়তমা স্ত্রীকে। এর জন্য দায়ী হাবসীই।

অর্থের ক্ষতি সময়ের ক্ষতি, স্বাস্থ্যের ক্ষতি অনেক বড় ক্ষতি। কিন্তু মিথ্যার ক্ষতি সবচাইতে বড় ক্ষতি।

পবিত্র রমযানে তাহরীকে জাদীদে ও ওয়াকফে জাদীদের সম্পূর্ণ চাঁদা পরিশোধকারীদের জন্য হুযূর (আই.)-এর বিশেষ দোয়া

গত ০২/০৮/২০১৫ তরিখের পত্রের মারফতে এডিশনাল উকিলুল মাল লন্ডন লিখেন মোকাররম ও মোহতরম আমীর সাহেব, জামাতে আহমদীয়া বাংলাদেশ।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

জামাতের যে সকল সদস্যবৃন্দ ৩০ রমযানের মধ্যে তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদের সম্পূর্ণ ওয়াদা আদায় করেছেন, আপনি তাদের নামের তালিকা দোয়ার জন্য হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর খেদমতে পাঠিয়েছিলেন। আপনার প্রেরিত তালিকা হুযূর আনোয়ার (আই:)দেখেছেন এবং পরিশোধকারীদের জন্য দোয়া করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা জামা'তের এসব সদস্যদেরকে অগনিত কল্যাণ দান করুন এবং তাঁর নিজ ফজল ও আশিসে ভূষিত করুন । তাদের সম্পদ ও সন্তান সন্ততিতে অনেক বরকত দান করুন, আমীন।

এডিশনাল উকিলুল মাল, লন্ডন

তাহরীকে জাদীদের সম্পূর্ণ চাঁদা ২০ অক্টোবরের মধ্যে আদায় প্রসঙ্গে

তাহরীকে জাদীদের অর্থ বছর শেষ হতে আর মাত্র দুই মাস বাকী আছে, যে সকল জামা'তের সদস্য/সদস্যাদের ওয়াদা ও আদায় এখনও বাকী আছে, তাদেরকে আগামী ২০ অক্টোবর ২০১৫ তারিখের মধ্যে সম্পূর্ণ চাঁদা আদায়ে করে তালিকা কেন্দ্রে প্রেরণ করার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

খেলাফতের নির্দেশনা অনুযায়ী জামা'তের প্রত্যেক সদস্য/সদস্যা (নবজাতক থেকে বয়বৃদ্ধ) যেন এ নেক তাহরীকে অংশ নেন তার জন্য আপনাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। এমনকি মৃত ব্যক্তিদের নামেও এ চাঁদা জারি রেখে তার উত্তরসূরীগণ নেকী হাসিল করতে পারেন। সেজন্য এর উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা সম্পর্কে জামাতের সকলকে অবহিত করতে হবে। যাতে সকলে এর গুরুত্ব অনুধাবন করে চাঁদা দিতে উৎসাহিত হয়। এছাড়া পূর্বে কোন ব্যক্তি যে হারে চাঁদা দিয়েছেন যেন তার চেয়ে কিছু হলেও বেশি চাঁদা আদায় করেন সেদিকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। কারণ মু'মিনে কদম কখনও পিছে অগ্রসর হয় না।

তাহরীকে জাদীদে অংশগ্রহণ সম্পকে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমি মনে করি প্রত্যেক এমন ব্যক্তি (আহমদী) যার মধ্যে বিন্দু পরিমাণ ঈমান রয়েছে সে আমার এ তাহরীকের দিকে অগ্রসর হবে। আর ঐ ব্যক্তি যে খোদা তা'লার প্রতিনিধির আহ্বানে সাড়া দেয় না তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। (খুতবা জুমুআ ৯ই নভেম্বর, ১৯৩৪)। তিনি (রা.) আরও বলেন, কোন জামাতকে ঐ বিষয়ের ওপর প্রশান্তি লাভ করা উচিত নয় যে, তারা তাহরীকে জাদীদে অংশগ্রহণ করেছে, বরং তাকে (জামাতের) ঐ সময় পর্যন্ত প্রশান্তির নিশ্বাস নেওয়া উচিত নয়, যে পর্যন্ত না তাদের জামাতের সকল সদস্য এতে অংশগ্রহণ করে। (খুতবা জুমুআ, ১৫ জানুয়ারী, ১৯৩৭)।

এবারের পর্যালোচনা সভায় মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব হুযূর (আই.)-এর দেওয়া টার্গেট পূরণ করার জন্য জামাতের সকল কর্মকর্তাদের সহযোগিতা করার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেছেন। ১টাকা হলেও প্রত্রেক নওমবাঈনকে যাতে এ তাহরীকে অংশগ্রহন করানো যায় সে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন। সুতরাং শতভাগ সদস্য/সদস্যা যাতে আগামী ২০ অক্টোবরের মধ্যে তাদের ওয়াদা আদায় করেন তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকলের সহযোগিতা বিশেষভাবে কামনা করছি।

সেক্রেটারী তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদ, বাংলাদেশ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের শতবর্ষের সালানা জলসার ইতিহাস

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

(৫ম কিস্তি)

১৯৩৮

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ১৯৩৮ সালের ২২তম সালানা জলসার ব্যবস্থাপনার একটি কমিটি গঠন করা হয়। তখন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন ছিল নিম্নরূপ ঃ–

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আহমদীয়ার কনফারেন্সের কার্য-নির্বাহক কমিটি

২৬ আগষ্ট ১৯৩৮ তারিখ ব্রাহ্মণবাড়িয়াস্থ মসজিদুল-মাহদীতে জুম্মার নামাযের পর ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার অন্তর্গত আঞ্জুমানে আহমদীয়াসমূহের প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারী সাহেবগণের এক সভা হয়। এ সভায় বার্ষিক কনফারেন্স ('জলসা') সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত হয় এবং এর কার্য নির্বাহের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নিয়ে এক কমিটি গঠিত হয়।

১। মৌলবি গোলাম সামদানী খাদেম, আমীর ব্রাহ্মণবাড়িয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়া, প্রেসিডেন্ট, ২। মৌলবি আউসাফ আলী উকিল, সেক্রেটারী, আহমদী পাড়া, ৩। মৌলবি মীর আব্দুর রাজ্জাক, সদস্য, মৌড়াইল, ৪। মৌলবি সৈয়দ সাঈদ আহমদ, সদস্য, মৌলবি পাড়া, ৫। মুন্‌সী আব্দুল করীম, সদস্য, আহমদী পাড়া, ৬। মৌলবি মিঞা চান, সদস্য, ৭। মৌলবি হাফিজ উদ্দিন, সদস্য, ৮। মৌলবি আব্দুল গনি, সদস্য, ৯। মৌলবি আবেদ আলী, সদস্য, ১০। মৌলবি আব্দুল বারী, সদস্য, সওদাগরপাড়া, ১১। মৌলবি আজিজউদ্দীন আহমদ সদস্য, ভাদুঘর, ১২। মুনসী মকররম আলী সদস্য, নিত্যানগর, ১৩। মুনসী আব্দুল কবীর, সদস্য, নাটাই, ১৪। মুনসী ইসহাক লস্কর, সদস্য, ঘাটুরা, ১৫। মৌলবি আহমদ আলী সদস্য, তারুয়া, ১৬। মুনসী আফসারউদ্দীন ভূঞা, সদস্য, ক্রোড়া। (পাক্ষিক আহমদী, ৩১ আগষ্ট ১৯৩৮)।

অতঃপর আলোচ্য কমিটি কর্তৃক কর্মসূচি তৈরী করা হয়। এটা ছিল নিম্নরূপ ঃ–

নিখিল বঙ্গীয় আহমদীয়া কন্‌ফারেন্স দ্বাবিংশ বার্ষিক অধিবেশন

প্রোগ্রাম, ৬ অক্টোবর, ১৯৩৮, বৃহস্পতিবার

১ম অধিবেশন, পূর্বাহ্ন, ১০-৩০ হতে ১-৩০

কুরআন শরীফ পাঠ, উর্দু কবিতা, বাংলা কবিতা, সভাপতির অভিভাষণ[], কয়েকটি বিচিত্র ধর্মবিশ্বাস–মৌলবি আবুল হোসেন সাহেব, খুদ্দামুল আহমদীয়া সমিতি–মৌলবি সৈয়দ সাঈদ আহমদ সাহেব, 'তাক্‌ওয়া' লাভই সাধনার চরম উদ্দেশ্য–মৌলানা জিল্লুর রহমান সাহেব, আহমদীয়া মিশনারী।

নামায–যোহর ও আসর একত্রে ২য় অধিবেশন, অপরাহ্ন, ২-৩০ হতে ৫-৩০

কুরআন শরীফ পাঠ, কবিতা পাঠ, জগতে আহমদীয়া জামা'তের বিস্তার–মৌলবি আব্দুর রহমান সাহেব, বি-এ, বি-এল, ইসলামের কয়েকটি বিশেষ শিক্ষা এবং বর্তমান জগত সমস্যায় এর গুরুত্ব– মৌলবি মোহাম্মদ ইয়ার আরেফ সাহেব ভূতপূর্ব লন্ডন মিশনারী, তাহরীকে জাদীদ–মৌলবি গোলাম সামদানী খাদেম সাহেব, বি-এ, বি-এল। খেলাফত জুবিলী– আলহাজ্জ খাঁন সাহেব মৌলবি মোবারক আলী সাহেব, বি-এ বিটি; ভূতপূর্ব লন্ডন ও বার্লিনস্থ আহমদীয়া মিশনারী।

৭ অক্টোবর, ১৯৩৮ শুক্রবার ১ম অধিবেশন পূর্বাহ্ন ১০–৩০ হতে ১-৩০

কুরআন শরীফ পাঠ, কবিতা পাঠ, 'খেলাফত সানীয়ার' মহান প্রসাদ–মৌলবি মোজাফফরউদ্দিন চৌধুরী সাহেব বি-এ, আহমদীয়া মিশনারী। 'হে ভারত আনন্দিত হও! প্রভু তোমার কান্না শুনিয়াছেন' মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব, বি-এ, হযরত রসূল করীম (সা.) খাতামুনা নাবিয়ীন', সুতরাং তাঁর পর নবীর আগমন অনিবায–মৌলবি মোহাম্মদ আব্দুল হাফিজ সাহেব। খেলাফত জুবিলী–মৌলবি বদরউদ্দিন আহমদ সাহেব, বি-এ, বি-এল,

নামায জুমুআ ও আসর একত্রে ২য় অধিবেশন অপরাহ্ন, ৩-০০– হতে ৫-৩০

কুরআন শরীফ পাঠ, সাম্প্রদায়িক সমস্যার মীমাংসা কোথায়? মৌলবি দৌলত আহমদ খাঁন খাদেম সাহেব, বি-এ, বি-এল, ইসলামের বিজয় রহস্য–মৌলবি জিল্লুর রহমান সাহেব, আহমদীয়া মিশনারী, খেলাফত জুবিলী–মৌলবি, এ,কে, এম, খলিলুর রহমান খাদিম সাহেব, বি-এ, বি-সি-এস / প্রাদেশিক আমীর মহোদয়ের 'খেতাব ও দোয়া'।

মহিলা অধিবেশন ৮ অক্টোবর, ১৯৩৮, শনিবার অপরাহ্ন ১-৩০ হতে ৫-৩০

কুরআন শরীফ পাঠ, কবিতা পাঠ, প্রবন্ধ পাঠ, পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে ইসলামের শিক্ষা–মৌলানা জিল্লুর রহমান সাহেব, আহমদীয়া মিশনারী, তাহরীকে জাদীদে নারীর কর্তব্য–মৌলবি গোলাম সামদানী খাদেম সাহেব, বি-এ, বি-এল, ইসলামে আদর্শ নারী

জীবন–মৌলবি মোহাম্মদ ইয়ার আরেফ সাহেব, ভূতপূর্ব লন্ডন মিশনারী। খেলাফত জুবিলী–খাঁন সাহেব মৌলবি মোবারক আলী সাহেব আমীর সাহেবের 'খেতাব ও দোয়া'।

জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়

(পাক্ষিক আহমদী ১৫ আগষ্ট ১৯৩৮)

কর্মসূচি অনুসারে অনুষ্ঠিত এ জলসায় সর্বপ্রথম জামা'তের গগনভেদী পতাকা উত্তোলন করা হয়। বাংলার আকাশে আহমদীয়াতের পতাকা পত্ পত্ করে উড়ে। ফলে উপস্থিত আহমদীদের প্রাণে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। মানুষের মন জয়ে বিশ্ব বিজয়ের আশা-আকাঙ্খার উচ্ছাস বৃদ্ধি পায়। সকলের মন পুলকিত হয়। এ জলসায় চাঁদা বাবদ আয় হয় ১০৭/- টাকা এবং ব্যয় হয় ১৭৭/- টাকা। সফল ও সার্থক জলসা সমাপ্তির পর প্রকাশিত প্রতিবেদনটি ছিল ঃ–

নিখিল বঙ্গীয় আহমদীয়া কনফারেন্স

আল্লাহ্ তা'লার অপার ফজল ও রহমক্রমে নিখিল বঙ্গীয় আহমদীয়া কনফারেন্সের দ্বাবিংশ বার্ষিক অধিবেশন ৬, ৭ ও ৮ অক্টোবর ১৯৩৮ তারিখ মহাসমারোহে ব্রাহ্মণবাড়িয়া 'মসজিদুল মাহ্দী' প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আল্লাহ্‌র ফজলে প্রত্যেক বছরের ন্যায় এবারের জলসারও সফলতার দিক দিয়ে বিশেষত্ব আছে। এই বিশেষত্বটুকু এই যে, প্রত্যেক বছরই আল্লাহ্ তা'লা পূর্ব বছরাপেক্ষা সফলতা ও অভিনব কৃতকার্যতা প্রদান করেন। এবার এটা যেভাবে সমাধা হয়েছে, একে আমরা সম্পূর্ণ নূতন জিনিষ বলতে পারি। খোদা তা'লা নূতন "শান" প্রকাশ করেছেন। "কুল্ল ইয়াওমিন-হুয়া-ফি শান।

প্রথমতঃ, এবার সর্বপ্রথম বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার গগনভেদী পতাকা উড্ডীন করা হয়। তারপর মসজিদ প্রাঙ্গনস্থ একটি গৃহ স্থানান্তরিত করায় এবার জলসাগাহ সুপ্রশস্ত ও সুদৃশ্যমান হয়েছে। বক্তাগণ যে সকল বক্তৃতা করেন, এতে এবং শ্রোতাগণের মনোযোগিতা ও সকল কর্মীগণেরই ক্রিয়ায় দেদীপ্যমান বর্দ্ধিত উৎসাহ, আবেগ, একাগ্রতা ও কুশলতা প্রকাশ পেয়েছে। এবারের জলসায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) প্রণীত দুখানি পুস্তকের প্রথম বাংলা অনুবাদ বিক্রয় হয়েছে। বন্ধুগণ উৎসাহ ও ভক্তিভরে ক্রয় করেছেন। আশা করি, এতে এই স্বর্গীয় জ্যোতি: অনেক দূরব্যাপী সুপ্রশস্ত হবে এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বাণী স্পর্শে বহু প্রাণ জাগরিত হবে–জামা'তের ভিতরের ও বাহিরের উভয় কুলের লোকগণই নিত্য উপকৃত হতে থাকবে।

প্রথম অধিবেশন, ৬ অক্টোবর, পূর্বাহ্ন ১০-৩০ হতে ১-৩০

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার অন্যতম মোবাল্লেগ মোহাম্মদ সৈয়দ সাঈদ আহমদ সাহেবের কুরআন পাঠের সহিত প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হয়। প্রত্যেক অধিবেশনেই বঙ্গীয় প্রাদেশিক আমীর মহোদয় সভাপতির আসনে সমাসীন ছিলেন। বক্তাগণের মধ্যে আমাদের সদরের মোবাল্লেগ জনাব মৌলানা জিল্লুর রহমান সাহেবের বক্তৃতা "তাক্ওয়া লাভই সাধনার চরম উদ্দেশ্য" বিষয়ে গভীর জ্ঞানমূলক, প্রাণ-স্পর্শী ও বহু আধ্যাত্মিক তত্ত্বপূর্ণ ছিল।

দ্বিতীয় অধিবেশন, অপরাহ্ন ২-৩০-হতে ৫-৩০টা

এই অধিবেশন মৌলবি শাসসুজ্জামান সাহেব কর্তৃক কুরআন শরীফ তেলাওয়াতের মাধ্যমে আরম্ভ হয়। লন্ডনের ভূতপূর্ব মিশনারী মৌলবি মোহাম্মদ ইয়ার আরেফ সাহেবের বক্তৃতা 'ইসলামের কয়েকটি বিশেষ শিক্ষা এবং বর্তমান জগৎ সমস্যায় এর গুরুত্ব' বিষয় অত্যন্ত প্রাণস্পর্শী ও জ্ঞানপ্রদ ছিল। 'খেলাফত জুবিলী' সম্বন্ধে আলহাজ্জ খাঁন সাহেব মৌলবি মোবারক আলী সাহেবের বক্তৃতা অত্যান্ত আবেগময় ছিল, যদিও হঠাৎ বৃষ্টি পতন আরম্ভ হওয়ায় তিনি অধিক অগ্রসর হতে পারেন নাই।

৭ অক্টোবর, প্রথম অধিবেশন পূর্বাহ্ন ১০-৩০ হতে ১-৩০

জনাব আশরাফ আলী সাহেবের কুরআন শরীফ তেলাওয়াতের মাধ্যমে এই অধিবেশন আরম্ভ হয়। বাঁকুড়ার আমাদের সুযোগ্য ভ্রাতা মৌলবি মোহাম্মদ সাহেবের লিখিত প্রবন্ধ–'হে ভারত! আনন্দিত হও, প্রভু তোমার কান্না শুনিয়াছেন' পাঠ পূর্বক শুনানো হয়। সকলেই অনেক আপ্যায়িত ও অনুপ্রাণিত হন। আমরা এ কথা উল্লেখ না করলে বিশেষ অন্যায় করব যে, ৬ অক্টোবর ১ম অধিবেশনে ও এই অধিবেশনে পঠিত কতিপয় উৎকৃষ্ট কবিতার মধ্যে আমাদের শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা মৌলবি আউসাফ আলী উকিল সাহেবের দুইটি কবিতা অত্যন্ত প্রাণস্পর্শী ছিল। ফাযাহুমুল্লাহুতা'লা। ইন্‌শাআল্লাহ্, আমরা পরবর্তী সংখ্যাসমূহে এই সকল কবিতা ও উপরোক্ত লিখিত প্রবন্ধটি প্রকাশ করতে চেষ্টা করব।

দ্বিতীয় অধিবেশন, ৩-৩০ হতে ৫-৩০

এই অধিবেশন মুন্সি আব্দুল গনি সাহেবের তেলাওয়াতে কুরআন শরীফ দ্বারা শুরু হয়। সদর হতে আমাদের প্রাদেশিক মোবাল্লেগ মৌলানা জিল্লুর রহমান সাহেবের বক্তব্য 'ইসলামের বিজয় রহস্য' সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানপূর্ণ ছিল সত্য, কিন্তু মৌলানা সাহেবের পূর্বদিনকার বক্তৃতা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ছিল। আমাদের বাগ্মীপ্রবর ভ্রাতা কোলকাতা স্মল জজ কোর্টের উকীল মৌলবি দৌলত আহমদ খাঁন খাদেম সাহেব তদীয় বর্ণনীয় বিষয়ে অত্যন্ত তেজ্যোদীপ্ত ও সুগভীর জ্ঞানপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। 'সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান কোথায়' তাঁর বক্তব্য বিষয় ছিল। জলসার সভাপতি প্রাদেশিক আমীর মহোদয়ের 'খেতাব ও দোয়ার' পর অধিবেশন শেষ হয়।

আলহামদুলিল্লাহ্, সকল কার্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়েছে। যদিও আমরা কোন কোন বক্তৃতার বিষয়ই মাত্র উল্লেখ করেছি, কিন্তু পূর্ব প্রকাশিত প্রোগ্রাম অনুযায়ী প্রত্যেক বক্তৃতাই আল্লাহ্‌র ফজলে উত্তম শিক্ষনীয় ও হৃদয়গ্রাহী ছিল এবং আগ্রহের সহিত শ্রুত হয়।

মৌলানা এ আর নাইয়ার সাহেব পথে পীড়ত হয়ে পড়ায় জলসার প্রথম দিন উপস্থিত হতে পারেন নাই। দ্বিতীয় দিন তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং জ্বরে কাতরাবস্থায়ও তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নাতিদীর্ঘ ও মর্মস্পর্শী খোতবা প্রদান করেন এবং রাতে লণ্ঠন লেকচারও প্রদান করেন। জলসার পরেও তিনি ২/৩ দিন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ছিলেন এবং পীড়িতাবস্থায় আরো কয়েকটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

৮ অক্টোবর মহিলার অধিবেশন ১-৩০ হতে ৫-৩০ পর্যন্ত

পূর্ব প্রকাশিত প্রোগ্রাম অনুযায়ী মহিলা কনফারেন্স হয়। সভাপতির আসন মৌলবি খলিলুর রহমান সাহেবের দ্বিতীয় বেগম সাহেবা অলঙ্কৃত করেন। বহু জ্ঞাতব্য বিষয় আলোচনা হয়। বাড়ী ও মহল্লা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(পাক্ষিক আহমদী, ১৫ অক্টোবর ১৯৩৮)

(চলবে)

পাঠক কলাম

[পাঠক কলামের এই আয়োজনে এবারের বিষয় ছিল
"পবিত্রতা রক্ষায় বিয়ের গুরুত্ব"
পাঠকদের পাঠানো লেখা দিয়ে সাজানো হলো পাঠক কলামের এই অংশ]

পবিত্রতা রক্ষায় বিয়ের গুরুত্ব

"ইসলাম ধর্ম" একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। যেসব ব্যবস্থা পৃথিবীতে মানুষকে সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে–তন্মধ্যে বিবাহ ব্যবস্থা অন্যতম। মানুষের জীবনকে পবিত্র, শান্তিপূর্ণ, আনন্দময়, স্থিতি ও উন্নতিশীল এক কথায় সর্বাঙ্গীনভাবে সুন্দর করার জন্য বিবাহ-ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজনীয়। বিবাহ হচ্ছে বৈধ-যৌন সম্পর্ক স্থাপনের পন্থা। আল্লাহ্ তা'লার প্রেরিত ধর্মে নর-নারীর মধ্যে প্রেমময় বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার আদেশ দেবার মূল কারণ হলো–মানব সম্প্রদায় যেন প্রকৃত-প্রশান্তি লাভ করতে পারে। বিবাহ-বন্ধন হলো প্রশান্তি লাভের নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি বা ব্যবস্থা। পৃথিবীতে সকল ধর্মে সকল জাতিতেই বিবাহ-প্রথার উল্লেখ আছে। পবিত্র ইসলাম ধর্ম এই ব্যবস্থাকে পরিপূর্ণতা দিয়েছে। দুই জাহানের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল এই ব্যবস্থাকে পরিপূর্ণতা দিয়েছে।

বিবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গুরুত্বপূর্ণ যেকোন কাজে আল্লাহ্ পাকের নিকটে বিনীতভাবে নামায পড়ে সাহায্য চাইতে হয় এবং এই বিষয়টির ওপরে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) জোর তাগিদ দিয়েছেন। বিবাহের উদ্দেশ্য হলো দম্পতির শান্তিলাভ, আত্মসংরক্ষণ এবং সৌন্দর্য বর্ধন। কেননা পোশাকের কাজ তাই-ই। "বিবাহের উদ্দেশ্য কেবল কাম-বৃত্তি চরিতার্থ করা নয়। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে মন্দকাজ ও কুৎসা থেকে রক্ষা করা।" (২ঃ১৮৮) কাম-প্রবৃত্তির উত্তাল উচ্ছাসকে আল্লাহ্ পাক কুরআন করীমে নূহের তুফানের সাথে তুলনা করেছেন। এর মন্দ প্ররোচনা থেকে কেউ-ই মুক্ত নয়। এই কারণেই ইসলাম বিবাহ প্রথাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে।" বিবাহ ধর্মের অর্ধেক পূর্ণ করে' (হাদীস)। সতী-সাধ্বী নারীকেই বিবাহের জন্য কুরআন বৈধ করেছেন। তিনি বলেছেন, "সতী-সাধ্বী মোমেনা নারীকে তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে।" বংশ রক্ষার জন্য বিবাহের গুরুত্ব অপরিসীম। বিবাহের ক্ষেত্রে ধার্মিকতাকে ইসলাম প্রধান ও বড় মাপকাঠি বলে গুরুত্ব দিয়েছে। বিবাহিত জীবন দ্বারা মানুষের সুকুমার-বৃত্তিগুলির পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় এর মাধ্যমে বংশ রক্ষার পাশাপাশি উত্তম জাতি গোষ্ঠীরও সৃষ্টি সম্ভব হয়। "যখন (দেখ) কোন ব্যক্তি বিবাহ করেছে, সে ধর্মের অর্ধেক পূর্ণ করেছে, অতঃপর বাকীটার জন্য সে আল্লাহ্‌কে ভয় করুক" (বায়হাকী)।

বিবাহ মানুষকে পবিত্র করে। স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে যে জাতি যত তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি রাখে এবং দাম্পত্য জীবনে যে ব্যক্তি যত সংযত ও দায়িত্বশীল, সেই জাতি তত উন্নতিশীল এবং তাদের ভিত্তি তত দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত। "বিবাহ ব্যতীত সর্বপ্রকার যৌন সম্পর্ক ইসলামে মহাপাপ" (সূরা আন্ নিসা)।

আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে মত-প্রকাশের স্বাধীনতা দিয়েছেন। এর সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে তিনি বিবাহকে এক পবিত্র-চুক্তির রূপ দিয়েছেন। ইসলামের সকল ব্যবস্থা সুন্দর, সঙ্গতিপূর্ণ ও প্রকৃতিসম্মত। আল্লাহ্ পাক সতী-সাধ্বী ধার্মিক নারীকে বিবাহের জন্য বৈধ বলে উল্লেখ করেছেন। বিবাহে কাবিন নামা (মোহরানা) নির্ধারণের ব্যবস্থা ধার্মিকা নারীর জন্যই নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই কাবিন নামা নির্ধারণ করার ব্যাপারে হুযূর পাক (সা.), হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) এবং তাঁর খলীফাগণের হেদায়াত অনুসরণযোগ্য। এই সকল নীতি মানার মধ্যে বিবাহ পরবর্তী যে কোনো জটিলতার সমাধান নিহিত। এই নীতি অনুসরণ করলে কোনো পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না? পাত্রের আর্থিক-সঙ্গতির দিকে দৃষ্টি রেখে ন্যায়-পরায়নতার সাথে কাবিন-নামা নির্ধারণ করা উচিত। তাক্ওয়ার দিকে লক্ষ্য রেখে যাবতীয় কর্মই করা উচিত আর প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে কিংবা জ্ঞানত কিংবা অজ্ঞাতে কোন ধোকা দেয়া যাবে না। তাছাড়া কোন কাজেই অযথা তাড়াহুড়ো করা যাবে না। সর্বক্ষেত্রে সত্য-তথ্য উপস্থাপন করা উচিত। বিবাহের ক্ষেত্রে তথ্য গোপন করা বিশাল অপরাধ। তাছাড়া বিবাহের বিশেষ কতক শর্তসমূহের মধ্যে উভয়পক্ষের "সামঞ্জস্যতা" অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক্ষেত্রে উভয় পরিবারের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মলফুযাতে আছে, "একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, ইন্সান শব্দটি হুসুন হতে উদ্ভূত যার অর্থ দূর্গ এবং বিবাহকে ইহসান বলা হয় কারণ এর দ্বারা একজন লোক সতীত্বের দুর্গে আশ্রয় লাভ করে এবং নৈতিক ও যৌন-পাপচার থেকে রক্ষা পায়।" অতএব পবিত্রতা রক্ষায় বিবাহের গুরুত্ব অপরিসীম।

আনোয়ারা বেগম, রংপুর

অশ্লীলতা থেকে রক্ষা পেতে বিবাহের গুরুত্ব অপরিসীম

পূর্ণ যৌবন প্রাপ্তির পর যেকোন ছেলে ও মেয়ের বিবাহ দেওয়া পিতা ও মাতার জন্য অবশ্য কর্তব্য। বিবাহ করা ইসলামের এক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ। তাই ছেলে ও মেয়ে যখন যৌবনে পদতার্পণ করে তখন তাদের পবিত্রতা রক্ষা নিয়ে চিন্তা করা এবং বিবাহ দিয়ে ফরজ ও সুন্নত কাজ সম্পন্ন করা প্রত্যেক পিতা-মাতার অবশ্য কর্তব্য। হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, 'বিবাহ আমার সুন্নত এবং যেকেউ আমার সুন্নতের খেলাফ করে আমা হতে নয়' (মুসলিম কিতাবুন্ নিকাহ্)। সঠিক সময়ে বিবাহ না দেয়া হলে বেশীর ভাগ সন্তানই বিপথে চলে যায় এবং তা পিতা-মাতারই কষ্টের ও পাপের কারণ হয়। বর্তমান সমাজে যত প্রকার নোংরামী দেখা দিয়েছে, তার প্রধান একটি কারণ হলো সঠিক সময়ে বিয়ে না দেয়া। যার ফলে সমাজে পাপকার্য ঘটে ।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি পুত্র সন্তান লাভ করে, তার কর্তব্য হচ্ছে সন্তানের উত্তম নাম রাখা এবং তাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া। যখন সে যৌবন প্রাপ্ত হয় তখন তার বিবাহ দিবে। যদি সে যৌবন প্রাপ্ত হয় এবং পিতা তার বিবাহ না দেয় এবং সে পাপ করে, (তবে) তার কৃত পাপ তার পিতার ওপর বর্তিবে' (মেশকাত)। পবিত্রতা রক্ষা এবং পাপকার্য থেকে দূরে রাখার একমাত্র পন্থাই হল বিবাহ। যার মাধ্যমে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কে পবিত্রতা বজায় থাকে এবং এর ফলে সমাজে অশ্লীলতার লেশমাত্র থাকে না। সবচেয়ে বড় কথা হল মহান আল্লাহ্‌র অজস্র নেয়ামত রয়েছে, যার মধ্যে বিবাহও একটি নিদর্শন। কুরআনে বলা হয়েছে, "এবং তাঁর নিদর্শনসমূহ হতে এটাও একটি (নিদর্শন) যে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য হতে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা তাদের নিকট প্রশান্তি লাভ করতে পার, এবং তিনি তোমাদের মধ্যে প্রেম-প্রীতি ও দয়া মায়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এর মধ্যে চিন্তাশীল জাতির জন্য অনেক নিদর্শন আছে ।' (৩০ঃ২২)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা আছে, স্ত্রীলোক ও পুরুষের মধ্যকার পারস্পরিক ভালোবাসা প্রজননে সাহায্য করে ও পৃথিবীর বুকে মানবতার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখে। এতে বুঝা যায় যে, মানব সৃষ্টির পশ্চাতে কোন উদ্দেশ্য কাজ করে যাচ্ছে এবং একজন পরিকল্পনাবিদ এ উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নিচ্ছেন। এতে আরও উপলব্ধি করা যায় যে, উৎকৃষ্ট হতে উৎকৃষ্টতর ও পূর্ণ হতে পূর্ণতর জীবন লাভের জন্য মৃত্যুর পরও জীবনের প্রবহমানতা থাকা প্রয়োজন।

স্বামী ও স্ত্রীর সুসম্পর্কে একপ্রকার শান্তিময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়, যার ফলে অপকর্ম হ্রাস পায়। সমাজে পাপ কাজ থেকে ছেলে মেয়েদেরকে রক্ষার্থে বিবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যার ফলশ্রুতিতে ছেলে মেয়ের অবাধ মেলামেশার পথ বন্ধ হয়ে শান্তিময় ও পবিত্র জীবনের সূত্রপাত ঘটে। আর এর ফলে ব্যভিচার ও অশ্লীলতা সমাজকে কলুষিত করা হতে রক্ষা করতে পারে।

মোমকে যদি আগুনের কাছে রাখা হয় তবে তা গলবেই তেমনি ছেলেমেয়ের অবাধ মেলামেশায় পদস্খলন ঘটবেই। তাই বিবাহ এমন একটি পবিত্র বিষয় যার ফলে স্বামী ও স্ত্রী প্রশান্তি লাভের মাধমে সুখকর জীবন পরিচালনা করতে সক্ষম হয়। বিয়ের মাধ্যমে স্বামী স্ত্রীর পোশাক ও স্ত্রী স্বামীর পোশাক স্বরূপ হয়ে যায়। অর্থাৎ পোশাক যেমন আমাদের দেহের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে, দেহকে ধূলোবালি, ময়লা থেকে রক্ষা করে তেমনি স্বামীও স্ত্রীর হেফাযতমূলক আচ্ছাদন হিসেবে তাকে রক্ষা করে। একই ভাবে স্ত্রীও স্বামীর আচ্ছাদন হয়ে তাকে প্রশান্তিতে রাখে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে তারা তোমাদের জন্য এক (প্রকারের) পোশাক এবং তোমরা তাদের জন্য এক (প্রকারের) পোশাক।' (২ঃ১৮৮) কী চমৎকারভাবে একটি মাত্র বাক্যে কুরআনে স্ত্রীলোকের অধিকার ও মর্যাদাকে বর্ণনা করেছে এবং বিবাহের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য এবং স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ককে তুলে ধরেছে, এই আয়াত বলছে, বিবাহের উদ্দেশ্য হল দম্পতির শান্তি লাভ, আত্মসংরক্ষণ এবং সৌন্দর্য বর্ধন। কেননা পোশাকের কাজও তা-ই। সূরা আ'রাফের ২৭নং আয়াতে বলা হয়েছে, "হে আদম সন্তানগণ! আমরা তোমাদের জন্য এমন পোশাক নাযেল করিয়াছি, যাহা তোমাদের লজ্জাস্থানসমূহের হেফাযত করে এবং (যাহা) সৌন্দর্যস্বরূপ। তাই এটা বলা যায় যে, বিবাহের উদ্দেশ্য কেবল কামবৃত্তি চরিতার্থ নয়। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে মন্দকাজ ও কুৎসা হতেও যেন রক্ষা করে। শুধু একটি উদ্দেশ্যই বিবাহ নয়। বরং স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের মধ্যে ভালবাসার প্রেরণা এবং মন্দ কাজের বাধা এ সবকিছুই জীবনের মহান উদ্দেশ্য।

স্ত্রীকে স্বামী যেমন মন্দকার্য হতে রক্ষার্থে বাধা প্রদান করবে তেমনি স্ত্রীও স্বামীকে মন্দকার্য হতে রক্ষার্থে তার পদক্ষেপ রাখতে সক্ষম হতে হবে। বিবাহ মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলীর একটি। তাই এটি মান্য করা জরুরি। বিবাহের মাধ্যমে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পাশাপাশি সকল পাপ থেকে পবিত্র থাকার কথাও বলা আছে। হযরত ওকবা (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন, 'সব শর্তের চেয়ে (বিবারেহ শর্ত) পালন করা তোমাদের জন্য অধিক কর্তব্য। এটি এ কারণে যে, তোমাদেরকে (নারীদের) বিশেষ অংশ উপভোগ করার অধিকার দেয়া হয়েছে' (বুখারী, কিতাবুল নিকাহ্)। হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) বলেছেন, "স্ত্রী-পুরুষের মিলন তখনই আর্শিবাদপুষ্ট ও সফল হয় যখন তা প্রেম ও সহমর্মিতা দ্বারা চিহ্নিত হয়। অন্যথায় অনৈক্য ও মতভেদ পারিবারিক শান্তির জন্য শুধু মারাত্মক ক্ষতিকরই নয়, বরং তা স্ত্রী পুরুষ উভয়কে পাপের দিকে ঠেলে দেয় এবং তাদেরকে সেই সকল রোগের মাঝেও নিক্ষেপ করে যা স্থায়ীভাবে পারিবারিক স্বাস্থ্যকে নষ্ট করে ও বিবাহের মূল উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দেয়।" (ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের সাথে তার তুলনা)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে ইসলামী নিয়মকানুন এবং যুগ খলীফার নির্দেশ পালন করে চলার তৌফিক দান করুন, আমীন।

ফারহানা মাহমুদ তন্বী,
তেজগাঁও, ঢাকা

বিবাহ প্রশান্তি লাভের উপায়

আল্লাহ্ পাক মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং একই সত্ত্বা থেকে তার সঙ্গিণীও সৃষ্টি করেছেন যাতে সে তার সান্নিধ্যে প্রশান্তি লাভ করতে পারে। শুধু মানুষই নয় সমগ্র সৃষ্টিতেই নর ও নারী এই দুই রূপ বিরাজিত। গাছ পালা তৃণলতা, পশু পাখি, মৎস, কীট পতঙ্গ সমগ্র সৃষ্টিতেই একই নিয়ম। বিবাহ সে পদ্ধতি যার মাধ্যমে নারী পুরুষ জুটিবদ্ধ হয়ে একত্রিত হওয়ার বৈধতা লাভ করে। সভ্যতার ভীত বিবাহ প্রথার মাধ্যমে রচিত। হযরত আদম (আ.)-এর যুগ হতেই বিবাহ প্রথার সূত্রপাত। একজন নর ও একজন নারীতে মিলে বিবাহের মাধ্যমে তৈরী হয় বিশ্বের ক্ষুদ্রতম ইনিষ্টিটিউশন বা সংগঠন। নর ও নারীতে মিলেই বিশ্ব। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা শান্তি ও শৃঙ্খলার পরিপন্থি। নারীকে ঘিরে ট্রয়নগরীর ধ্বংস ইতিহাসখ্যাত।

বিবাহ শুধু শারীরিক বৃত্তিতে চরিতার্থেই সীমাবদ্ধ নয়, এর সীমা সুদূর প্রসারী। সন্তান, আদর্শ, প্রজন্ম ও বিশৃঙ্খলামুক্ত সমাজের জন্য বিবাহ অপরিহার্য। আল্লাহপাক কুরআনে উল্লেখ করেছেন, 'হে বিশ্বাবসীগণ তোমরা নিজেদের ও নিজেদের পরিবার বর্গকে আগুন হতে রক্ষা কর' (সূরা তাহরীম)। বিবাহও আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার এক ব্যবস্থা। আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) বলেছেন, যে বিবাহ করেছে সে ধর্মের অর্ধেক পূর্ণ করেছে। এ হাদীস থেকে আমরা অনুধাবন করতে পারি ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের জন্য বিবাহ কত গুরুত্বপূর্ণ। স্বামী স্ত্রী একে অন্যের পোশাক। পোশাক যেমন শীত গ্রীষ্ম হতে রক্ষা করে, স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য, শালীনতা ও নিরাপত্তা বিধান করে তেমনি স্বামী স্ত্রী পরস্পরকে শান্তি স্বস্তি ও নিরাপত্তা দান করে। কোন অবস্থাতেই অ-আহমদী নারীকে বিবাহ করা উচিত নয়। যারা তা করেন তারা আদর্শ আহমদী সমাজের পরিপন্থী কাজ করেন। ছেলে মেয়ে সাবালক হলেই অভিভাবকের উচিত, তাদের বিবাহের ব্যবস্থা করা।

আধুনিক পশ্চিমা সমাজের অনুকরণে আমরাও যদি ছেলে-মেয়েদের বিয়ের ব্যাপারে চিন্তাই না করি তবে তা হবে ভয়াবহ ও অশুভ পরিণতির কারণ। পশ্চিমা সমাজের অপকীর্তির ঘটনা আশা করি কমবেশী কারো অজনা নেই। বিবাহের উদ্দেশ্য শুধু কাম-প্রবৃত্তিই নয়, আত্মারও শান্তি এর সাথে সম্পৃক্ত। বিবাহ পবিত্র সন্তান, শান্তিপূর্ণ পরিবার ও সুশৃঙ্খল সমাজের জন্য অপরিহার্য। একটি বিবাহ শুধু একজন নর ও নারীকেই যুক্ত করে না। দুটি পরিবার সমাজ রাষ্ট্র এবং বিশ্ব পর্যন্ত এর বিস্তৃত। কে বলতে পারে আজকে যে শিশুটি ভূমিষ্ঠ হল সে আগামী দিনের রাষ্ট্র নায়ক, বিশ্বখ্যাত বৈজ্ঞানিক বা আল্লাহ্‌র বিশিষ্ট ওলী হবে না। বৈরাগ্য বা বিবাহ বহির্ভূত উৎসর্গীকৃত জীবন ইসলামের জীবন নয়। যারা এমনতর জীবন বেছে নিয়েছে, তারা ব্যর্থ হয়েছে।

ইসলামের জীবন পরিপূর্ণ জীবন, সব নিয়ামতের সদব্যবহারকারী জীবন। আর বিবাহ হল ইসলামী জীবনের সুরক্ষাকারী কবজ। আমাদের জামাতেও বিবাহ নিয়ে সমস্যা আছে। সংখ্যায় অল্প হওয়া, এক জামাত থেকে অন্য জামাতের দূরত্ব বেশী হওয়া, অধিক শিক্ষিতরা স্বল্প শিক্ষিতদের বিবাহ করতে সম্মত না হওয়া, ধনী গরীব, সামাজিক ...ইত্যাদি বিষয়ে জটিলতা উপেক্ষা করার নয়। এর সমাধান হল। যে সন্ধিক্ষণ আমরা অতিক্রম করছি তা বিবেচনা করে সবাই যদি কিছু না কিছু কুরবানী করতে প্রস্তুত হয়ে যাই তবে বিবাহ জনিত সমস্যা অনেকটা কাটিয়ে উঠা সম্ভব। আল্লাহ্ পাক অনুগ্রহ করুন আমাদের এ সমস্যা অতি দ্রুত দূর করে দিন। আমরা যেন শুধু প্রাপ্তি নয় ত্যাগেরও মানসিকতা নিয়ে ছেলে মেয়েদের যথা সময়ে বিয়ের ব্যবস্থা করে তাদের পবিত্র জীবন যাপনের নিশ্চয়তা বিধানে অগ্রণী ভূমিকা পালনে সক্ষম হই। আল্লাহ্ পাক এ অধম সহ সবাইকে সে তৌফিক দান করুন।

মোহাম্মদ নূরুজ্জামান, বড়চর

'পাক্ষিক আহমদী' পত্রিকার গ্রাহক সংক্রান্ত তথ্য, গ্রাহক চাঁদার হিসাব এবং নতুন গ্রাহক হওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে যোগাযোগ করুন– মোবাইল : ০১৭৩৬ ১২৪৭০৪

দৃষ্টি আকর্ষণ

পাঠক কলামে আপনিও অংশ নিন

পাঠকদের অংশগ্রহণে নিয়মিত প্রকাশ হচ্ছে 'পাঠক কলাম'। আগামী পাঠক কলামের বিষয়-

"ইসলামে হজ্জের গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য"

আমাদের হাতে লেখাটি আগামী ১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৫-এর মধ্যে পৌঁছতে হবে।

পাঠকের সুবিধার্থে পরবর্তী আরো দুই সংখ্যার পাঠক কলামের বিষয় নিম্নে দেওয়া হল।

১। একজন আহমদী হিসাবে আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য।

২। ইসলামে প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার।

*** আপনার লেখা ৩০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।**

*** লিখতে হবে পৃষ্ঠার এক পাশে।**

*** লেখার নিচে লেখকের মোবাইল নম্বরসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা দিতে হবে।**

বিঃ দ্রঃ পাঠকরা যদি কোন বিষয় নিয়ে নিজেদের পক্ষ থেকে পাঠক কলামে লিখতে চান তাও পাঠাতে পারেন।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা-

সম্পাদকঃ পাক্ষিক আহমদী
(পাঠক কলাম)
৪, বকশী বাজার রোড ঢাকা-১২১১
মোবাইল: ০১৭১৬-২৫৩২১৬
e-mail:
pakkhik_ahmadi@yahoo.com,
masumon83@yahoo.com

যুক্তরাজ্যের ৪৯তম সালানা জলসার এক ঝলক

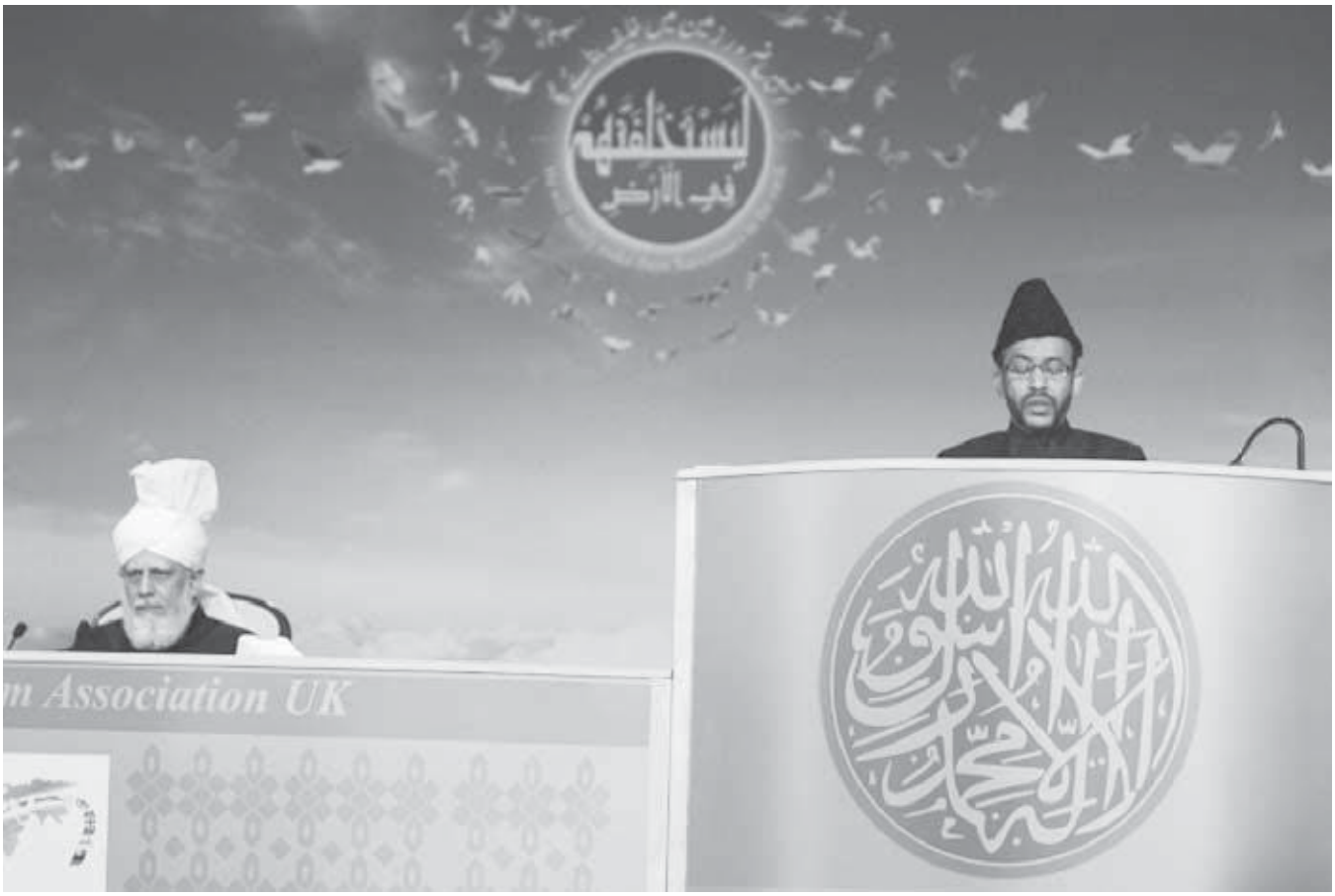

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় যুক্তরাজ্যের ৪৯তম সালানা জলসা মহান সফলতার সাথে সমাপ্ত।

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফজলে ২০৭টি দেশে আহমদীয়া জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হলো। এ বছর ১টি নতুন দেশে আহমদীয়া জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, (আলহামদুলিল্লাহ)। দেশটি হলো 'পুটারিকো'। এটি স্পেনের একটি জায়গা। গত একবছরে সারা বিশ্বে ৫লাখ ৬৭ হাজার ৩৩০ জন বয়আত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করে।

এবছর ৫৪টি দেশে প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে যোগাযোগ করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'লার ফজলে এ বছর ৭৭৬টি নতুন জামাত এবং ১২৮০টি জায়গায় আহমদীয়াতের বীজ রোপিত হয়েছে।

বেনিন ১৫৫, সিরালিয়ন ১৩৬, মালী ৬৫, এছাড়াও আরো অনেক দেশ আছে যেখানে অনেক নতুন জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

একদেশের মোবাল্লেগ ইনচার্জ সাহেব লিখেন, লিফলেটের মাধ্যমে সবাই আহমদীয়া জামা'তের সম্পর্কে অবগত হয়েছিলেন। একটি গ্রামে যখন সংবাদ পৌঁছে যে, আমরা মহানবী (সা.)-এর একটি বিশেষ সংবাদ নিয়ে আসছি তখন সেই গ্রামের প্রধান এবং ইমাম সাহেব সহ সবাই আমাদের অপেক্ষা করছিল এবং আমরা যখন সেখানে পৌঁছলাম তখন প্রায় ৪ ঘণ্টার প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান শেষে পুরো গ্রাম আহমদীয়া জামাতে শামিল হয়ে যায়। সাতটি গ্রামের ইমাম এবং গ্রাম প্রধান একই সাথে বয়আত করে নেয়। সেই গ্রামের প্রধান বলছিল যে, আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আমি আজই প্রকৃত মুসলমান হয়েছি। তাই আমার তরবিয়ত করুন এবং প্রকৃত ইসলাম শিখান।

বুরকিনা ফাসুতে পিতার নসীহতে পরিবার প্রধানসহ সবাই বয়আত করেন।

এ বছর ৪০১টি মসজিদ নির্মিত হয়েছে। দেশগুলো হলো হচেছ ইস্তাম্বুল, আয়ারল্যাণ্ড, জাপান এবং ব্রাজিল।

আল্লাহ্ তা'লার ফজলে এবছর ৭৪টি ভাষায় কুরআনের ভাষান্তর ছাপানো সুসম্পন্ন হয়েছে।

লিটারেচার প্রকাশে ঘানা, নাইজেরিয়া, গ্যাম্বিয়া, সিয়েরালিয়ন, বুরকিনাফাসু, তানজানিয়া ও আইভরিকোষ্টে প্রায় ১০ লাখ লিটারেচার প্রকাশিত হয়েছে। কাদিয়ানে নতুন বাইন্ডিং ফোল্ডিং ম্যাশিন লাগানো হয়েছে।

এবছর ২৪৬০টি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে, যার ফলে ১৭ লাখ ৯ হাজার লোকের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছানো হয়েছে। ১৩৭৩৫টি বুকস্টল ও ফেয়ারসের মাধ্যমে ১৭৯৮০০০ লোকের কাছে পয়গাম পৌঁছানো হয়েছে।

একজন জার্মান মেহমান বলেন, আমি নাস্তিক কিন্তু আমি বলছি, হায় যদি এসব শিক্ষা সবাই আমল করতো তাহলে সারা বিশ্ব শান্তিতে ভরে যেতো আমি আশা করি, আপনারা এ বাণী সবার কাছে পৌঁছাবেন। নাইজেরিয়ার একজন সিকিউরিটি অফিসারকে একটি পুস্তক দেয়া হয় এ পুস্তক পড়ে সেই অফিসার বলে, এ পুস্তক পড়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে, মহানবী (সা.) সর্বদাই শান্তি ও সৌহার্দ্যের শিক্ষা দিয়েছেন। যদি সব ধর্ম আহমদীয়া জামাতের সংগ দেয় তাহলে বিশ্বে সত্যিই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

এবছর স্পেনে জামেয়ার ছাত্রদেরকে লিফলেট বিতরণের জন্য পাঠানো হয়েছিল। এতে তারা ২লাখ ৮২হাজার লিফলেট বিতরণ করে। ওয়াকফে আরযিতে জামেয়ার ছাত্ররা ৫৫হাজার লিফলেট বিতরণ করেছে। গোয়েটেমালায় ৫১টি বয়আত হয়েছে।

আরবী ডেস্ক ১১০টি পুস্তক প্রকাশ করেছে। আরো অনেক বই প্রকাশিত হচ্ছে।

রাশিয়ান ডেস্ক খুতবা জুমআ ও অন্যান্য তরজমার ভালো কাজ করছে

বাংলা ডেস্কও ভালো কাজ করছে। এমটিএ তে লাইভ অনুষ্ঠান করছে।

আহমদীয়া ওয়েবসাইট ভালো কাজ করছে, হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর বই এবং মলফূযাত অডিও সাইটে রয়েছে। রিভিউ অব রিলিজিওনস এর কাজ অনেক ব্যাপক হয়ে গেছে। এটি মানুষের পড়া উচিত। এর মান অনেক ভালো।

এমটিএ সাবটাইটেলসহ খুতবাও শুরু হয়েছে। পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে আহমদীয়াতে বাণী পৌঁছানো হচ্ছে। ঘানা, নাইজেরিয়া, সিরালিউন, উগাণ্ডা, জলসা সালানা উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করছে।

রেডিওর মাধ্যমেও আহমদীয়াত প্রচার চলছে। এর ফলে প্রায় ২০ কোটিরও বেশী মানুষের কাছে বাণী পৌঁছেছে।

এবছর ৩৭৩০টি সংবাদ পত্রে আহমদীয়াতের বাণী ছেপেছে।

এবছর ওয়াকফে নও তাহরীকের অন্তর্ভূক্ত এঞ্জ ২৬৮৬জন। মোট হচ্ছে ৫৬৮১৮ জন।

১২ দেশে ৪২টি হাসপাতাল এবং ১৩টি দেশে ৬৮৩ টি স্কুল প্রতিষ্ঠিত। ইবোলা সংকটে আহমদীয়া জামাত খেদমত করার সুযোগ পেয়েছে। আফ্রিকার বিভিন্ন সোলার ও পানি সরবরাহের কাজ করছে। আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ভারত, বাংলাদেশ এবং ইউকে ইত্যাদি দেশে হিউম্যানিটি ফার্স্ট ভালো কাজ করছে।

এবছর নাইজেরিয়া ২৫ হাজারেরও বেশী নওমোবাইনের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। ২২ হাজার বেনিনে। বুরকিনা ফাসোতে ১৯৮০০।

বাংলাদেশের ছোট একটি জামা'ত থেকে এক ইমাম হাফেজ জহুরুল ইসলাম সাহেব বিস্তারিত জানার জন্য ঢাকায় আসেন এবং সাতজনই বয়আত করেন।

স্বপ্নের মাধ্যমেও অনেক আহমদী বয়আত করেছেন। বিরোধিতার মাধ্যমেও বয়আত হয়েছে। খুতবা শুনেও অনেকে বয়আত করেছে।

সংকলন– মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান,
মুরব্বী সিলসিলাহ্

সং বা দ

শ্যামপুরে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক নবনির্মিত আহমদীয়া মসজিদ 'মসজিদ নাসের'-এর শুভ উদ্বোধন

আল্লাহ্ তা'লার অসীম অনুগ্রহে গত শুক্রবার ১৩ আগস্ট ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশের রংপুর সদরের উপশহর শ্যামপুরে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক নবনির্মিত আহমদীয়া মসজিদ 'মসজিদ নাসের'-এর শুভ উদ্বোধন সম্পন্ন হয়। আলহামদুলিল্লাহ। স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব মোজাহারুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের মোহতরম ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্ব মোবাশ্বের উর রহমান এই মসজিদটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) এই মসজিদের নাম রেখেছেন 'মসজিদ নাসের'।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ন্যাশনাল আমীর সাহেব তার মূল্যবান বক্তৃতায় মসজিদের সাথে একজন মু'মিনের সম্পর্ক কেমন হওয়া চাই সে বিষয়ে আলোকপাত করেন। তিনি আরো বলেন, এখান থেকে লোকেরা এক আল্লাহ্‌র শিক্ষা লাভ করবে এবং পথহারা লোকেরা সঠিক পথের সন্ধান লাভ করবে। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি আদায় এবং দোয়ার মাধ্যমে ন্যাশনাল আমীর সাহেব 'মসজিদ নাসের'-এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মাঝে বক্তব্য রাখেন সাবেক খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর জনাব খলিলুর রহমান। এছাড়া স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সমাজসেবক জনাব আব্দুল ওহাব, অধ্যাপক শাহাদৎ হোসেন, জনাব আখতারুজ্জামান, সংবাদিক মিলন খন্দকার, সাংবাদিক শামছুজ্জামান এবং ইউ.পি সদস্য জনাব শামছুর রহমান বকুল। এই অনুষ্ঠানে মোবাল্লেগ ইনচার্জ মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, সদর আনসারুল্লাহ জনাব মোহাম্মদ হাবীবুল্লাহ এবং সদর লাজনা ইমাইল্লাহসহ আরো অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

এতে আশেপাশের অন্যান্য জামা'তের প্রতিনিধিবর্গ এবং স্থানীয় জামা'তের সদস্যরা অনুষ্ঠানে যোগদান করেন যার সংখ্যা ছিল প্রায় ২৫০ জন। এছাড়া অ-আহমদী মুসলমানদের একটি বড় অংশও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। আল্লাহ তা'লা এই মসজিদটিকে গোটা অঞ্চলের জন্য একটি আধ্যাত্মিক বাতিঘর বানিয়ে দিন, আমীন।

ডেস্ক রিপোর্ট

আতফালুল আহমদীয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার শিক্ষা সপ্তাহ অনুষ্ঠিত

গত ৭ই আগস্ট হতে ১৩ই আগস্ট ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ৭ দিন ব্যাপী এক বার্ষিক শিক্ষা সপ্তাহ-২০১৫ সফলতার সাথে সমাপ্ত হয়। সপ্তাহের প্রথম দিন জনাব এখতিয়ার উদ্দিন শুভ কায়েদ-এর সভাপতিত্বে উদ্বোধানী অনুষ্ঠান শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত ও নযমের পর সভাপতি সাহেব উদ্বোধনী ভাষণ দেন ও দোয়া পড়ান। স্বাগত ভাষণ দেন জনাব নুরুদ্দিন আহমদ। শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মোশারফ হোসেন। শিক্ষা সপ্তাহে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা নেয়া হয়, যেমন ঃ উপস্থিত রচনা প্রতিযোগিতা, কুরআন তেলাওয়াত, নযম, সাধারণ জ্ঞান, গণিত বুদ্ধিমত্তা, চিত্রাঙ্গণ, ফুটবল ইত্যাদি। সপ্তাহের ৩য় দিন এক বিশেষ তবলীগি ক্লাস নেন মওলানা জহির উদ্দিন আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ্। সপ্তাহের ৫ম দিন বাংলাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন উয়ারী-বটেশ্বরে শিক্ষা সফর করা হয়। এতে ১৭ জন যোগদান করেন। সপ্তাহের শেষ দিন বাদ মাগরীব কায়েদ সাহেব এর সভাপতিত্বে পুরস্কার বিতরণী ও সমাপনী অনুষ্ঠান হয়। সভাপতির দিকনির্দেশনামূলক ভাষণের পর পরস্কার বিতরণ করা হয়। সভাপতির আহাদ পাঠ ও দোয়া পরিচালনার পর শিক্ষা সপ্তাহের সমাপ্তি হয়। উক্ত শিক্ষা সপ্তাহে ৭৫ জন আতফাল অংশগ্রহণ করেন।

নাযেম আতফাল

লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জের ইজতেমা অনুষ্ঠিত

লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জ এর উদ্যোগে গত ১৫/০৫/২০১৫ তারিখ রোজ শনিবার ২২তম বার্ষিক ইজতেমা সাফল্যজনকভাবে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত ইজতেমার উদ্বোধনী অধিবেশন সকাল ৯-৩০ মিনিটে শুরু হয়। সভানেত্রী ছিলেন দিলরুবা বেগম মায়া। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রেহেনা খায়ের এবং সাদেকা হক। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন খাওলাদ্বীন উপমা। উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন জনাব মোস্তফা পাটোয়ারী, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, নারায়ণগঞ্জ। সমাপ্তি অধিবেশনে সভানেত্রী ছিলেন মাসুদা পারভেজ, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জ। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন খাদিজা বেগম তুষ্টি। সমাপনী অধিবেশনের সভানেত্রী মূল্যবান বক্তব্য প্রদানের পর বিভিন্ন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পরিশেষে ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার সমাপ্তি হয়। এতে লাজনা ১০৩ জন, নাসেরাত ও শিশু ৬৯ জন এবং মেহমান ৪২ জন উপস্থিত ছিলেন।

উম্মে কুলসুম চায়না

খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ-এর জব ফেয়ার ২০১৫ অনুষ্ঠিত

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ এর খেদমতে খালক বিভাগের উদ্যোগে গত ২১ শে আগষ্ট ২০১৫ তারিখে বকশি বাজার দারুত তবলীগ কমপ্লেক্স এর নতুন বিল্ডিং-এ জব ফেয়ার ২০১৫ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠান ৪৩ খোদ্দাম ও ৬ জন লাজনাসহ মোট ৪৯ জন চাকরী প্রার্থীর অশগ্রহণে সফলতার সাথে সমাপ্তি হয়, আলহামদুলিল্লাহ। পরবর্তীতে প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী লিখিত পরীক্ষার জন্য হেড অফিসে ডাকা হবে এবং উত্তীর্ণ প্রার্থীদের চাকরি প্রদান করা হবে বলে নিয়োগ বিভাগ, প্রাণ আরএফএল গ্রুপ আমাদেরকে অবগত করেছেন। এই মহতী কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য প্রাণ আরএফএল গ্রুপের কর্তৃপক্ষকে আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

ফারুক হোসাইন

চট্টগ্রামে তবলিগী সভা অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত চট্টগ্রামের মসজিদ বায়তুল বাসেত-এ ৩১ জুলাই বাদ জুমুআ তবলিগী সভা অনুষ্ঠীত হয়। এই সভায় ৭ জন জেরে তবলীগ মেহমান এবং জামা'তের ২০ জনের অধিক সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সেক্রেটারী তবলীগ জনাব মুহাম্মদ হাসান-এর তেলওয়াত কুরআন পাঠ করার মাধ্যমে সভা শুরু হয়। বাংলা নযম পেশ করেন জনাব নুরে এলাহী। আগত অতিথি বৃন্দের মধ্যে RTV সাংবাদিক জনাব নুর মোহাম্মদ রানা এবং ফটো সাংবাদিক জনাব ওসমান জাহাঙ্গীর, লেখক এবং গবেষক জনাব সোহেল ফখরুদ্দিন এবং সাংবাদিক, লেখক ও সিলেট তত্ত্ববিদ জনাব সাইফুল ইসলাম সুমন সকলে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। জনাব শাহাব উদ্দিন খালিদ আহমদীয়া জামা'তের ধর্ম বিশ্বাস তুলে ধরনে। প্রধান বক্তা হিসাবে বক্তব্য রাখেন মওলানা জাফর আহমদ। আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফজলে ঐদিন বাদ মাগরিব দু'জন জেরে তবলীগ বয়আত গ্রহণের মাধ্যমে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন। আলহামদুলিল্লাহ।

মুহাম্মদ হাসান

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ

হুযূর আনোয়ার (আই.) প্রদত্ত ১৪ আগস্ট, ২০১৫ জুমুআর খুতবার সারমর্ম

হুযূর (আই.) বলেন, আগামী শুক্রবার থেকে যুক্তরাজ্য জামাতের বার্ষিক জলসা আরম্ভ হচ্ছে, ইনশাআল্লাহ্।

গত একমাস থেকে হাদীকাতুল মাহদীতে জলসার কাজ আরম্ভ হয়েছে। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে যেখানে মানুষ জগত পূজায় রত সেখানে শুধুমাত্র হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জামাতের নিষ্ঠাবান সদস্যরা ধর্মের খাতিরে অহোরাত্র স্বেচ্ছাসেবা দিয়ে জঙ্গলের মধ্যে জলসার পুরো অনুষ্ঠান আয়োজনের কাজ করছেন। এটি একমাত্র আহমদীয়া জামাতেরই অনন্য বৈশিষ্ট্য অন্য কোথাও এর তুলনা পাওয়া যায় না।

হুযূর বলেন, রীতি অনুসারে সকল কর্মকর্তা, কর্মী ও স্বেচ্ছা সেবককে অতিথি সেবার গুরুত্ব এবং অতিথিকে সম্মান করার আবশ্যকতা সম্পর্কে কয়েকটি কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

পবিত্র কুরআনে হযরত ইব্রাহীম (আ.) এবং হযরত লূত (আ.)-এর অতিথিসেবার বিবরণ রয়েছে। তাঁরা হাসিমুখে অতিথিদের স্বাগত জানান এবং তাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেন। আমাদের প্রিয়নবী মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) অতিথির সম্মান এবং অতিথির সেবায় সদা অগ্রগামী থাকতেন। তিনি তাঁর ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত দ্বারা সাহাবী এবং উম্মতকে কীভাবে অতিথিসেবা করতে হয় তা শিখিয়ে গেছেন। আর এ যুগে তাঁরই নিবেদিতপ্রাণ দাস হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) অতিথি সেবার কোন সুযোগই হাতছাড়া করেন নি এবং তিনি তাঁর জামাতকে অতিথি সেবার জন্য বিভিন্ন মূল্যবান নসীহত করে গেছেন।

হুযূর বলেন, এই জলসা কোনো সাধারণ সম্মেলন নয় বরং খোদার নির্দেশে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রবর্তণ করেন। তাই যারা কেবলমাত্র খোদার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এই মহতি জলসায় যোগদানের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত হতে ছুটে আসেন তাদের আদর-আপ্যায়নের প্রতি আয়োজকদের বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

প্রত্যেকের স্বভাব ও অভ্যাস ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে, তাই ব্যবস্থাপক এবং কর্তব্যরতদের দায়িত্ব হবে বুদ্ধিমত্তার সাথে, হাসিমুখে সবাইকে সাদর সম্ভাসন জানানো এবং নিঃস্বার্থভাবে তাদের সেবা করা। তাদের জন্য শান্তি, নিরাপত্তা এবং স্বাচ্ছন্দ্যের যথাসম্ভব উত্তম বিধান করতে হবে।

মহানবী (সা.) অতিথির সংখ্যা বেশি হলে সাহাবীদের মাঝে তাদেরকে ভাগ করে দিতেন এবং নিজেও কিছু অতিথি নিয়ে বাড়ীতে যেতেন আর অকৃত্রিমভাবে তাদের সেবা করতেন। সাহাবীরাও তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজের সন্তানদের অভুক্ত রেখে যা আছে তাই দিয়ে অতিথিসেবা করেছেন। কোন এক সাহাবীর এমন আচরণ দেখে উর্ধ্বলোকে খোদা তা'লাও মুচকি হেসেছেন।

অতিথিরা অনেক সময় কষ্টও দিয়ে থাকে। মহানবীর যুগেও এমনটি ঘটেছে কিন্তু তিনি সেই ইহুদী অতিথির নোংরা-ময়লা নিজ হাতে পরিস্কার করেছেন।

মহানবী (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি খোদা ও পরকালে বিশ্বাস রাখে সে হয় ভালো কথা বলবে না হয় নিরব থাকবে। সে প্রতিবেশির প্রতি খেয়াল রাখবে। আর অতিথির সম্মান করবে। এই হাদীস থেকেও অতিথিসেবার গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়।

মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ওপর একবার ইলহাম হয় যে, গতরাতে অতিথি শালায় অতিথিদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা হয়নি। এই ইলহামের পর তিনি তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ হলেও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের ছয়মাসের জন্য শাস্তি দেন। এবং তিনি স্বয়ং অতিথিদের দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি (আ.) কোন এক সাহাবীর জন্য রাতের বেলা গরম দুধের পেয়ালা নিয়ে তার দরজায় গিয়ে হাজির হন। আবার অতিথিদের পছন্দ অনুসারে খাবার আয়োজনেরও ব্যবস্থা করেন। এসবই তারা করেছেন অতিথির সম্মানার্থে।

এরপর হুযূর মহানবী (সা.) এবং তাঁর নিষ্ঠাবান সেবক হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ও তাঁদের সাহাবীদের অতিথিসেবা সম্পর্কিত বিভিন্ন ঈমান উদ্দিপক ঘটনা বর্ণনা করে এই আদর্শ ও শিক্ষা যাতে আমরাও জলসায় আগত অতিথি সেবার ক্ষেত্রে অবলম্বন করতে পারি সেজন্য দোয়া করেন।

হুযূর বলেন, আজ আহমদীয়া জামাতের সদস্যরা ছাড়া বিশ্বের অন্য কোথাও শুধুমাত্র ধর্মের খাতিরে মানুষ এরূপ অতিথিসেবা করে না। জলসার ৮০% বা এরচেয়েও বেশি কাজ অতিথি সেবার সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাই এ বিভাগকে আলস্য বা উদাসিনতা দেখালে চলবে না।

আবাসন, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, পার্কিং এর সুব্যবস্থা করা, বৃষ্টি হলে রাস্তা-ঘাটের দেখাশোনা, খাবার সরবরাহ্, জলসার অনুষ্ঠানাদি শোনানো আর বয়স্কদের জলসাগাহে আনা-নেয়ার জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করা এসবই অতিথিসেবা বিভাগের কাজ। কাজেই আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে অতিথিদের সেবা করা, তাদের সম্মান করা এবং দায়িত্ববোধের চেতনা নিয়ে নিজ নিজ কাজ করার তৌফিক দিন।

হুযূর সকল কর্মীকে এবং জামাতের সকল সদস্যকে জলসার সার্বিক সফলতার জন্য দোয়ার অনুরোধ জানান।

নামায শেষে হুযূর জনাব কামাল আফতাব এবং জনাব নঈম আওয়ান সাহেবের গায়েবানা জানাযা পড়ান এবং তাদের স্মৃতিচারণ করেন।

পাকিস্তানে আহমদী মুসলমান খুন
সাম্প্রদায়িক আক্রমণের শিকার হয়ে ২০১০ সাল থেকে
পাকিস্তানে ১৪৫তম আহমদী মুসলিমের শাহাদাত

গত ১৯ আগস্ট ২০১৫, সাম্পদায়িক আক্রমণে বন্দুকধারীরা নৃশংসভাবে একজন আহমদী মুসলিম পুরুষকে তার নিজ ঔষধের দোকানে শহীদ করে।

ডেরা গাজী খানের তোনসা এলাকায় চারজন মোটর সাইকেল আরোহী ইকরাম উল্লাহ (৩৭) কে ৫টি গুলি করে। ঘনটাস্থলত্যাগ করার সময় গর্বের সাথে একজন "কাফের" কে হত্যা করেছে বলে তারা ঘোষণা করছিল। নিহত ব্যক্তির হত্যাকাণ্ডের লক্ষ্যবস্তু হওয়ার কারণ কেবল এই ছিল যে, তিনি একজন আহমদী মুসলমান ছিলেন।

তার এক বিধবা স্ত্রী, ৫ বছরের এক কন্যা এবং ১৮ মাস বয়সের এক পুত্র রয়েছে। জনাব ইকরাম উল্লাহ্ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন এবং তিনি তার মহৎ ব্যক্তিত্বের জন্য বিস্তৃত পরিসরে পরিচিত ছিলেন। কারো প্রতি তার কোন বিদ্বেষ ছিল না।

২১ আগস্ট ২০১৫ জুমুআর খুতবায় নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রধান, পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের এক নিষ্ঠাবান নেক সদস্য হিসেবে মরহুমের প্রশংসা করেন এবং মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র কাছে জান্নাতে শহীদের উচ্চ মর্যাদা ও তার প্রিয়জনদের ধৈর্যের জন্য দোয়া করেন।

টুভালুর প্রধানমন্ত্রী লন্ডনে আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রধানের সাথে সাক্ষাৎ
বৈঠকে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-এর
বিশ্বশান্তির প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ

টুভালুর প্রধানমন্ত্রী গত ১১ জুলাই ২০১৫ লন্ডনের ফজল মসজিদে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রধান, পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) এর সাথে বৈঠক করেন।

বৈঠককালে মহামান্য প্রধানমন্ত্রী ইনেলে সোপোয়াগা বিশ্বের শান্তি প্রতিষ্ঠায় অব্যাহত প্রচেষ্টার জন্য এবং এ বছর কিছু দিন পূর্বে ঘূর্ণিঝড় প্যাম এর দরুন ক্ষতিগ্রস্ত টুভালুতে ত্রাণ বিতরণ টীম প্রেরণের জন্য খলীফার প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

প্রধানমন্ত্রী টুভালুর শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নত করাসহ বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ বিষয় সম্পর্কে সম্মানিত হুযূর (আই.)কে অবহিত করেন। বৈঠকের পরবর্তী এক অংশে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, যদি সম্মানিত হুযূর কোন দিন টুভালু সফর করেন তবে সেটি তার দেশের জন্য সম্মান ও মর্যাদার কারণ হবে।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ব্রাসেলস-এ টুভালুর রাষ্ট্রদূত স্যার ইফতেখার আয়াজ এবং প্রধানমন্ত্রীর পরিবারের সদস্যবৃন্দ। প্রধানমন্ত্রী একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠন ও জাতিকে অগ্রগতির পথে পরিচালিত করার অব্যাহত প্রচেষ্টার জন্য টুভালুর স্থানীয় আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রশংসা করেন।

বৈঠককালে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন যে, এটি অত্যাবশ্যক যে, সমস্ত দেশ এবং মানুষ বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে লেগে যায়। সম্মানিত হুযূর (আই.) বলেন যে, তিনি একেই সময়ের সবচেয়ে বড় দাবি বলে মনে করেন।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) কর্তৃক তাহরীককৃত দোয়াসমূহ

গত কয়েক দশক ধরে আহমদীরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিশেষভাবে পাকিস্তানে নির্যাতিত হয়ে আসছে। অন্যান্য দেশে এ অবস্থার পরিবর্তন হলেও পাকিস্তানে দিন দিন এ অবস্থা কঠিন রূপ ধারণ করছে। আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় সম্প্রদায়কে স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহ্‌র প্রতি বেশী বিনত হতে হয়। গত ৩০ মে ২০১৪ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) পুনরায় পুরো জামাতকে দোয়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিম্নোল্লিখিত ১০টি দোয়া বেশী করে করার আহ্বান করেছেন।

১ সূরা ফাতিহা অধিক হারে পাঠ করা।

২ দরূদ শরীফ নিয়মিত পাঠ করা ।

৩ আল্লাহ্‌র পবিত্রতা এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি দরূদ সম্বলিত নীচের ইলহামী দোয়াটিও বেশী বেশী করা।

سُبۡحَانَ اللّٰہِ وَ بِحَمۡدِہٖ سُبۡحَانَ اللّٰہِ الۡعَظِیۡمِ
اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِ مُحَمَّدٍ

"সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলে মুহাম্মাদ"

অর্থঃ আল্লাহ্ অতীব পবিত্র এবং তিনি তাঁর সমস্ত প্রশংসাসহ বিরাজমান। আল্লাহ্ পবিত্র যিনি অতীব মহান। হে আল্লাহ! মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

পবিত্র কুরআনের দোয়া

৪

رَبَّنَاۤ اَفۡرِغۡ عَلَیۡنَا صَبۡرًا وَّ ثَبِّتۡ اَقۡدَامَنَا وَ انۡصُرۡنَا عَلَی الۡقَوۡمِ الۡکٰفِرِیۡنَ

"রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়া সাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন।" (সূরা বাকারা : ২৫১)

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে অগাধ ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

৫

رَبَّنَا لَا تُزِغۡ قُلُوۡبَنَا بَعۡدَ اِذۡ ھَدَیۡتَنَا وَ ھَبۡ لَنَا مِنۡ لَّدُنۡکَ رَحۡمَۃً ۚ اِنَّکَ اَنۡتَ الۡوَھَّابُ

"রাব্বানা লা তুযিগ ক্বুলূবনা বা'দা ইয হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্হাব।" (সূরা আলে ইমরান: ৯)

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শনের পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিয়ো না, আর তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে বিরাট রহমতের ভাগী কর, নিশ্চয় তুমিই সবচেয়ে বড় দাতা।

৬

رَبَّنَا اغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوۡبَنَا وَ اِسۡرَافَنَا فِیۡۤ اَمۡرِنَا وَ ثَبِّتۡ اَقۡدَامَنَا وَ انۡصُرۡنَا عَلَی الۡقَوۡمِ الۡکٰفِرِیۡنَ

"রাব্বানাগ ফিরলানা যুনূবানা ওয়া ইসরাফানা ফি আমরিনা ওয়া সাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাউমিল কাফিরীন" (সূরা আলে ইমরান: ১৪৮)

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! আমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা কর এবং আমাদের কাজ-কর্মে আমাদের বাড়া-বাড়ি ক্ষমা কর। আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দোয়া

৭

اَسۡتَغۡفِرُ اللّٰہَ رَبِّیۡ مِنۡ کُلِّ ذَنۡۢبٍ وَّ اَتُوۡبُ اِلَیۡہِ

"আসতাগফিরুল্লাহা রাব্বী মিন কুল্লি যামবিওঁ ওয়া আতূবু ইলাইহি।"

অর্থ: আমি আমার প্রভুর নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করছি।

৮

اَللّٰھُمَّ اِنَّا نَجۡعَلُکَ فِیۡ نُحُوۡرِھِمۡ وَ نَعُوۡذُبِکَ مِنۡ شُرُوۡرِھِمۡ

"আল্লাহুম্মা ইন্না নাজ্‌আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম।"

অর্থ: হে আমার আল্লাহ! আমরা তোমাকে তাদের বক্ষদেশে স্থাপন করছি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দোয়া

৯

رَبِّ کُلُّ شَیۡءٍ خَادِمُکَ
رَبِّ فَاحۡفَظۡنِیۡ وَانۡصُرۡنِیۡ وَارۡحَمۡنِیۡ

"রাব্বি কুল্লু শায়ইন খাদিমুকা রাব্বি ফা'হফায্‌নী ওয়ানসুরনী ওয়ারহামনী ।

অর্থ: হে আল্লাহ্! সবকিছুই তোমার সেবায় নিয়োজিত। অতএবহে আমার প্রভু! তুমি আমার নিরাপত্তা বিধান কর আর আমাকে সাহায্য কর এবং আমার প্রতি দয়া কর।

১০

یَارَبِّ فَاسۡمَعۡ دُعَائِیۡ وَمَزِّقۡ اَعۡدَاءَکَ وَاَعۡدَائِیۡ وَاَنۡجِزۡ وَعۡدَکَ وَانۡصُرۡ عَبۡدَکَ وَاَرِنَا اَیَّامَکَ وَ شَھِّرۡلَنَا حُسَامَکَ وَلَا تَذَرۡ مِنَ الۡکَافِرِیۡنَ شَرِیۡرًا

"ইয়া রাব্বি ফাসমা' দুয়ায়ী ওয়া মায্‌যিক আ'দায়াকা ওয়া'দায়ী ওয়ানজিয ওয়া'দাকা ওয়ানসুর আব্‌দাকা ওয়া আরিনা আইয়ামাকা ওয়া শাহহিরলানা হুসামাকা ওয়ালা তাযার মিনাল কাফিরীনা শারীরা ।"

অর্থ: হে আল্লাহ্! আমার মিনতি শোন। আর তোমার ও আমার শত্রুকে ধ্বংস করে দাও, আর তোমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর, তোমার বান্দাকে সাহায্য কর আর তোমার নিদর্শন প্রকাশের দিন আমাদেরকে দেখাও। আর তোমার তীক্ষ্ণ তরবারির ঝলক আমাদেরকে দেখাও এবং অস্বীকারকারীদের মাঝ থেকে কোন বিদ্বেষীকে ছেড়ে দিয়ো না।

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

হাড়-জোড়া, বাত-ব্যথা, স্পাইন এবং
আঘাত জনিত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

ডাঃ মোঃ গোলাম রহমান (দুলাল)
এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল)
এমএস (অর্থো)
সহকারী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক বিভাগ
সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল: ০১৭১২-০৯০৮২৬

চেম্বার :
ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা
বাড়ি নং- চ-৭২/১, প্রগতি স্বরণী, উত্তর বাড্ডা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

সিরিয়ালের জন্য:
ফোন : +৮৮০ ২ ৮৮৩৫৫৫৬-৭
মোবাইল : ০১৮৩২-৮২০৯৫০

সময় : বিকেল ৫.০০টা থেকে ৮.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ)
(বাড্ডা হোসেইন মার্কেটের বিপরীতে)

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536
H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office
Palbari More, New Khairtola
Jessore. Tel : 67284

Bogra Office
Kanas Gari, Sherpur Road
Bogra. Tel : 73315

Chittagong Office
205, Baizid Bostami Road
Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

New Vol. No. 78 | 4th Issue

The Ahmadi Fortnightly

31st August, 2015 Tk. 20.00

Regd. No. D. A.-12

জলই জীবন/ WATER THERAPY

জল চিকিৎসায় নিম্নবর্ণিত রোগসমূহ নিরাময় হয়

(১) কোষ্ঠ কাঠিন্য (Constipation)- ১০ দিন পর এই চিকিৎসায় সর্ব প্রথম ফল পাবেন। (২) পাকাশয়জনিত রোগসমূহ (Gastric Problems)- ১০ দিন । (৩) উচ্চ রক্তচাপ-(Hipertension) ১ মাস। (৪) বহুমুত্র (Diabetes) ১ মাস। (৫) ক্ষয়রোগ (Tuberculosis) ৩ মাস। (৬) চক্ষুকর্ণ নাসিকা রোগ (ENT Diseases) ৩ মাস। (৭) মুত্রথলী গ্রন্থি বৃদ্ধি রোগ (Enlargement of Prostate Gland) ৩ মাস। (৮) কর্কট রোগ (Cancer) প্রথম থেকে রোগ ধরা পরলে ৬ মাস। (৯) পুরনো কঠিন চর্মরোগ-১ বছর।

জল চিকিৎসার নিয়ম

(১) ঘুম থেকে উঠে মুখ না ধুয়ে কুলকুচি না করে (without mouth washing) শান্তভাবে ধীরে ধীরে ১.২৬০ লিটার অর্থাৎ বড় গ্লাসের ৪ গ্লাস জল পান করতে হবে। তাড়াহুড়া করা যাবে না। জলপান করার পর ৪৫ মিনিট কোন তরল বা শক্ত খাদ্য (Liquid or solid food) খাওয়া যাবে না। ধূমপান করা যাবে না।

(২) প্রাত রাস, দুপুর ও রাতের আহার (Breakfast, Lunch and Dinner) করার সময় জল পান করা যাবে না। অসুবিধা হলে গলা ভেজাবার জন্য ২/৩ চামচ পরিমাণ জল খেতে পারেন। এই পরিমাণ বাড়ানো যাবে না। দুই ঘন্টা পর ইচ্ছেমত জল পান করা যাবে, দুর্বল বা অসুস্থ্য চার গ্লাসের পরিবর্তে ১ অথবা ২ গ্লাস দিয়ে শুরু করতে পারেন। তবে অবশ্যই চার গ্লাস পান করতে হবে। যে কোন রোগই জল চিকিৎসায় নিরাময় হতে পারে। বাতজনিত রোগে প্রথম ৭ দিন সকালে ও বিকালে ২ বার এই চিকিৎসা করতে হবে। উপশমের পর শুধু সকালে করলে চলবে।

(৩) দুপুর ও রাত্রে আহার করে শোয়ার পূর্বে অন্ততঃ আধাঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। ঘুমানোর পূর্বে কোন কিছু আহার করা যাবে না। অসুবিধা মনে হলে ঘুমানোর আগে ২/৩ চামচ জল পান করা যাবে।

ধানসিড়ি রেস্তোরা

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
নীচ তলা
রোড নং ৪৫, প্লট ৩২/এ, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৩২৩,
০১৯১৩৯৪১৩৯২, ০১৯১৯২৭১২৮৬

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
অর্কিড প্লাজা (তৃতীয় তলা)
(রাপা প্লাজার দক্ষিণ পার্শ্বে)
ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন : ৯১৩৬৭২২, ০১৮১৯০৯৯০৩৫

"দিল মেঁ য়্যাহী হ্যা হার্‌দাম তেরা সাহীফা চুমুঁ
কুরআঁ কে গিরদ্ ঘুমুঁ কা'বা মেরা য়্যাহী হ্যা"

আমার আন্তরিক বাসনা হলো, সর্বদা যেন তোমার কিতাব চুম্বন করি আর কুরআনের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করি; বস্তুত আমার কা'বা এটাই।

–হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

শতবার্ষিকী স্মরণিকা প্রকাশ হয়েছে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর প্রতিষ্ঠা শতবার্ষিকী উপলক্ষে বহু প্রতিক্ষিত শতবার্ষিকী স্মরণিকা প্রকাশ হয়েছে।

এটি ইতিহাস ও তথ্যের এক অতুলনীয় সন্নিবেশ। এতে হুযূর আকদাস (আই.)-এর শতবার্ষিকী উপলক্ষে ঐতিহাসিক ভাষণ এবং স্মরণিকার জন্য হুযূর আকদাসের বিশেষ বাণী রয়েছে।

এতে আরো রয়েছে, এই বাংলা এবং পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি থেকে পথচলার দুর্লভ ইতিহাস। রয়েছে বাংলাদেশের সকল মসজিদ ও মিশনের সচিত্র একটি সংগ্রহ। এছাড়াও এতে এমন কিছু তথ্য রয়েছে যা ইতিপূর্বে কখনও সামনে আসে নি। এতে রয়েছে, প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে শতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এছাড়াও রয়েছে ঈমান উদ্দীপক ও ইতিহাস সম্বলিত অনেক প্রবন্ধ। দু'শত বত্রিশ পৃষ্ঠার এই স্মরণিকায় আরো এমন বিষয় রয়েছে যা সত্যিই সংগ্রহ করে রাখার মত। তাই যত শিঘ্র সম্ভব আপনার কপিটি বাংলাদেশের ইশায়াত বিভাগে যোগাযোগ করে সংগ্রহ করুন।

স্মরণিকাটির শুভেচ্ছা মূল্য ৩০০/- (তিন শত) টাকা। প্রয়োজনে : ০১৭৩৬ ১২৪৭০৪

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com